উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রংদার রোববার

অদৃশ্য নদীর মতো প্রবহমান জনজীবন, মূলস্রোতের বিপরীতে হাটার দুর্লভ স্পর্ধা আর নদী-মানুষের চিরায়ত মিথোজীবী মেলবন্ধন; এই তিনের অনুপম সখ্যেই উত্তরবঙ্গের অন্তহীন বিস্তার।

স্রোত

১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন জাদু মলম
Ph : 9830303398
MK Since 90 Years

সেবাশ্রয় নিয়ে শুভেন্দুর নিশানায় অভিষেক ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৪° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন

প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে পথে নামলেন মমতা ৫

রাহুলের নিশানায় এবার শা ৯

শিলিগুড়ি ৯ শ্রাবণ ১৪৩৩ রবিবার ৭.০০ টাকা 26 July 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 69

কোন পথে ককরোচরা

১৫ মে, ২০২৬ : সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলার শুনানি চলাকালীন দেশের বেকার তরুণ এবং সামাজিক মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের একাংশকে ‘ককরোচ’, ‘পরজীবী’ বলে মন্তব্য করেন ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত।

১৬ মে, ২০২৬ : ‘ককরোচ জনতা পার্টি’র আত্মপ্রকাশ। দলের স্লোগান, ‘অলস এবং বেকারদের কণ্ঠস্বর’।

৬ জুন, ২০২৬ : দলের তরফে ‘ককরোচ’দের দিল্লির যন্তরমন্তরে জমায়েতের ডাক। দলের মুখ হিসেবে বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী অভিজিৎ দীপকে ছাড়াও উঠে আসেন সাংবাদিক সৌরভ দাস, আশুতোষ রাঙ্কারা।

২০ জুন, ২০২৬ : সর্বভারতীয় নিট-ইউজি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস এবং দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসতেই রাজপথে সিজেপি। যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ শুরু। শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবি।

২৮ জুন, ২০২৬ : আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশি হেনস্তার প্রতিবাদে বিক্ষোভে যোগ পরিবেশকর্মী ও শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুকের। মঞ্চ থেকেই অনশন শুরু।

২০ জুলাই, ২০২৬ : সংসদ ভবনের উদ্দেশে মার্চ শুরু। পুলিশ বাধা দিলে ব্যাপক সংঘর্ষ। প্রায় ১৮০ জন আহত।

২৫ জুলাই, ২০২৬ : কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ। অবস্থান প্রত্যাহার।

চাপের মুখে পদত্যাগ

ভিকে কৃষ্ণ মেনন (১৯৬২ সালে) ভারত-চিন যুদ্ধে সামরিক প্রস্তুতি যথেষ্ট না থাকার অভিযোগে জন অসন্তোষ ও রাজনৈতিক চাপে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা

ভিকে সিং (১৯৮৭ সালে) প্রতিরক্ষা চুক্তিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও গণ আন্দোলনের চাপে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা

শিবরাজ পাতিল (২০০৮ সালে) ২৬/১১-য় মুম্বইয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিরাপত্তায় খামতির অভিযোগে মানুষের ক্ষোভের মুখে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা

এমজে আকবর (২০১৮ সালে) একাধিক মহিলাকে যৌন হেনস্তা ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে দেশজুড়ে অসন্তোষের মুখে বিদেশ প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা

ধর্মেন্দ্র প্রধান (২০২৬ সালে) নিট-এ ও সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতির অভিযোগে তরুণ প্রজন্মের বিক্ষোভের চাপে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদে ইস্তফা

জয় হে...

এটি গণতন্ত্রের জয়। শান্তি, অধ্যবসায় ও ধৈর্যের জয়। সিজেপি ও জেন জেড-কে অভিনন্দন।
-সোনম ওয়াংচুক

ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছেন আন্দোলনকারীরা। নয়াদিল্লির যন্তরমন্তরে শনিবার।

জেন জেডের ধাক্কায় ইস্তফায় বাধ্য ধর্মেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : ইনস্টাগ্রাম রিলস, মিমকে তাচ্ছিল্য করলে কী হবে, শেষপর্যন্ত সমাজমাধ্যমের সেই ভাষা-সংস্কৃতিরই জয় হল তরুণদের অদম্য জেদে। রাইফেল, জলকামান, কাঁদানে গ্যাসে জেদ ভাঙা গেল না। বরং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানই বাধ্য হলেন পদত্যাগ করতে। শুক্রবার রাত পর্যন্ত প্রচার ছিল, মোদি জমানায় কেউ ইস্তফা দেন না, দিল্লি দরবার কারও কাছে মাথা নোয়ায় না।

শনিবার দুপুরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের খবর পৌঁছাতে তাই নয়াদিল্লির যন্তরমন্তরে গর্জে উঠল সঞ্জয় দত্তের সেই আইকনিক ফিল্মি সংলাপ- ‘সুবহ হো গয়ি মামু!’ সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ল পোস্ট, ‘আরশোলারা জিতেছে, জিতেছে গণতন্ত্র।’ টানা ৩৬ দিনের অহিংস, আপসহীন লড়াইয়ের পর রাষ্ট্রকে কার্যত হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করার নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী হল দেশ।

শনিবার বিকেলে এক্স হ্যান্ডেলে দীর্ঘ চিঠি পোস্ট করে নিজের ইস্তফার কথা জানান ধর্মেন্দ্র। নিট-এ জালিয়াতি ও প্রশ্ন ফাঁসের নৈতিক দায়িত্ব নেওয়ার কথা বললেও তিনি যুক্তি দিলেন, যন্তরমন্তরের ছাত্র বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে কোনও ‘দেশবিরোধী শক্তি’ যাতে দেশের সংহতি নষ্ট করতে না পারে এবং পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ যাতে আইনি জটিলতায় আটকে না যায়, সেকারণে তিনি পদত্যাগ করলেন।

যদিও মনে করা হচ্ছে, শিক্ষামন্ত্রীকে সরিয়ে সরকার আসলে নিজের মুখ রক্ষা করতে চেয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশিকে আপাতত শিক্ষামন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এখন তাঁর হাতে খাদ্য, গণবণ্টন, ক্রেতা সুরক্ষা এবং নবীন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিমন্ত্রকের দায়িত্ব আছে। দুই মন্ত্রী জগৎপ্রকাশ নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের পর শনিবার অবস্থান প্রত্যাহার ঘোষণা করেন আন্দোলনকারীরা।

ককরোচ জনতা পার্টির অন্যতম মুখপাত্র সৌরভ দাস বলেন, ‘সদিচ্ছার সঙ্গেই অবস্থান প্রত্যাহার করা হচ্ছে। এটা শুধু ট্রেলার। আসল ছবি এখনও বাকি। এরপর দেশের তরুণরাই সব সমস্যার সমাধান করবে। আমাদের লড়াই এখানে শেষ হচ্ছে না। এটা মাত্র শুরু। এখনও অনেক পথ বাকি।’ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ না করার শর্ত মেনেছে কেন্দ্র। কিন্তু সৌরভ জানান, এটা শুধু দিল্লির ক্ষেত্রে নয়, দেশের যেখানেই আন্দোলন হয়েছে, সেখানে প্রয়োগ করা হবে।

RAMKRISHNA IVF CENTRE
Delivering A Miracle
সন্তান প্রত্যাশীদের স্বপ্ন পূরণের সুযোগ
পরিষেবা
• আই.ভি.এফ (টেস্টটিউব বেবি)
• আই.ইউ.আই
• আই.সি.এস.আই
পাকুড়তলা মোড়, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি | 9800711112

তাঁর ভাষায়, ‘সরকার আশ্বাস দিয়েছে সব এফআইআর-এর কপি বিক্ষোভকারীদের দেখাবে।’ ওই দুই মুখপাত্র জানিয়েছেন, নিট বাতিল হওয়ার পর হতাশায় আত্মঘাতী পড়ুয়াদের পরিবারকে ১ কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ এবং ২০ জুলাইয়ের পুলিশি বর্বরতায় যুক্ত আধিকারিকদের শাস্তি না পাওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে।

গত কয়েকদিনে পরিস্থিতি সামলাতে নাজেহাল হয়েছে কেন্দ্র। শিক্ষাসচিবকে বরখাস্ত, স্পেশাল ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট তৈরি, পেপার লিক রুখতে কড়া বিল, এমনকি খোদ প্রধানমন্ত্রীর ভিডিওবার্তাতেও যন্তরমন্তরের ক্ষোভের আগুন নেভাতে না পেরে ব্যাকফুটে চলে যায় কেন্দ্র।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

আমরা করে দেখিয়েছি, আত্মবিশ্বাস যন্তরমন্তরে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : একটি ফোন বদলে দিল এক মাসের টানটান উত্তেজনার। ঠিক দুপুর আড়াইটে তখন। যন্তরমন্তরে সকাল থেকে হাজার হাজার তরুণের ভিড়। কড়া নিরাপত্তা, সরকারের সঙ্গে দ্বিতীয় দফার বৈঠক ঘিরে অনিশ্চয়তার আবহ তখন। ফোনটা যেন রচনা করল আন্দোলনের ইতিহাস। ফোনটা এসেছিল ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকের মোবাইলে।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন অভিজিৎ। মুখে হাসি ঝলসে ওঠে। এগিয়ে যান মাইক্রোফোনের সামনে। গলায় আবেগ, চোখে জল। প্রথম কথাই ছিল, ‘আমরা করে দেখিয়েছি।’ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের খবর এসেছিল অভিজিতের মোবাইলে। মুহূর্তের মধ্যে মঞ্চের সামনে বাঁধ ভাঙল উচ্ছ্বাসে। হাজার হাজার পড়ুয়া, তরুণ-তরুণী একসঙ্গে হাত তুলে চিৎকার করতে থাকেন।

সমবেত সেই কলরবের মধ্যে ককরোচ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা বলতে থাকেন, ‘ওরা বলেছিলেন,

এরপর চোদ্দোর পাতায়

দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কা (উপরে)। প্রতিবাদ মঞ্চে উচ্ছ্বসিত অভিজিৎ দীপকে। শনিবার।

৭০ জন চিহ্নিত

ধর্মতলার হিংসায় গুন্ডা দমন আইন প্রথম প্রয়োগ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৫ জুলাই : বাংলায় গুন্ডা দমন আইনের প্রথম প্রয়োগ। পড়ুয়াদের আন্দোলন ঘিরে শুক্রবার ধর্মতলায় বিশৃঙ্খলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এই আইন প্রয়োগের ইঙ্গিত দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার বিধানসভায় তিনি হুঁশিয়ারি দেন, ‘এমন শাস্তি দেব যে তিনপুরুষে ভুলতে পারবে না।’ শুভেন্দু জানান, ওই ঘটনায় ৭০ জনকে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। তাদের একজনও ছাত্র বা ককরোচ জনতা পার্টির কর্মী নয়। আন্দোলনের সঙ্গে তাদের কোনও যোগ ছিল না।

DESUN HOSPITAL
বড় হসপিটালের নিজের নার্সিং স্কুলে পড়ার সুবিধা
বিশদে জানতে ফোন করুন
90 5171 5171
Desun Nursing School & College
Kolkata I Siliguri

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, নির্বাচনে হেরে যাওয়া পার্টি খিদিরপুর, রাজাবাজার, বেলগাছিয়া, আক্রা, নিউটাউন, রাজারহাট থেকে দুষ্কৃতীদের এনেছিল। রাজাবাজারের আফরোজ, খিদিরপুরের নাহিদ, একবালপুরের তনবীর ও নিজাম এবং ওয়াটগঞ্জের রাহুল জামালের নাম উচ্চারণ করে তিনি বলেন, এরা দুষ্কৃতী। তারাই শুক্রবার পুলিশকে লক্ষ্য করে জলের বোতল, চটি ছোড়ে। হামলায় বাদ যাননি কর্তব্যরত সাংবাদিকরাও।

বিধানসভায় বিবৃতি দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শনিবার বলেন, ‘৫ কুখ্যাত দুষ্কৃতীর নাম শুধু বললাম। বাকিদের নাম বলে সময় নষ্ট করতে চাই না। গুন্ডা দমন আইনে এদের এমন শাস্তি দেব যে একদিন নয়, তিনপুরুষ তা মনে রাখবে। এজন্যই গুন্ডা দমন আইন করা হয়েছে। আন্দোলনকারীরা গণ্ডগোল পাকানোর জন্য চেষ্টা করলেও তাদের উসকানিতে পুলিশ পা না দিয়ে আগাগোড়া সংযত থেকেছে। সেটা সবাই দেখেছে।’

শুভেন্দুর কথায়, ‘ওরা চাইছিল পুলিশ লাঠিচার্জ করুক, নাটকটা আরও জমুক। পুলিশ সেই সুযোগ দেয়নি।’ বিজেপি সরকার বাংলায় ক্ষমতাসীন হওয়ার পর গুন্ডা দমন

এরপর চোদ্দোর পাতায়

পেশায় সিভিক, নেশায় শিল্পী কালচিনির সীমা

রোদে পুড়ে, জলে ভিজে সারাদিন ডিউটির পর সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরেন কালচিনি চা বাগানের গুদাম লাইনের বাসিন্দা সীমা লোহার। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ঢুকে পড়েন তাঁর নিভৃত সংগীত সাধনার জগতে। প্রতিদিন নিয়ম করে এক ঘণ্টা গানের রেওয়াজ করেন। তারপর মাদল নিয়ে বসেন এক ঘণ্টা। হয়ে ওঠেন ‘সাক্ষাৎ সরস্বতী’।

সাক্ষাৎ সরস্বতী

সমীর দাস

কালচিনি, ২৫ জুলাই : যিনি রাঁধেন, তিনি চুলও বাঁধেন। পেশায় তিনি সিভিক ভলান্টিয়ার। তবে তাঁর রক্তে মিশে রয়েছে সংগীত। আর সেই তাড়নাতেই তিনি কাজের শেষে ঘরে ফিরে গান লেখেন, সেই গানে সুর দেন। আবার নিজের লেখা, সুর দেওয়া গান নানা অনুষ্ঠানে গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।

কালচিনি চা বাগানের গুদাম লাইনের বাসিন্দা সীমা লোহার। তিনি সাদরিভাষী। হিন্দিমাধ্যমে পড়াশোনা করলেও সাদরি ভাষাকে জীবিত রাখতে গানকেই অস্ত্র করেছেন বছর ৩৬-এর ওই তরুণী। চা বলয়ে ইতিমধ্যেই সীমার লেখা ও গাওয়া গান প্রশংসিত হচ্ছে।

নিজের গানের মাধ্যমেই সাদরি ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার নিরন্তর চেষ্টা করে যান সীমা। সাদরি গানের জগতে যে ক’জন শিল্পী রয়েছেন তাঁদের মধ্যে জনপ্রিয়তার নিরিখে সীমা অনেকটাই এগিয়ে। সারাদিন শত কাজের মধ্যেও সীমার সংগীত প্রীতি তাঁকে অন্য আসনে বসিয়েছে। শুধু গান নয়, সীমা মাদল বাজানোতেও হাত পাকিয়েছেন। তাতেও আসর মাতিয়ে দেন তিনি।

সিভিক ভলান্টিয়ারদের ডিউটি সহজ নয়। কখনও শহরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, আবার কখনও সড়কের নিরাপত্তা সামলানো। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে সারাদিন ডিউটির পর সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরেন সীমা। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ঢুকে পড়েন তাঁর নিভৃত সংগীত সাধনার জগতে। প্রতিদিন নিয়ম করে এক ঘণ্টা গানের রেওয়াজ করেন। তারপর মাদল নিয়ে বসেন এক ঘণ্টা।

বাড়িতে রয়েছেন বড় দুই দিদি। মাঝেমধ্যে বাড়ির রান্না করতে হয় সীমাকে। এইভাবেই কাটছে তিন বোনের সংসার। তাঁর এক দিদি রূপা লোহার চা বাগানের শ্রমিকের কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। আরেক দিদি সুনীতা লোহার বাগানের শ্রমিক। তবে বাড়ির মূল রোজগেরে সীমাই।

গান পরিবেশন করছেন কালচিনি চা বাগানের সীমা লোহার।

এমন নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ের গানের নেশা হল কীভাবে? সীমার কথায়, ‘বাবা পুষা লোহার কালচিনি চা বাগানের কর্মী ছিলেন। মা দুর্গামণি ছিলেন ওই বাগানের শ্রমিক। জ্যাঠামশাই সুকার লোহার এক সময়ে আকাশবাণীতে সাদরি ভাষায় গান গাইতেন। তাই ছোটবেলা থেকেই বাড়িতে গানের পরিবেশ ছিল। ছোট থেকেই জ্যাঠামশাইয়ের হাত ধরে মাদল বাজানো আর গানের চর্চা শুরু হয় সীমার। তাঁর প্রয়াত এক দিদি পুনম ছিলেন ডুয়ার্সের সাদরি ভাষার জনপ্রিয় গায়িকা।

তবে সীমার গান লেখার ঝোঁকটা তৈরি হয় অনেক পরে। সীমা বলেন, ‘টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখে একদিন সিদ্ধান্ত নিলাম, নিজেই গান লিখব।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

শুরু পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : শিলিগুড়ি পুরনিগমের এলাকা পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া শুরু করে দিল রাজ্য সরকার। শনিবার পুরনিগমে এই ইস্যুতে একটি বৈঠক হয়েছে। সেখানে দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন বৈঠকে মূলত পুরনিগমের ওয়ার্ডগুলির বর্তমান অবস্থা, কোন ওয়ার্ডে কত ভোটার, মোট জনসংখ্যা কত- এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনও দেওয়া হয়। তবে, বৈঠক নিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের কেউই মুখ খুলতে চাননি। এক আধিকারিক বলেছেন, ‘১ অগাস্ট থেকে জনগণনার কাজ শুরু হচ্ছে। এই জনগণনাতেই আসন পুনর্বিন্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক তথ্যই উঠে আসবে। তার পরেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

পুরনিগমের ৪৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে বেশকিছু ওয়ার্ডে প্রচুর ভোটার রয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড। বিশেষ করে সংযোজিত এলাকার ওয়ার্ডগুলির ভোটার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।

সিদ্ধান্ত কার্যত পাকা হয়ে গিয়েছে। সরকারি সূত্রের খবর অনুযায়ী, ৩৬ নম্বর ওয়ার্ড ভেঙে তিনটি ওয়ার্ড তৈরি করা হতে পারে। একইভাবে শহরের অন্তত ২৩টি ওয়ার্ড ভেঙে

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র পরেও কোনও ওয়ার্ডে ২০ হাজার, আবার কোনও ওয়ার্ডে অন্তত ১৮-১৯ হাজার ভোটার রয়েছেন। এসআইআর প্রক্রিয়াতেই ওয়ার্ডগুলিতে আরও বেশকিছু নাম তালিকায় উঠবে বলে জানানো হয়েছে। এই ওয়ার্ডগুলিকে ভেঙে একাধিক ওয়ার্ড তৈরি করার

সেখানে দুটি করে ওয়ার্ড তৈরি হবে। সূত্রের দাবি, নতুন এলাকা যুক্ত না হলেও পুরনিগমের ওয়ার্ড সংখ্যা বেড়ে ৬৫-৭০টি হতে পারে।

শনিবার পুরনিগমের দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের কয়েকজন আধিকারিক, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক এবং পুরনিগমের আধিকারিকদের

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তা ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। হঠাৎ নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা করতে না যাওয়াই ভালো। সম্পত্তি নিয়ে প্রিয়জনদের সঙ্গে মতের পার্থক্য হতে পারে। বাড়িতে পুজোর উদ্যোগ গ্রহণ। চোখের সমস্যায় ভুগতে পারেন। বকেয়া টাকা অনেক চেষ্টার পর ফেরত পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে গুপ্তশত্রু থেকে সাবধান।

বৃষ : ব্যবসা নিয়ে দুশ্চিন্তা। অংশীদারি ব্যবসায় অংশীদারের সঙ্গে মতপার্থক্য হতে পারে। নতুন বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ হাতে আসতে পারে। বাবার শরীরের দিকে নজর দিন। প্রেমের সঙ্গীকে সামান্য কারণে ভুল বুঝবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার একাগ্রতা ও কাজ প্রশংসিত হবে। আলস্য ত্যাগ করতে না পারলে এ সপ্তাহে বড় সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।

মিথুন : অল্পে সন্তুষ্ট থাকুন। অতিরিক্ত চাহিদায় ক্ষতির সম্ভাবনা। অচেনা ব্যক্তির কাছ থেকে কোনও সুযোগসুবিধা চাইবেন না। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে দুশ্চিন্তা। হারানো জিনিস ফেরত পেতে পারেন। এ সপ্তাহে সাবধানে চলাফেরা করুন। ব্যক্তিগত কোনও কথা বিশ্বাস করে কাউকে বলতে যাবেন না। ধর্মচর্চায় মানসিক শান্তি পাবেন।

কর্কট : ব্যবসায় নতুন কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হতে পারে। সংসারে সবাইকে নিয়ে চলতে সমস্যা হলেও মানিয়ে নিন। কোনও অপরিচিত লোক প্রতারণা করতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। অপ্রত্যাশিত কোনও খবরে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। সৃজনশীল কাজে আপনার খ্যাতি বাড়বে।

সিংহ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। যে কাজেই হাত দিন না কেন, খুব সতর্ক হয়ে করতে হবে। ব্যবসার কারণে ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা অহেতুক। দীর্ঘদিনের বিদেশভ্রমণের স্বপ্ন এ সপ্তাহে সফল হতে চলেছে। সপ্তাহটায় একটু আর্থিক খরচ বাড়বে।

কন্যা : নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারেন। মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে মানসিক আনন্দলাভ। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে মনোমালিন্য। বিদেশে যাওয়ার বাধা কেটে যাবে। নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে চলার চেষ্টা করুন।

তুলা : মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। বহুদিন আগের কোনও প্রিয় বন্ধুকে কাছে পাবেন এবং আনন্দে সময় কাটবে। নতুন ব্যবসা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে পারেন। দাঁতের সমস্যায় দুর্ভোগ। বিলাসিতার কারণে খরচ বাড়বে এবং পরবর্তীতে তা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বৃশ্চিক : কর্মপ্রার্থীরা এ সপ্তাহে নতুন সুযোগ পাবেন। আলস্য ত্যাগ করুন। পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে সপ্তাহটি কাটলেও সাফল্য মিলবে। বাবার কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়ে ব্যবসায় সামাল দিতে পারবেন। প্রেমে নতুন মোড় আসবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ থাকলেও বুধবারের পর আমূল পরিবর্তন হতে পারে।

ধনু : আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে কোনও অপরিচিত ব্যক্তি আপনার ক্ষতি করতে পারে। এই সপ্তাহে পাওনা আদায় হওয়ায় নিশ্চিন্ত হবেন। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। ব্যবসায়ীরা নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে বড় ধরনের মুনাফা অর্জনের সুযোগ পাবেন। পারিবারিক বিবাদ মিটে যাবে।

মকর : ব্যবসা নিয়ে সামান্য দুশ্চিন্তা থাকলেও সপ্তাহের মাঝে তা মিটেও যাবে। খুব পরিশ্রমের কাজ এই সপ্তাহে না করাই ভালো। বাবার শরীরের দিকে নজর রাখুন। বাড়ির কাজের জন্যে দূরে যেতে হতে পারে। হঠাৎ নতুন দায়িত্ব নিতে হতে পারে। বহুদিন ধরে চলা পারিবারিক বিবাদ মিটে গিয়ে মানসিক শান্তি পাবেন। অবিবাহিতদের বিয়ের কথাবার্তা পাকা হতে পারে।

কুম্ভ : যে কোনও কাজ করার আগে বেশ ভালো করে ভেবে নিন। কোনও নতুন বন্ধুর সাহায্যে ভালো কাজ পেতে পারেন। সন্তানের জন্যে সামান্য দুশ্চিন্তা থাকতে পারে। পথে চলতে সতর্ক থাকুন। পরিবারের সঙ্গে এ সপ্তাহ আনন্দে কাটবে। আবেগের বশে কোনও বড় বিনিয়োগের ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। আধ্যাত্মিক আলোচনায় যোগ দিয়ে মানসিক শান্তি পাবেন।

মীন : এ সপ্তাহে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপকার পেয়ে খুশি হবেন। মায়ের রোগ সেরে যাওয়ায় মানসিক শান্তি মিলবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন। পুরোনো কোনও অসুখ ফের মাথাচাড়া দিতে পারে, ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলুন। সামাজিক কাজে যুক্তদের মানসম্মান বৃদ্ধি পাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ শ্রাবণ, ১৪৩৩, ভাঃ ৪ শ্রাবণ, ২৬ জুলাই, ২০২৬, ৯ শাওন, সংবৎ ১২ আষাঢ় সুদি, ১১ শফর। সূঃ উঃ ৫।৭, অঃ ৬।২১। রবিবার, দ্বাদশী দিবা ২।১৩। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র দিবা ৮।৫৬। ইন্দ্রযোগ রাত্রি ১২।১২। বালবকরণ দিবা ২।১৩ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৩।১৪ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ৮।৫৬ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ২।১৩ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ২।১৩ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ১০।৫ গতে ১।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১।৫ গতে ২।২৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ৮।৫৬ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১০।৫ গতে পুনঃযাত্রা নাই, দিবা ১।২৩ গতে পুনঃযাত্রা শুভ পশ্চিমে নৈর্ঋতে ও অগ্নিকোণে নিষেধ, দিবা ২।১৩ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- নিষ্ক্রমণ ধান্যচ্ছেদন, দিবা ৮।৫৬ মধ্যে সাধভক্ষণ, দিবা ৮।৫৬ গতে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন পঞ্চামৃত ধান্যরোপণ, দিবা ২।১৩ গতে হলপ্রবাহ বীজবপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট এবং ত্রয়োদশীর সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৮ মধ্যে ও ১।২ গতে ১।৫৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩ গতে ৭।৪৬ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।৫৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৫।৫৮ গতে ৯।৩০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৬ গতে ৯।১২ মধ্যে।

মন্দিরের গর্ভগৃহে পুজোর প্রস্তুতি

কাল জল্পেশে মুখ্যমন্ত্রী

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৫ জুলাই : সোমবার জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিতে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, ওই দিন বেলা ১২টার পর শুভেন্দু জল্পেশে আসবেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে কেন্দ্র করে শনিবার উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক হয় জল্পেশে। সেখানে জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়, জলপাইগুড়ির জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা আধিকারিকরা, মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআরপিএফের আধিকারিকরা ছাড়াও দমকল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা জল্পেশ মন্দিরের গর্ভগৃহ সহ গোটা মন্দির চত্বর ঘুরে দেখেন।

জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় জানান, সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে প্রশাসনের তরফে প্রস্তুতি বৈঠক হয়েছে। প্রশাসনের পাশাপাশি দলীয় স্তরেও চলছে জোরদার প্রস্তুতি। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুভেন্দু ওই দিন সড়কপথে জল্পেশে আসতে পারেন। তবে সড়কপথের পাশাপাশি হেলিকপ্টারে নামার প্রস্তুতিও রাখা হচ্ছে। সেইজন্য তড়িঘড়ি জল্পেশমেলার মাঠে হেলিপ্যাড তৈরি করা হবে। জল্পেশ মন্দিরে গিয়ে মন্দিরের গর্ভগৃহে পুজো দেবেন তিনি। পুজো দিয়ে পুণ্যার্থীদের সঙ্গেও কথা বলতে পারেন রাজ্যের নয়া মুখ্যমন্ত্রী। এরপর জল্পেশমেলার মাঠের মুক্তমঞ্চে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। ইতিমধ্যে শুভেন্দু জানিয়েছেন, শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার জল্পেশে হেলিকপ্টার করে পুষ্পবৃষ্টি করা হবে। ওই দিন মুখ্যমন্ত্রী জল্পেশে উপস্থিত থাকাকালীন হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

নিরাপত্তা খতিয়ে দেখছেন সিআরপিএফ-এর আধিকারিকরা।

প্রশাসন সূত্রের খবর, সোমবার জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে এসে সিকিম টানেল বিপর্যয়ে মৃত শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। এরপর জল্পেশ মন্দির পরিদর্শনের পর উত্তরকন্যাতে আলাদা কর্মসূচি রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর।

এদিন জল্পেশে মুখ্যমন্ত্রী আসার খবরে উচ্ছ্বসিত মন্দির কর্তৃপক্ষ। মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেব বলেন, 'এই প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মন্দিরে পুজো দিতে আসছেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরে যাতে কোনও খামতি না থাকে সেইজন্য সব রকমের প্রস্তুতি নিয়েছি আমরা। মুখ্যমন্ত্রীর জন্য মন্দিরে বিশেষ প্রসাদের ব্যবস্থা থাকবে।'

বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী পুজো দিয়ে জল্পেশমেলার মাঠ মুক্তমঞ্চে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হবেন। আমরা দলের তরফে সেখানে মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করব।'

পাত্র চাই

■ বসাক (দাস), 27+/5'-2", সুশ্রী, ফর্সা, B.Sc., Fashion Designing, প্রাইভেট কোম্পানীতে কর্মরত (কলকাতা), প্রতিষ্ঠিত সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত SC/ST বাদে উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শুধুমাত্র অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। ঘটক/ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 8250756504 (6 P.M.-11 P.M.). (C/122834)

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518.

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯/৫'-১", MBA, ব্যাঙ্গালোরে নামী MNC-তে কর্মরতা পাত্রীর জন্য ব্যাঙ্গালোর নিবাসী উচ্চপদস্থ MNC-তে কর্মরত পাত্র কাম্য। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 8145043484. (C/113837)

■ Gen., 28/5'-3", ফর্সা, শান্ত, সুশ্রী, M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য ভদ্র পরিবারের যোগ্য ভদ্র পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ। Mob.No. 8597635530. (C/122412)

■ পাত্রী দাস, আলিম্মান (উঃ বঃ), 28+/5'-3", MSW, D.El. Ed., সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রীর 35-36, সরকারি/বেসরকারি চাকুরে পাত্র চাই। মোঃ 8918528822 (বিকেল 4টা - রাত 8টা)। (S/N)

■ ব্রাহ্মণ, 30/4'-11", M.Sc. (Agriculture). SBI কর্মরতা। সরকারি/ব্যাংক অফিসার পাত্র কাম্য। (M) 6294424339. (S/N)

■ সাহা, Govt. নার্স, 5'-1", নেশাহীন Govt. পাত্র চাই। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9641035673. (B/S)

■ কায়স্থ, B.A., 34/5'-1", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। Mob : 8617861172. (C/113862)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ঘোষ, 35/5'-2", M.A. (Eng.), B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9734189905. (C/122071)

■ রাজবংশী, 31+/5'-3", B.A.(H), B.Ed., Comp. Dip., ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 8597519055. (D/S)

■ দিনহাটা নিবাসী, কায়স্থ, ৩৫/৫'-৩", একমাত্র কন্যা, সেঃ গভঃ Group A Officer (Scientist), বর্তমানে লখনৌতে কর্মরতা, বাবা নেই, মা পেনশনার। এরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9749488017. (D/S)

■ দক্ষিণ দিনাজপুর নিবাসী, কায়স্থ ঘোষ, ২৮/৫'-৪", সুশ্রী, ফর্সা, M.Farm., কোলকাতায় বেসরকারি IT Sector-এ কর্মরতা পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত/চাকরিজীবী অনূর্ধ্ব ৩৫ পাত্র চাই। উত্তর, দক্ষিণ ও মালদা জেলা অগ্রগণ্য। দঃ দিনাজপুর। ফোন : ৯০৯১৬৩৫১৪৬, ৮৩৪৮৮৮৬১৪৭, বিঃ দ্রঃ- Matrimony নিষ্প্রয়োজন। (C/123005)

■ সরকারি চাকরিরতা, ২৯, এমএসসি, বিএড, কন্যার জন্য সরকারি চাকরিরত, বারুজীবী/কায়স্থ পাত্র কাম্য। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার অগ্রগণ্য। ঘটক অপ্রাসঙ্গিক। মোঃ ৯৭৩৩২৩৮৬০৯. (C/122073)

■ সাহা, 27+, ফর্সা, M.A., B.Ed. পাত্রী। শিক্ষিত পরিবারের চাকরিরত, অনূর্ধ্ব 33 পাত্র চাই। দঃ দিনাজপুর/রায়গঞ্জ অগ্রগণ্য। বালুরঘাট-9932923531. (C/123015)

■ কায়স্থ, একমাত্র মেয়ে, 29+/5'-2", Honours Graduate, চা-বাগানে চাকরিরতা। অনূর্ধ্ব 32 পাত্র চাই। (M) 9609778163. (U/D)

■ SC, 29+/5'-6", M.Sc., MFM (NIFT, Chennai), সঃ/বেঃ সঃ চাকুরে, B.Tech./MBA সুপাত্র চাই। 9434073190. (C/123016)

■ ব্রাহ্মণ, স্নাতক, ফর্সা, সুশ্রী, ২২+/৫'-২", বৃষ রাশি, নরগণ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। (M) 9242736650. (C/113863)

পাত্র চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, সূত্রধর, ২৬/৫'-৬", বিএ পাশ, ফর্সা পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী পাত্র চাই। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন- 9932948922. (C/123024)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭ বছর, M.Sc., সরকারি ব্যাংকে কর্মরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9239329826. (C/123025)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩ বছর বয়সি, MBA, সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরতা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7029241726. (C/123025)

■ ডিভোর্সি, শিলিগুড়ি নিবাসী, ৪৮ বছর বয়সি, একটি বেসরকারি কোম্পানীতে কর্মরতা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7029241726 (সন্তান গ্রহণযোগ্য)। (C/123025)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫ বছর, M.Sc., ভালো পোস্ট অফিসে কর্মরতা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9091607897. (C/123025)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬ বছর, B.Sc., গৃহকর্মে নিপুণা, এরূপ পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী/সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 6297176324. (C/123025)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫ বছর, B.Tech., ব্যাঙ্গালোরের নামী MNC-তে কর্মরতা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, এরূপ পাত্রীর জন্য সুশ্রী পাত্র কাম্য। (M) 9239329826. (C/123025)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬ বছর বয়সি, M.Sc., সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট-এ কর্মরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7478203371. (C/123025)

■ অবসরপ্রাপ্ত SBI ব্যাংক কর্মচারীর একমাত্র কন্যা, সাহা, শিলিগুড়ি, ফর্সা, স্লিম, 29/5'-2", হোটেল ম্যানেজমেন্ট পাশ, শিলিগুড়িতে কর্পোরেট হোটেলে কর্মরত পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। কেবলমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। 9933406265, 8900700144. (C/123026)

■ কায়স্থ, 35/5'-3", M.A. (Double), Extra ডিগ্রি আছে, মধ্যমবর্ণা সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। মোঃ 9732986231. (C/123023)

■ রাজবংশী, 40/5'-3", ফর্সা, স্লিম, সুন্দরী, অধ্যাপক (SACT) পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পরিবারের সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 7908542881 (রাজবংশী পাত্র কাম্য)। (C/122612)

■ বারুজীবী, 28+/5'-4", B.A., D.El.Ed., পাত্রীর জন্য চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। প্রকৃত অভিভাবক যোগাযোগ করুন। (M) 9547063489. (C/122614)

■ জলপাইগুড়ি, Gen., ২৭/৫'-৮", M.A., B.Ed., সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি/ব্যাংক/LIC/MNC চাকরিরত পাত্র চাই। (M) 9434413308, 7908581030. (C/122478)

■ ভদ্র, মার্জিত, ব্রাহ্মণ, M.A. (Eng.), B.Ed., 27/5'-5", প্রাইভেট স্কুল টিচার, উপযুক্ত, ব্রাহ্মণ (সরকারি চাকরি) পাত্র চাই। 9564811777. (C/122476)

■ কায়স্থ, নরগণ, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, পিতা-মাতা সরকারি কর্মচারী (Rtd.), 28/5'-3", M.Pharm, প্রাইভেট কোঃ কর্মরতা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুযোগ্য পাত্র চাই। সরকারি চাকরিজীবী অগ্রগণ্য। শুধুমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করুন। 7001015802, 9434411648. (C/122076)

■ কায়স্থ, বয়স 29/5'2", M.A., B.Ed., বেসরকারি স্কুলে কর্মরত, মা পেনশনার, পাত্রীর জন্য সরকারি বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। Ph. 8371825438. (C/122481)

পাত্র চাই

■ রায়গঞ্জ নিবাসী, 29/5'-2", কায়স্থ, ফর্সা, সুশ্রী, স্নাতক পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সঃ চাকরি পাত্র কাম্য। শুধুমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। (M) 9733145790. (C/123039)

■ কায়স্থ, 41+/5'-2", Eng. M.A., B.Ed., কর্মরতা, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, সুশ্রী পাত্রীর জন্য 48-র মধ্যে চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ী, অবিবাহিত/ইস্যুলেস ডিভোর্সি/বিপত্নীক, জলপাইগুড়ির মধ্যে পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ। 7718434825. (C/122474)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪, M.A. ইন ইংরেজি, সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা। পিতা গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/122926)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, B.Tech. পাশ ও বর্তমানে নামী IT-তে চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। পাত্র কাম্য। লোকেশন নো বার। (M) 7602010691. (C/122926)

পাত্র চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, পাত্রীর বয়স ২৯+, শিক্ষিতা, কলিকাতাতে চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্র কাম্য। (M) 9749393655. (C/122926)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬+, সুন্দরী, বর্তমানে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9242295120. (C/122926)

■ কায়স্থ, ৫'-৫"/৩৫+, স্নাতক, দেবারি। অনূর্ধ্ব ৪১, নেশাহীন সুপাত্র চাই। কোচবিহার, জলঃ অগ্রগণ্য। (M) 9647707067. (C/122926)

■ ময়নাগুড়ি নিবাসী, 23/5'-3", মধ্যবিত্ত পরিবার, ঘরোয়া, সুন্দরী, পিতা ব্যবসায়ী, পাত্রীর জন্য নেশাহীন, ভদ্র পরিবারের পাত্র চাই। 9733066658. (C/122926)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-3", M.Sc. Pass, সুন্দরী পাত্রীর জন্য দাবিহীন পাত্র চাই। 9734488969. (C/122926)

■ সাহা, 26/5'-3", B.Tech., Govt. Bank-এ কর্মরত, পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। 7407777995. (C/122926)

পাত্র চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ঘোষ, ৩১+, সুশ্রী। BDS Dental Surgeon পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। 9734425606.

■ কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিকের (অবঃ) একমাত্র কন্যা, ব্রাহ্মণ, ফর্সা, 33/5'-3", সুন্দরী, M.Sc. (1st. Class), B.Ed. (1st. Class), শিলিগুড়িতে স্থায়ী CBSE স্কুল শিক্ষিকা। 35 বছর বয়সের মধ্যে স্থায়ী সরকারি/আধা সরকারি/অধ্যাপক/শিক্ষক/সুচাকুরে, ব্রাহ্মণ/বৈদ্য/কায়স্থ পাত্র কাম্য। (M) 9434495230. (C/122926)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, ২৬, গ্র্যাজুয়েট, ব্যবসায়ী। পিতা কেন্দ্রীয় সরকারি চাকুরে, দ্বিতল বাড়ি, পাত্রের জন্য ২৪-এর কম ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। 9749398141, 8250146820. (C/113860)

■ পঃ বঃ সরকারি চাকরিজীবী, ৩৫/৫'-৯", উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি। উপযুক্ত অনূর্ধ্ব ২৮ পাত্রী চাই। No Matrimony. যোগাযোগ : 8250466142. (S/N)

■ কোচবিহার নিবাসী, ২৬+, শিক্ষিতা, সুন্দরী ও বর্তমানে গুয়াহাটিতে গভঃ ব্যাংক-এ চাকরিরতা, পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7602010691. (C/122926)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি পাত্রী, ৩৮+, সরকারি বিদ্যালয়ে নন টিচিং স্টাফ। যোগ্য পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9749393655. (C/122926)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, ২৪+, শিক্ষিতা, সুন্দরী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। শিক্ষিত, ভদ্র ও প্রতিষ্ঠিত রাজবংশী পাত্র কাম্য। (M) 9749393655. (C/122926)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯৭, MBA পাশ করে বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরতা। এইরূপ কনিষ্ঠ কন্যাসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/122926)

■ জন্ম ১৯৯৫, নামমাত্র ডিভোর্সি, M.A., B.Ed. পাশ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, প্রাইভেট প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9242295120. (C/122926)

■ ক্ষত্রিয়, রায়, 30/5'-2", BE, জুঃ ইঞ্জিঃ, সঃ ইঞ্জিঃ/প্রফঃ পাত্র কাম্য। স্বঃ/অসঃ। 9932254823. (C/123044)

■ কায়স্থ, 37/5'-1", গৃহশিক্ষক, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 7432934723. (C/122897)

■ পাত্র দেবনাথ, হাইস্কুল শিক্ষক, 36/5'-6", ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের দীক্ষিত পরিবার অগ্রগণ্য পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ মোঃ 8101437340. (S/A)

■ কোচবিহার নিবাসী, 37/5'-4", কায়স্থ, M.A., B.Ed., D.El.Ed., সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, একমাত্র সন্তান, নিজস্ব দোতলা বাড়ি, গাড়ি, স্টল বর্তমান। উপযুক্ত ঘরোয়া, শিক্ষিত, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার অগ্রগণ্য। ফোন- 6294679517 (6 P.M. - 11 P.M.). (C/122609)

পাত্রী চাই

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, কায়স্থ, দেবগণ, 30 বছর, 5'-9", পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্থায়ী চাকরিজীবী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সরকারি চাঃ পাত্রী অগ্রগণ্য। (M) 8116706008. (C/122072)

■ পাল, 40+/5'-6", হ্যামিল্টনগঞ্জ নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 8327695405. (C/122070)

■ কালিয়াগঞ্জ নিবাসী, জাতি কুণ্ডু, 34+/5'-3", Govt. undertaking Tet instructor, Job, পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9932840580. (C/123006)

■ কায়স্থ, কোচবিহার নিবাসী, 49/5'-7", সরকারি চাকরি, বিপত্নীক, চল্লিশের মধ্যে পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য না। (M) 9933641031. (C/122611)

■ 34/5'-9", MCA, SBI-তে কর্মরত পাত্রের ফর্সা, জেনারেল পাত্রী কাম্য। কেবল অভিভাবকই যোগাযোগ করবেন। (M) 9641250953. (S/C)

■ বণিক, 34/5'-2", গ্র্যাজুয়েট, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, বারোবিশা নিবাসী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। ফোটো সহ যোগাযোগ। মোঃ 9775878730. (C/122074)

■ উঃ বঙ্গ নিবাসী, 33/5'-10", M.Sc., সরকারি ব্যাংক অফিসার পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। (M) 8900653955 (সময় 7 P.M. to 9.30 P.M.). (S/M)

■ কায়স্থ, কোচবিহার, 35/5'-4", MBBS, MD, MJN Medical College, উপযুক্ত শিক্ষিত, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9933990813. (S/M)

■ বারুজীবী, আলিপুরদুয়ার শহর নিবাসী, 34/5'-6", M.A., B.Ed., সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। (M) 9679269053. (U/D)

■ 38/5'-7", শিলিগুড়ি নিবাসী, নিজস্ব বাড়ি, বাবা পেনসনধারী, মাহিষ্য, M.Com., MBA, Gen. Caste, ব্যবসায়ী পুত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9609915880. (K)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩ বছর, B.Tech., Ph.D., সরকারি কলেজের প্রফেসর। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9239329826. (C/123025)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৬ বছর বয়সি, Ph.D., সরকারি কলেজ-এ প্রফেসর, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7029241726. (C/123025)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩ বছর, M.Tech., Income Tax-এ উচ্চপদে কর্মরত, এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9091607897. (C/123025)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫ বছর বয়স, M.Sc., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, পিতা ও মাতার একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7047934466. (C/123025)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১ বছর, M.Tech., সরকারি Electricity Department-এ উচ্চপদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 6297176324. (C/123025)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২ বছর, MBA, ব্যাঙ্গালোরের নামী MNC-তে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9239329826. (C/123025)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৪১ বছর বয়সি, B.Tech., ফুড সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7478203371. (C/123025)

■ সেন, 40+/5'-7", শিলিগুড়ি নিবাসী ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 7477681348. (C/133027)

■ ডুয়ার্স নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ৩২/৫'-৭", ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য সুশ্রী, ফর্সা, ঘরোয়া, উঃ মাঃ/স্নাতক, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্রী কাম্য। মোঃ 8670044689. (A/K)

পাত্রী চাই

■ জলঃ নিবাসী, কায়স্থ, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, 35/5'-5", B.Tech., Pvt. সংস্থায় কর্মরত পাত্রের সুশ্রী পাত্রী কাম্য। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। 8327607964. (C/122471)

■ কায়স্থ, সৌকালীন গোত্র, 33/5'-11", B.Tech., গৃহশিক্ষক, Eng. Medium School student and also a tutor in Private Institution, পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। M.No. 8514031800. (C/122470)

■ পাল, 30/5'-7", B.Tech., ব্যাঙ্গালোরে উচ্চ বেতনে কর্মরত। ফর্সা, সুশ্রী, 26-এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। মোঃ 8942937747. (D/S)

■ মাড়োয়ারি (টেমানী), B.Com. (H), 35+/5'-5", সুপ্রতিষ্ঠিত কাপড়ের ব্যবসা (পাইকারী), পাত্রের জন্য সুশ্রী, মাড়োয়ারি পাত্রী কাম্য। (M) 8100989984. (A/B)

■ 34/5'-7", কুণ্ডু, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে Asst. Manager, পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, উপযুক্ত 29 অনূর্ধ্ব পাত্রী কাম্য। (M) 7602552565 (অভিভাবক)। (C/122079)

■ মাহিষ্য, বৃষ রাশি, দেবারি, 32/5'-7", BDS, MBA, আলিপুরদুয়ারে ডেন্টাল ক্লিনিক, একমাত্র পুত্র। সরকারি হাসপাতালে চুক্তিভিত্তিক স্থায়ী কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুন্দরী, 27-এর মধ্যে পাত্রী চাই। (M) 9064480731. (C/122075)

■ কোচবিহার, কায়স্থ, একমাত্র পুত্র, মা ও ছেলে, মা পেনশনার (Govt.), নিজস্ব Auction ও অন্যান্য ব্যবসা, 36 মধ্যে সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9832539450. (C/123036)

■ 33+, কায়স্থ, উচ্চশিক্ষিত (MBA), 5'-6", প্রাঃ কোঃ কর্মরত, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি, পিতা-মাতা রিটায়ার্ড, একমাত্র সন্তান। কমপক্ষে গ্র্যাজুয়েট, 26-31/32, ভদ্র, উপযুক্ত অবিবাহিত/ডিভোর্সি/Widow (নিঃসন্তান) পাত্রী চাই। (M) 7584051197. (C/122483)

■ মালদা নিবাসী, ভৌমিক, কায়স্থ, ২৮+/৫'-৮", B.Tech. ইঞ্জিনিয়ার, দিল্লীতে কর্মরত। উপযুক্ত পাত্রী চাই। কর্মরতা চলিবে। (M) 9851143690, 9434816980. (C/123033)

■ 37+, B.A.Pass, দক্ষিণ দিনাজপুর নিবাসী, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী চাই। মোঃ 8900464118. (C/123040)

■ পাত্র কায়স্থ, 36/5'-2", প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক (কিষানগঞ্জ), গ্র্যাজুয়েট, শিক্ষিত, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। Mob : 7679232142. (C/123039)

■ কুলীন কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, 5'-9"/30+, সরকারি ব্যাংকে কর্মরত (স্কেল ১ অফিসার) পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া, কায়স্থ পাত্রী কাম্য। কেবল অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। 8900017071, 9126335715. (C/123007)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৯, শিক্ষিত, ভদ্র, সরকারি বিভাগে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার পদে শিলিগুড়িতে কর্মরত পাত্রের জন্য ভদ্র পরিবারের পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 9242295120. (C/122926)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৬, M.Tech. পাশ ও সেন্ট্রাল গভঃ রেলওয়েতে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/122926)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০+, M.Tech. পাশ ও বর্তমানে নামী MNC-তে চাকরিরত। গ্রহণযোগ্য পাত্রী কাম্য। লোকেশন নো বার। (M) 7602010691. (C/122926)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ৩০+, M.Tech. পাশ ও বর্তমানে রেলওয়েতে আসামে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। গ্রহণযোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7602010691. (C/122926)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, ৪৪+, বর্তমানে গভঃ হাইস্কুল টিচার। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9749393655. (C/122926)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯+, রাজবংশী, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9749393655. (C/122926)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্র, ৩২+, শিক্ষিত, কলিকাতায় চাকরিরত। পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রী কাম্য। (M) 9749393655. (C/122926)

■ পাত্র মতুয়া, উত্তরবঙ্গ, ৩৩/৫'-৩", বেঃ সঃ কর্মী, অনূর্ধ্ব ২৮, শিক্ষিত, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রী চাই। মোঃ ৯৯৩৩৮২৩৯৮৮. (C/123023)

■ পাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বর্তমানে কলকাতায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানে অফিসার পদে কর্মরত। বয়স 45+, Gen., একজন সুশ্রী, শিক্ষিতা, অবিবাহিতা অথবা নিঃসন্তান ডিভোর্সি পাত্রী কাম্য। 9733143045. (C/122926)

■ Ph.D., Post Doc., Scientist in USA (California)। সাহা, বয়স ৩৭, উচ্চতা ৫'-৮", পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। M.B. 8637896352 (সন্ধে ৬টা - রাত ৯টা)। (C/122926)

■ ব্রাহ্মণ, 33/5'-8", M.Sc., Ph.D., Govt. কলেজের অধ্যাপক, পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9593965652. (C/122926)

■ রাজবংশী, 32/5'-9", M.Sc. (Agriculture) Central Govt. Agriculture অফিসার পদে কর্মরত, একমাত্র পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9836935367. (C/122926)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, M.Tech. পাশ ও স্টেট গভঃ-এর ফুড সাপ্লাই অফিসার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। দাবিদাওয়া নেই। (M) 7596994108. (C/122926)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৭+, ডিভোর্সি, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। লোকেশন, কাস্ট নো বার। (M) 9242295120. (C/122926)

■ বারুজীবী পাল, 30+/5'-2", মাধ্যমিক, মালবাজার নিবাসী, হাটে নিজস্ব কাপড়ের ব্যবসা, পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুপাত্রী চাই। পাত্রীর ছবি সহ WhatsApp করুন : 8337813342. (C/122927)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, SC, B.Com., 37+/5'-2", প্রতিষ্ঠিত নিজস্ব ব্যবসায়ী ও গভঃ সাপ্লায়ার-এর জন্য ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী চাই। 9832039258. (C/122927)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, NF Rail NJP সিনিয়ার ক্লার্ক, 5'-3"/31, গুহ, কায়স্থ-র জন্য অনূর্ধ্ব 26-এর সুপাত্রী কাম্য। 6296449813. (C/117812)

■ সাহা পাত্র, 37+/5'-6", বিকম, ওষুধ ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য, 32-এর মধ্যে। মোঃ 9475046694. (C/122794)

■ 42y., বেঃ সঃ কর্মরত, ব্রাহ্মণ, 5'-7", হাওড়া, জগৎবল্লভপুর, পাত্রের পাত্রী চাই। 9775772102. (C/122888)

■ কুলীন কায়স্থ, 5'-11/44 বছর, সুদর্শন, পুলিশ ইন্সপেক্টর পাত্রের জন্য 32-36, উচ্চতা 5'-5", M.A. পাশ, ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া, নম্র সুপাত্রী কাম্য। (M) 9832885522, 9733156407. (C/122068)

■ পাত্র কায়স্থ, 5'-7", H.S.back, সদ্য ডিভোর্সি, ব্যবসায়ী, বয়স 38, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। Ph.No. 9734121666. (M/G)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র পুত্র, B.Tech., S.R.M. Chennai, 31+/6 ft., কায়স্থ, পালচৌধুরী, দেবারিগণ, বৃষ রাশি, MNC, পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী, শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ- 8101074356. (C/122890)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ রেজিস্ট্রেশন=বিয়ে পাকা মাত্র 1999/-এ সঠিক জীবনসঙ্গী, ISO Certified. (M) 9038408885. (C/122291)

■ মিলন ওয়েডলক ম্যাট্রিমনি সেন্টার। কলিকাতা, শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি, দুর্গাপুর। সম্পূর্ণ অফলাইন ম্যাট্রিমনি। ফ্রি রেজিস্ট্রেশন। (M) 9239500117. (C/122910)

উচ্চমাধ্যমিকে দ্বিতীয় আবুর গ্রাম প্রাথমিক স্কুল শূন্য

কেউ পরিযায়ী, কেউ বাঁধে বিড়ি

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ২৫ জুলাই : সাফল্যের সুবাদে উজ্জ্বল আলো ছড়ায়। বহু আশ্বাস বয়ে আসে। কিন্তু সব কি আর বাস্তব হয়? নিসিন্ধারার সেই উপলব্ধি সারা। পরিণতিতে পড়াশোনার ঠিকমতো শুরুর আগেই কেউবা পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ওঠে, কেউবা বিড়ি বাঁধাকেই নিজের বাকি জীবনের ভবিতব্য হিসেবে ধরে নেয়।

তিন বছর আগে উচ্চমাধ্যমিকে আবু শামা রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। সেই সাফল্যের সুবাদে উত্তর দিনাজপুরের অখ্যাত নিসিন্ধারা গ্রাম রাতারাতি লাইমলাইটে উঠে আসে। প্রত্যন্ত এলাকাটির উন্নয়নে নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তবে আশ্বাসই সার। তিন বছর পরও গ্রামের পরিস্থিতির তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি। চাকুলিয়া ব্লক অফিস থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে থাকা গ্রামটি আজও উন্নয়নের আলো থেকে বঞ্চিত।

নিজামপুর-১ পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই গ্রামে প্রায় দুই হাজার মানুষের বসবাস। অথচ তিন কিলোমিটারের মধ্যে কোনও সরকারি প্রাথমিক স্কুল বা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নেই। এলাকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নে জনপ্রতিনিধিরা সরকারি স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিন বছরেও সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবের মুখ দেখেনি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে চাকুলিয়া অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক নাওসিন বেক জানিয়েছেন।

পড়ন্ত বিকেলে চাকুলিয়া ব্লকের নিসিন্ধারা গ্রাম।

গ্রামে গিয়ে স্থানীয় তরুণ ওয়াসিম আক্রামের সঙ্গে দেখা হল। রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিশ্রুতি কোনওদিন বাস্তবায়িত হয়নি বলে ক্ষোভ জানিয়ে তিনি বললেন, 'আমার ছেলে আতিফ আক্রামের বয়স সাত বছর। গ্রামের স্কুলে ওকে পড়ানোর সুযোগ নেই। বাধ্য হয়ে ওকে এলাকার বাইরের এক বেসরকারি স্কুলে পড়াতে হচ্ছে। এজন্য বেশ টাকা খরচ হলেও কিছুই করার নেই।' ছেলেকে তিন কিলোমিটার দূরের প্রাথমিক স্কুলে নিয়ে যাওয়ার সময় ওয়াসিমকে রোজই দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিতে হয়। রাস্তাঘাট খারাপ, শিশু চুরির ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটে। বিষয়টি ওয়াসিমের ভালোমতোই জানা আছে। তাই মনের মধ্যেই সবসময়ই উদ্বেগের জমাট মেঘ। মুস্তাক আলমেরও একই অভিজ্ঞতা। পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে ছেলে মুস্কান আলমকে তিনিও বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করেছেন।

২০২৩ সালের উচ্চমাধ্যমিকে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করা আবু শামাকেও এই সমস্যা খুব ভুগিয়েছে। এলাকায় সরকারি স্কুল না থাকায় প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ ছিল না। সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত মক্তব মাদ্রাসায় (গ্রামবাসীর আর্থিক সাহায্যে চলা প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র) পড়ার পর অষ্টম শ্রেণিতে তিনি একটি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি হন। এক বছর পর রামকৃষ্ণপুর প্রমোদ দাশগুপ্ত মেমোরিয়াল হাইস্কুলে নবম শ্রেণিতে পড়াশোনা শুরু করেন। সেখান থেকেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক। ফোনে যোগাযোগ করা হলে আবু বললেন, 'এই গ্রামে একটি স্কুল খোলা খুবই দরকার। শুভেচ্ছা জানাতে এসে সেই সময় অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজও বাস্তবায়িত হল না। স্কুল না থাকায় আমার জীবনে যে কষ্ট হয়েছে, তা গ্রামের অন্য পাঁচজনের ক্ষেত্রে যেন না হয়।' গ্রামে প্রচুর মেধা রয়েছে, সুযোগ পেলে তারাও একদিন আলো ছড়াবে বলে আবুর দৃঢ় বিশ্বাস।

স্থানীয়দের দাবি, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় কিশোরদের অনেকেই অল্প বয়সেই পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে যুক্ত হচ্ছে। আবুল কাশিম জানালেন, আবু শামা ভালো রেজাল্ট করার পর সন্তানদের স্কুলে পড়াবেন বলে তাঁরা ভেবেছিলেন। কিন্তু স্কুল না থাকায় সেই সুযোগ মেলেনি। তাঁর ছেলে গোলাম মোর্তাজা গ্রামের মাদ্রাসায় প্রাথমিক পড়াশোনার পর বর্তমানে শ্রমিক হিসেবে বেঙ্গালুরুতে কর্মরত। রমজান আলির ছেলে আবদুল কাদিরও স্কুল না থাকায় পড়াশোনা ছেড়ে কেরলে রাজমিস্ত্রির সহযোগীর কাজে যুক্ত। গ্রামের অনেক কিশোরই ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করছে।

গ্রামে বিবি কুলসুম, সাফিয়া খাতুন ও আসনারাকে দলবেঁধে বিড়ি বাঁধতে দেখা গেল। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কিশোরী। স্থানীয়দের দাবি, স্কুল না থাকায় অনেক মেয়েই ছোটবেলা থেকে মায়ের সঙ্গে বিড়ি বাঁধার কাজে যুক্ত হয়ে পড়ছে। সাফিয়া খাতুন বললেন, 'গ্রামের কেউই পড়াশোনার সুযোগসুবিধা পাচ্ছে না। গ্রামে স্কুল না থাকায় দূরে গিয়ে কেউ পড়তে চায় না। তারা একটু বড় হলে শ্রমিকের পথে হাঁটছে।' সমস্যার বিষয়টি ওপরমহলকে জানানো হয়েছে বলে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য হাসিবুর রহমান জানালেন। বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদের আশ্বাস, 'জমির সমস্যার কারণে স্কুল নির্মাণ আটকে রয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খোলার জন্য জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' সমস্যার বিষয়টি ওপরমহলে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন শিক্ষাকর্তারা।

বনসৃজন

শালকুমারহাট, ২৫ জুলাই : একশো দিনের প্রকল্প এখন ১২৫ দিন হয়েছে। আর এই প্রকল্পের নাম বদলে করা হয়েছে ভিবি-জি রামজি। শনিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-২ পঞ্চায়েতে প্রথম এই প্রকল্পের কাজের সূচনা হল।

এদিন পঞ্চায়েতের মণ্ডলপাড়া মৌজার ১২/২১ নম্বর বুথে নির্মীয়মাণ সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট (এসডব্লিউএম)-এর পাশে ১২৫ দিনের প্রকল্পে বনসৃজনের কাজের সূচনা করা হয়। সেখানে বিডিও অরিজিৎ দাস, বিজেপির আলিপুরদুয়ার-২ মণ্ডল সভাপতি ক্ষিতীশ বর্মন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

হরিণ উদ্ধার

তুফানগঞ্জ, ২৫ জুলাই : শনিবার তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিলসি ছালাপাক থেকে একটি হরিণ উদ্ধার হয়। এরপর স্থানীয়রা বন দপ্তরে খবর দিলে বনকর্মীরা এসে হরিণটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।

গ্রামবাসী সতীশ বর্মনের কথায়, 'প্রথম হরিণটিকে জঙ্গলের মধ্যে দেখতে পাই। আগে এলাকায় কখনও হরিণের দেখা মেলেনি।'

স্থায়ী চাকরি অনামিকার

রাজ্যের সিদ্ধান্তে অবশেষে কাটল অনিশ্চয়তা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : হাল ছেড়ো না বন্ধু, বরং কণ্ঠ ছাড়ো জোরে...! অত্যন্ত প্রিয় গান তাঁর। কবীর সুমনের এই অনুপ্রেরণাদায়ক গানের মতো হাল ছাড়েননি তিনিও। কিন্তু কণ্ঠ ছাড়তে পারেননি সমাজের বাঁকা চোখের জন্য। 'কী রে চাকরিটা আছে তো?', 'তোকেও কি টাকা গুনতে হয়েছে?', এমন নানা প্রশ্ন তাঁকেও তাড়া করে বেড়িয়েছে। ৩১ অগাস্টের পর চাকরিটা থাকবে তো, এই প্রশ্ন রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল ১৯ হাজার শিক্ষকের মধ্যে থাকা তাঁরও। কিন্তু শেষপর্যন্ত 'অন্য গানের ভোর' দেখতে পেলেন শিলিগুড়ির অনামিকা রায় বিশ্বাস। সবার মুখ বন্ধ করে দিয়ে পূর্ব বিবেকানন্দপল্লির দুধ মোড়ের অনামিকা নিয়োগপত্র পেলেন আপার প্রাইমারিতে। এখন তাঁর শিক্ষকতার নতুন ঠিকানা উত্তর দিনাজপুরের রামগঞ্জের বেদঝারি জুনিয়ার হাইস্কুল।

তিন বছর আগে সেপ্টেম্বর মাসে হাসি ফুটেছিল অনামিকার মুখে। এসএসসি কেলেঙ্কারিতে তৎকালীন মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর চাকরি পাওয়া ববিতা সরকারের নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। ববিতার প্রাপ্ত নম্বরে গরমিল ধরা পড়ায় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে সেই চাকরি পান অনামিকা। ওই বছরের ২১ সেপ্টেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত রাজগঞ্জ ব্লকের মনুয়াগঞ্জের আমবাড়ি হরিহর হাইস্কুলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষিকা অনামিকা। কিন্তু ৩১ অগাস্টের পর পড়াতে পারবেন কি না, তা নিয়ে ছিলেন ঘোর অনিশ্চয়তায়। কেননা, দুর্নীতির অভিযোগে এসএসসি'র ২০১৬ সালের পুরো প্যানেলটি বাতিল করে দিয়েছিল আদালত। ৭ হাজার শিক্ষাকর্মী এবং ১৯ হাজার শিক্ষকের চাকরি চলে যায়। শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন অনামিকাও। যদিও সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশে ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত তিনি সহ ১৯ হাজার শিক্ষকের চাকরি রয়েছে। কিন্তু বাকিদের মতো তিনিও অনিশ্চিত ভবিষ্যতে আটকে ছিলেন। অনামিকা বললেন, 'স্কুলে যাওয়ার পথে নানা কটূক্তি, পরিচিতদের কটাক্ষ এবং ৩১ অগাস্টের পর কী হবে, নানা জ্বালায় রাতে ঘুমোতে পারতাম না। এখন অন্তত শান্তিতে দু'চোখ বন্ধ করতে পারব।'

- হাইকোর্টের নির্দেশে ববিতা সরকারের চাকরি চলে যায়, সেই চাকরি পান অনামিকা
- সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অগাস্ট পর্যন্ত চাকরি অনামিকাদের
- আপার প্রাইমারিতে আটকে থাকা ১,২৪১ জনকে ছাড়পত্র নতুন রাজ্য সরকারের

> তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি এবং ব্যর্থতায় আমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে যে অসম্ভব বলে কিছু থাকে না, প্রমাণিত হল এবার। নতুন সরকারকে সাধুবাদ জানাই।
>
> **অনামিকা রায় বিশ্বাস**

এটা সম্ভব হয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে। ২০১৫ সালে আপার প্রাইমারিতে (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম) পরীক্ষা দিয়েছিলেন অনামিকা। '২১ সালে ইন্টারভিউ হওয়ার পর তৃণমূল সরকার ১৪,০৫২ জনের প্যানেল প্রকাশ করে। যার মধ্যে নাম ছিল অনামিকার। কিন্তু এক্ষেত্রেও মামলা গড়ায় আদালতে। ফের আটকে যায় নিয়োগ। যদিও পরবর্তীতে আদালতের ছাড়পত্র মেলায় রাজ্য সরকার নিয়োগ করতে শুরু করে। কিন্তু আটকে রাখা হয় ১,২৪১ জনের নিয়োগ। এই তালিকায় ছিলেন অনামিকা। কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পর বিজেপি সরকার সিদ্ধান্ত নেয় সকলকে চাকরি দেওয়ার। ২১ থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত হয় কাউন্সেলিং। শেষ দিন শুক্রবার কাউন্সেলিংয়ে উপস্থিত থাকেন অনামিকা এবং হাতে পেয়ে যান নিয়োগপত্র।

শনিবার দুধ মোড়ের বাড়িতে বসে অনামিকা বললেন, 'তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি এবং ব্যর্থতায় আমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে যে অসম্ভব বলে কিছু থাকে না, প্রমাণিত হল এবার। নতুন সরকারকে সাধুবাদ জানাই।' শেষপর্যন্ত যদি বিজেপি সরকারের চেষ্টায় সুপ্রিম কোর্ট ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেয়, তবে কি তিনি আবার পুরোনো স্কুলে ফিরে যাবেন? 'কী করব এখনও সিদ্ধান্ত নিইনি। এখন নিশ্চিন্তে কণ্ঠ ছাড়তে পারব', বললেন অনামিকা।

আকাশে অনীহা খাঁচার তিন টিয়ার

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : ''...বনের পাখি বলে, 'খাঁচার পাখি ভাই, বনেতে যাই দোঁহে মিলে।'/ খাঁচার পাখি বলে, 'বনের পাখি আয়, খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।'/ বনের পাখি বলে, 'না, আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।/ খাঁচার পাখি বলে, 'হায়, আমি কেমনে বনে বাহিরিব।... ''- বিশ্বকবির এই ভাবনা যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দিল শিলিগুড়ির ঘোষপুকুরের তিন টিয়া। খাঁচার দরজা খোলা। সামনে মুক্ত আকাশ। তবু উদ্ধার হওয়া পাখিদের সাফ ঘোষণা, 'যাব না এই ঘর ছেড়ে!' পাখিদের এই অভাবনীয় আচরণ, বন্যপ্রাণের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য নিয়ে বিশেষজ্ঞদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।

সম্প্রতি পাখিপ্রেমী সংস্থা ও বন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে পাচার হওয়া একদল টিয়া উদ্ধার করে ঘোষপুকুর রেঞ্জে রাখা হয়েছিল। চিকিৎসা ও পরিচর্যার পর নিয়ম অনুযায়ী পাখিগুলিকে একে একে মুক্ত আকাশে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। কিন্তু ব্যতিক্রমী হয়ে যায় এই তিনটি টিয়া। বনকর্মীরা বারবার বাইরে এনে ওড়ানোর চেষ্টা করলেও, তারা ফের খাঁচার ভেতরেই ফিরে যাচ্ছে। উদ্ধারের সময় এদের মধ্যে দুটির ডানা ছাঁটা ছিল। তবে, এখন তারা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তবুও ওড়ার কোনও তাগিদ নেই। প্রতিদিন নিয়ম করে ছোলা, পেয়ারা ও ভাত খেতে দিচ্ছেন রেঞ্জ অফিসার সংবর্ত সাধু।

কিন্তু, খোলা আকাশে কেন এমন অনীহা? পাখিবিশারদদের মতে, দীর্ঘ বন্দিদশায় বন্য পরিবেশে বেঁচে থাকার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হারিয়ে ফেলে পাখিরা। বিজ্ঞানের ভাষায় পাখিদের এই মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনকে বলা হয় 'ইমপ্রিন্টিং' বা 'হ্যাবিচুয়েশন'। মানসিক আঘাতের পর খাঁচার নিশ্চিত খাদ্য ও নিরাপত্তাই তাদের কাছে সুরক্ষিত 'হোম গ্রাউন্ড' হয়ে ওঠে। খাঁচার বাইরে যে পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন, তা বনে সহজে মিলবে কি, সেই অনিশ্চয়তাই খাঁচা আঁকড়ে থাকতে বাধ্য করছে তাদের।

শিলিগুড়ির ঘোষপুকুরে খাঁচাবন্দি তিন টিয়া।

পরিবেশকর্মী অনিমেষ বসু বলেন, 'যেভাবে গাছ কাটা হচ্ছে এবং জঙ্গলে পাখিদের আশ্রয়স্থল কমছে, তাতে অনেক পাখি আজ বিলুপ্তপ্রায়। জঙ্গলে খাদ্যাভাবও খাঁচা না ছাড়ার বড় কারণ।' একই সুর শোনা গিয়েছে শিলিগুড়ির প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর রুহুল আমিনের গলায়। তিনি বলেন, 'জঙ্গলে পাখিদের প্রাকৃতিক খাবার অনেকটাই কমেছে। ফল গাছের অভাবে বাধ্য হয়েই ঘরের খাবার খাচ্ছে তারা।' আলিপুরদুয়ার বার্ডস ক্লাবের তরফে গৌতম সাহা বলেন, 'পোষ মানা কিছু পাখি স্বচ্ছন্দ হয়। কিন্তু পরিবেশে খাবারের অভাব, বাসা বাঁধতে প্রয়োজনীয় জঙ্গল এবং গাছের অভাবে এই প্রবৃত্তিগত পরিবর্তন হতে পারে।'

ব্রহ্মপুত্র বোর্ডকে চিঠি সেচ দপ্তরের

জলপাইগুড়ি, ২৫ জুলাই : মেখলিগঞ্জে তিস্তার ভাঙন নিয়ন্ত্রণের কাজের জন্য ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের কাছে আবেদন করল সেচ দপ্তর। বর্ষার পর বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের যৌথ পরিদর্শন হবে। ব্রহ্মপুত্র বোর্ড নিজেরাই তিস্তার উপর ডিপিআর তৈরি করে কাজ শুরু করবে।

মেখলিগঞ্জের তিনবিঘা করিডরের কাছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের জিরো পয়েন্টে বিএসএফের বর্ডার আউটপোস্ট। তিস্তা ক্রমশ বিওপি-র দিকে আসছে। দেড় বছর আগে সেচ দপ্তর ১ কোটি টাকা খরচে জিওব্যাগ দিয়ে তিস্তা নদীর ভাঙন আটকানোর চেষ্টা করেও পারেনি। বিএসএফের বিওপি এমন এক জায়গায় অবস্থিত, যার চারদিকে শুধুই জল। এবার রাজ্য ও কেন্দ্রে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার থাকায় কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা ব্রহ্মপুত্র বোর্ডই একমাত্র ভরসা।

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক বলছেন, 'আমরা সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে ব্রহ্মপুত্র বোর্ডকে মেখলিগঞ্জে তিস্তার নদীর ভাঙন প্রতিরোধ করতে চিঠি দিয়ে আবেদন করেছি।'

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু গ্যাংম্যানের

জটেশ্বর, ২৫ জুলাই : জটেশ্বর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষীরেরকোট রেল ক্রসিং সংলগ্ন এলাকায় কর্মরত অবস্থায় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক গ্যাংম্যানের। মৃত ওই গ্যাংম্যানের নাম জয়গোপাল সরকার (৩৮)। তাঁর বাড়ি অসমে। তবে তিনি কর্মসূত্রে ফালাকাটায় থাকতেন।

রেল ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রেললাইনে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করছিলেন জয়গোপাল সহ আরও বেশ কয়েকজন গ্যাংম্যান। কাজ চলাকালীন জয়গোপালের একটি ফোন আসে। তিনি ফোনে কথা বলছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, সামনের দিক থেকে গুয়াহাটি-নিউ জলপাইগুড়িগামী ট্রেন আসতে দেখে তিনি দ্রুত পাশের মেইন লাইনে সরে যান। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি যে, ওই লাইনে তাঁর পেছনের দিক থেকে নিউ জলপাইগুড়ি-গুয়াহাটিগামী আরেকটি ট্রেন দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে ট্রেনটির ধাক্কায় প্রায় ৫০ মিটার দূরে ছিটকে গিয়ে পড়েন জয়গোপাল। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ এবং ময়নাগুড়ি জিআরপি দেহটি উদ্ধার করে।

'প্রাণ ফিরে পাবে কুঞ্জনগর ইকো পার্ক'

বনমন্ত্রীর আশ্বাসে নতুন আশা

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২৫ জুলাই : বাম আমলে বনমন্ত্রী ছিলেন ফালাকাটার বিধায়ক যোগেশচন্দ্র বর্মন। তাঁর উদ্যোগেই চালু হয়েছিল কুঞ্জনগর প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্র। সেই সময়ে সেখানে পিকনিকের জন্য তিলধারণের জায়গা থাকত না। কিন্তু গত ১৫ বছরে সংস্কারের অভাবে সেটির অবস্থা বেহাল। পর্যটকরাও মুখ ফিরিয়েছেন। তৃণমূল সরকারের কাছে বারবার সংস্কারের দাবি জানানো হলেও কোনও লাভ হয়নি। ফলে, গত পনেরো বছরে ফালাকাটার কুঞ্জনগর তার ঐতিহ্য হারিয়েছে।

তৃণমূল আমলের বনমন্ত্রীরা বারবার কুঞ্জনগরের সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিলেও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। বাম আমলের যোগেশ, আর তৃণমূল আমলের হিতেন বর্মন, বিনয়কৃষ্ণ বর্মন পেরিয়ে এবার বনমন্ত্রী হয়েছেন আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ। তাই কুঞ্জনগর নিয়ে ফের আশায় বুক বাঁধছেন ফালাকাটাবাসী। কুঞ্জনগরের সংস্কার হলে সেখানে পর্যটকদের আনাগোনা বাড়বে বলে আশাবাদী তাঁরা। এতে কর্মসংস্থানের দরজাও খুলবে বলে মত তাঁদের। নতুন বনমন্ত্রীও সেই আশ্বাস দিয়েছেন।

বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ বলছিলেন, 'কুঞ্জনগর ইকো পার্ক এবার অবশ্যই প্রাণ ফিরে পাবে। আমি কুঞ্জনগরে যাব। সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখব। তারপর সেটাকে ঢেলে সাজানোর জন্য যা যা করা দরকার, সেই চেষ্টা করব।' জলদাপাড়া বন দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, 'আগের

বেহাল কুঞ্জনগর প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্র।

সরকারের কাছে কুঞ্জনগর ইকো পার্ক সংস্কারের জন্য বারবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। বনমন্ত্রী থেকে শুরু করে তখন জেলা শাসকও কুঞ্জনগরে এসে সব দেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বর্তমান সরকার যদি উদ্যোগ গ্রহণ করে, তাহলে ভালো হয়। কুঞ্জনগর পুরোনো ঐতিহ্য ফিরে পাক, এটা আমরাও চাই।' এক সময় সারা বছরই কুঞ্জনগরে পর্যটকদের ভিড় লক্ষ করা যেত। এজন্য প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রের বাইরে ও ভিতরে মিলে মোট আটটি কটেজ তৈরি করা হয়। পর্যটকরা রাত্রিবাসও করতেন। এছাড়া বাঘ, হরিণ, ময়ূর, ঘড়িয়াল, নানা প্রজাতির পাখি এখানে রাখা হত। পাশ দিয়ে বইছে বুড়িতোর্ষা নদী। সেখানে ছিল বোটিংয়ের ব্যবস্থা। এই নদীর ওপরই তৈরি হয়েছিল ঝুলন্ত সেতু। ছিল বেশ কিছু ওয়াচটাওয়ার। তৈরি করা হয়েছিল শিশু উদ্যান। তাই কুঞ্জনগরের খ্যাতি ছড়িয়ে যায় রাজ্যের বাইরেও। আর এই প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রের বাইরে দোকান দিয়ে কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

কিন্তু এই সমস্ত গরিমা হারাতে শুরু করে তৃণমূল আমলে। ন্যাশনাল জু অথরিটির অনুমতি ছিল না বলে কুঞ্জনগরের সব পশুপাখি ধীরে ধীরে নিয়ে যাওয়া হয় শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে। তারপর থেকে পিকনিকের সময় ছাড়া কুঞ্জনগরে আর কেউ আসেন না। পিকনিকের মরশুমেও আর আগের মতো ভিড় হয় না। স্থানীয় কালী সিংহের কথায়, '১৫ বছর আগে ওখানে আমার হোটেল ছিল। তখন সেই রোজগার দিয়েই সংসার চলত। কিন্তু মানুষের আনাগোনা কমে যেতেই হোটেল বন্ধ হয়ে যায়। এখন দিনমজুরি করি। তাই পুনরায় যদি কুঞ্জনগর আগের অবস্থায় ফিরে আসে, তাহলে আমার মতো অনেকেরই সুদিন ফিরবে।'

> আমি কুঞ্জনগরে যাব। সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখব। তারপর সেটাকে ঢেলে সাজানোর জন্য যা যা করা দরকার, সেই চেষ্টা করব।
>
> **মনোজ ওরাওঁ** বনমন্ত্রী

আজ টিভিতে

ধূমকেতু (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) দুপুর ২.০০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ সেন্টিমেন্টাল, দুপুর ১.০০ লভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.০০ আমার মায়ের শপথ, সন্ধে ৭.৩০ ম্যাডাম গীতারানি, রাত ১০.০০ লাঠি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বন্ধু, দুপুর ১.৩০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.৩০ চ্যালেঞ্জ, সন্ধে ৭.৩০ ভালোবাসা ভালোবাসা, রাত ১০.৩০ প্রেম আমার

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ তারিণী তারা মা, দুপুর ১২.০০ বাবা কেন চাকর, ২.৩০ বৌমার বনবাস, বিকেল ৫.০০ পুত্রবধূ, সন্ধে ৭.৩০ দেবীবরণ, রাত ১০.০০ বৌমা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বিন্দাস

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মশাল

সোনি ম্যাক্স ওয়ান : বেলা ১১.৫৩ নমস্তে লন্ডন, দুপুর ২.২৯ গোলিমার, বিকেল ৫.০৭ লাপতা লেডিজ, সন্ধে ৭.৫০ এক সুনামি জোয়ালামুখী, রাত ১০.৩১ রুদ্র অবতার

হিস্ট্রি অফ লাইফ অন আর্থ
রাত ৯.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী
দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

লাপতা লেডিজ বিকেল ৫.০৭ সোনি ম্যাক্স ওয়ান

চিকিৎসার অর্থ জোগাতে মঞ্চে মঞ্চে শুভেন্দু

রায়গঞ্জ, ২৫ জুলাই : হৃদযন্ত্রে ধরা পড়েছে ৯০ শতাংশ ব্লকেজ। সঙ্গে বার্ধক্যজনিত শারীরিক বিভিন্ন উপসর্গ। কিন্তু চিকিৎসার জন্য অর্থ নেই। কারও কাছে হাত পাততে চান না তিনি। তাই এমন অসুস্থতা নিয়েও রোজগার করে চলেছেন রায়গঞ্জের কলেজপাড়া নিবাসী ৬৮ বছর বয়সি শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়। সঙ্গী শুধু তাঁর শিল্পীসত্তা।

শুভেন্দুর পৈতৃক বাড়ি ইটাহার ব্লকের গুলন্দরে হলেও দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর ধরে রায়গঞ্জের বাসিন্দা তিনি। স্ত্রী আলপনা চক্রবর্তী আইসিডিএস কর্মী। বেশ কয়েক বছর হল হৃদযন্ত্রে ব্লকেজ ধরা পড়েছে শুভেন্দুর। নিজের চিকিৎসার উদ্দেশ্যেই অসুস্থতাকে সঙ্গী করেও বিভিন্ন স্কুলে স্বরচিত নাটক, হাস্যকৌতুক, নৃত্য ইত্যাদি পরিবেশন করে চলেছেন তিনি। নাটকগুলিতে আবহ তিনি নিজের মুখ দিয়েই দিয়ে থাকেন। পাশাপাশি ছেলে, মেয়ে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সহ বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ও তিনি নিজেই পরিবেশন করেন। তাঁর গলা থেকে বিভিন্ন ধরনের শব্দ বের হতে দেখে মুগ্ধ হন শ্রোতারা।

শুভেন্দু বলেন, 'শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। বেঁচে থাকতে হলে সংগ্রাম করতে হয়। তাই অসুস্থতা সত্ত্বেও যতটুকু পারছি, করছি। খুশি হয়ে যে যেমন পারছেন, টাকা দিচ্ছেন। এতেই আমি খুশি। আগামী মাসে কলকাতা বা বেঙ্গালুরুতে হার্টের চিকিৎসা করাতে যাব।'

দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর ধরে এই পেশায় রয়েছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের বহু স্কুলে পারফর্ম করেছেন। দু'দিন আগেই তিনি ইটাহারের এক

রায়গঞ্জে নৃত্য পরিবেশন শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়ের।

হাইস্কুলে মঞ্চ মাতিয়েছিলেন। আবার ক'দিন পরেই তিনি মালদার আইহো উচ্চবিদ্যালয়ে যাবেন তাঁর শিল্পীসত্তা তুলে ধরতে। প্রতিটি স্কুলে গিয়ে তিনি অভিনয়, কৌতুক, নৃত্য পরিবেশনের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের জীবন গঠনের পাঠ দেন নিজস্ব ভঙ্গিতে। শিক্ষকদের সম্মান জানানোর কথা বলেন।

তবে এমন নামকরা শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও 'শিল্পী ভাতা' পান না শুভেন্দু। সেটা নিয়ে আক্ষেপ রয়েছে তাঁর। তবে বার্ধক্য ভাতা পান। এই বয়সে এসেও নিজের চিকিৎসার জন্য যেভাবে সংগ্রাম করে চলেছেন শুভেন্দু, তা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য বলে মনে করেন রায়গঞ্জবাসী।

> শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। বেঁচে থাকতে হলে সংগ্রাম করতে হয়। তাই অসুস্থতা সত্ত্বেও যতটুকু পারছি, করছি। খুশি হয়ে যে যেমন পারছেন, টাকা দিচ্ছেন। এতেই আমি খুশি। আগামী মাসে কলকাতা বা বেঙ্গালুরুতে হার্টের চিকিৎসা করাতে যাব।
>
> -শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tender is invited by the Assistant Engineer, Kakdwip Sub-Division, P.H.E. Dte. vide Ref. No.- WBPHED/AE/NIT-01/KSD/2026-27 1 to 41 for 41 Nos. different types of works in c/with Operation and maintenance and others under Kakdwip Sub-Division of Alipore Division, P.H.E. Dte. Details will be available in the website http://wbtenders.gov.in The last date for submission of tender is 29.07.2026 upto 12:30 P.M. Sd/- for Assistant Engineer, Kakdwip Sub-Division, P.H.E.D.
ICA-T13415(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tender Reference No. WBPHED/EE/MAAD/NIeT_05 of 2026-2027. Tender ID-2026_PHED_1034198_1 to 2026_PHED_1034198_8. Last date for submission of Technical and Financial Bid (online): - 07/08/2026 up to 04:00 P.M., Tender invited by the undersigned for 8 (Eight) no. work under Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. All details available in website http://wbtenders.gov.in & www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. ICA-T13414(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE-I
E-Tender is invited by the Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte., on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. WBPHED/EE/JD/e-NIT-08/2026-27 and ID: 2026_PHED_1031105_16 and 2026_PHED_1031105_17 and for Operation and Maintenance of PWSS under Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. The last date for submission of tender is 28.07.2026 upto 16:00 Hours. The details/addendum/corrigendum may be obtained from website:- wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte.
ICA-T13422(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of **"SITC of Air Conditioning Machine at 8 (Eight) No. of Faculty rooms, Office rooms, 1 (One) Library Hall and 1 (One) computer lab of college of Nursing, NBMCH, Sushrutanagar, Darjeeling."** [e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT-08 of 2026-27 (2nd Call). Estimated amount Rs. Item Rate. Tender ID : 2026_WBPWD_5017350_1. Bid Submission start date (Online) : 25.07.2026 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online) : 12.08.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.tenders.wb.gov.in Sd/- A. R. Prodhan, Executive Engineer, PWD, Darjeeling Electrical Division.
ICA-T13444(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid reference no.:- WBMSCL/NIT-651/2026; Dated – 23/07/2026. Supply & installation of new electric storage water heater (geyser) and the repair of old defective geyser installed in the different wards of Balurghat SSH, Dakshin Dinajpur Last date of submission of bid (online) – 03/08/2026 up to 3.00 P.M. the tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in & www.wbtenders.gov.in on or after 27/07/2026 at 03.00 P.M. Clarification requests, if any may be sent to cpee@wbmsc.gov.in. Sd/- Managing Director, WBMSCL & Special Secretary H&FW Dept. Govt. of West Bengal.
ICA-T13406(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-QUOTATION NOTICE
Assistant Engineer (PWD), Rajganj Construction Sub Division invites online quotation for the work **"Operation and maintenance of pump-motor set, valves etc. as and when required at pump house of Administrative building, workshop building of Jalpaiguri Govt. Engineering College, Jalpaiguri and Rani Ashrumati T.B. Hospital, JGMC&H, Jalpaiguri for one year (2 nos. pump house)."** e-NIQ No.: 02 of 2026-2027 of AE/PWD/Rajganj Construction Sub-Division. Tender ID: 2026_WBPWD_5017351_1. Documents download start date & time (Online) : 28.07.2026 from 11:00 A.M. Bid Submission Last date & time (Online) : 01.08.2026 upto 01:00 P.M. Corrigendum if any will be published in Notice Board/website only. Details of NIET & Tender documents may be downloaded from: www.wbtenders.gov.in Sd/- AE, PWD, RAJ CSD, GOVT. OF W.B. ICA-T13438(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice of Date Corrigendum-I
Bid reference no. WBMSCL/NIT-540/2026, Dated-16/06/2026
El Work for modification of Molecular Biology Room No. 05 to BLS-02 Laboratory attached to Malda Medical College and Hospital, Malda. Last date of submission of bid (online) extended - 03-08-2026 upto 02:00 P.M. Sd/- Managing Director, WBMSCL.
ICA-T13409(2)/2026

Abridged E-Tender Notice
Tender for eNIT No.- 02 (2026-27) (VB G RAM G) Memo No-2834/BDO, dated-25.07.2026 of Block Development Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 07.08.2026.upto 10:30 AM. The details of NIeT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://tenders.wb.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
BDO Balurghat

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. had invited online bids for the work detailed below : Name of Work : **"Comprehensive Maintenance Contract of the existing STP, WTP, Water Supply System (WSS) and Borewell (including man power, consumables, spare parts etc.) for Raiganj Government Medical College and Hospital (Site-1 & Site- 2) under the jurisdiction of WBMSCL for a period of 1 (one) year (2nd call)"**, vide Tender Ref. No.: WBMSCL/NIT-618/2026, Dated 13/07/2026 (Tender id 2026_WBMSC_1032208_1). Last Date of Submission of above-mentioned Tender (online) has been extended up to 31/07/2026, 12:00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.wbtenders.gov.in portal. Clarification requests, if any, please call 033-40340435 or email at info@wbmsc.gov.in Sd/- General Manager, WBMSCL & Addl. Secretary to the Govt. of West Bengal. ICA-T13410(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer (PWD), Alipurduar Sub Division invites online tender for the work **Emergent traffic safety improvement works by providing road marking on Buxa-Forest Road from Damanpur Check post to Santalabari (from 8.70 km to 25.50 km and from 0.00 to 5.00 km) under Alipurduar Division, PWD in the Alipurduar district.** NIET No.: 04 (Sl No. 01) of 2026-27 of AE/PWD/APDSD. Tender ID: 2026_WBPWD_5017368_1. Documents download start date & time (Online) : 27.07.2026 from 11:00 A.M. Bid Submission Last date & time (Online) : 03.08.2026 upto 05:30 P.M. Corrigendum if any will be published in Notice Board/website only. Details of NIET & Tender documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app. Sd/- AE, PWD, APDSD, GOVT. OF W.B.
ICA-T13450(1)/2026

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪৮৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৭৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২৩৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২৩৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

PUBLIC ADVISORY ON OCCUPANCY CERTIFICATE

It is hereby notified for the information of the general public that, in accordance with Section 282 of the West Bengal Municipal Corporation Act, 2006, read with Rule 36 of the West Bengal Municipal Building Rules, 2007, no person shall occupy or permit the occupation of any building that has been erected, re-erected, or altered under the provisions of the said Act unless an **OCCUPANCY CERTIFICATE** has been duly issued by the competent authority of this office under Rules 34, 34A and 34B of the West Bengal Municipal Building Rules 2007.
This notice is issued for the information and strict compliance of all persons concerned within the jurisdiction of **Siliguri Municipal Corporation (SMC)**.
The general public is hereby advised to ensure that a valid **OCCUPANCY CERTIFICATE** has been issued by Siliguri Municipal Corporation before taking possession of or occupying any building/property.
By Order
Commissioner
Siliguri Municipal Corporation

CINEMA
সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্রমঞ্চ
শক্তিগড় ৩ নং লেন (শিলিগুড়ি)
JAN NETA (H)
Cast : Vijay Thalapati, Bobby Deol, Pooja Hegde, Prakash Raj
Show Time : 12:00, 3:15, 6:30 P.M.
AC with Dolby Sound

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
DHAMAAL 4 — 11.00 AM HINDI (U/A)
BAEY DO DIE DO — 01.30 PM HINDI (A)
আজও অর্ধাঙ্গিনী — 04.30 PM BENGALI (U/A)
JAN NETA — 07.00 PM HINDI (A)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/122927)

স্পোকেন ইংলিশ

■ স্বচর্চায় স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার অপূর্ব সহজ নতুন পদ্ধতি। বিস্তারিত জানুন। 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/122926)

অ্যাফিডেভিট

■ আমি ফতেমা বিবি স্বামী রসিদুল ইসলাম, পিতা রঞ্জিৎ দাস, সাকিন ও পো: কুমারগ্রাদুর, থানা কুমারগ্রাম, জেলা আলিপুরদুয়ার, আমি স্বেচ্ছায়, হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া রশিদুল ইসলাম পিতা গোলজার হোসেন সাকিন নলগ্রাম, পোঃ মধ্যম মধুসূদন, থানা শিতলখুচি, জেলা কোচবিহার-এর সহিত সামাজিক বিবাহে আবদ্ধ হই। প্রকাশ যে, বিবাহের পূর্বে আমার যাবতীয় কাগজ পত্রে আমার নাম সুপ্রিয়া দাস পিতা রঞ্জিৎ দাস রহিয়াছে। গত ১০/০৭/২০২৬ ইং তারিখে মাথাভাঙ্গা E.M Court এর Affidavit বলে আমি ফতেমা বিবি ও সুপ্রিয়া দাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হইলাম। (122928)

ভ্রমণ

ডলফিন হলিডেজ (জলপাইগুড়ি)

■ কেদার বদ্রি (২ ধাম) : 01/10, স্পিতি ভ্যালি : 20/09, কেরালা 17/10, 28/10, 18/12, রাজস্থান 17/10, 19/12, অরুণাচল-কাজিরাঙা 17/10, 13/11 কাশ্মীর 27/10, গুজরাট 23/11, 21/12, থাইল্যান্ড 29/10, ভিয়েতনাম 23/11, আন্দামান any day. M : 9733373530 (জলপাইগুড়ি), 9474797330. (শিলিগুড়ি) (C/122482)

ভাড়া

■ Warehouse for Rent Carpet Area : 4996 sqft Height of warehouse 19 feet. M : 9434050205/ 6294594693. (C/123031)

ভাড়া

■ নতুন ফার্নিচার করা 2 BHK ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে। ঠিকানা : সংহতি মোড়, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। ৭৬৭৯২১৬৫৪০. (C/122926)

কর্মপ্রার্থী

■ অভিজ্ঞ Accountant কর্মপ্রার্থী জলপাইগুড়ি শহর অগ্রগণ্য। যোগাযোগ - 9593839399. (C/122477)

কিডনি চাই

■ (B+ কিডনী চাই) 40 থেকে 50 বয়সের মধ্যে - শীঘ্রই যোগাযোগ Ph (9474959679) শিলিগুড়ি, ওয়ার্ড নং- 47. (C/123043)

ডিস্ট্রিবিউটার চাই

■ জনপ্রিয় ব্র্যান্ড 'অহনা গোল্ড ঘি' বিক্রির জন্য মালবাজার, শিলিগুড়ি, সিতাই, ময়নাগুড়িতে ডিস্ট্রিবিউটার ও বড় কাউন্টার বিক্রেতা চাই। 'অহনা গোল্ড ঘি' খেয়ে দেখুন। বাজারের সেরা না হলে ১০০% ফেরত! যোগাযোগ : 9749827856/ 7364855525. (A/K)

■ 30 বছরের বিশ্বস্ত ঔষধ প্রস্তুতকারক কোম্পানীর জন্য জেলাভিত্তিক PCD চাই। 9748995599. (K)

ক্রয়

■ ডুয়ার্স মূর্তি বা লাটাগুড়ির প্রাইম লোকেশনে ১-২ বিঘা ক্লিয়ার টাইটেল ফ্রিহোল্ড মামলা মুক্ত জেনারেল আবাসিক জমি চাই, ৪০ ফুট রাস্তা সহ 9734618922 নম্বরে কল করুন দালাল নহে। (K)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ পুঁজি কম? ব্যবসায় লস? ব্যবসা করতে ভয়? সঠিক ব্যবসার গাইডেন্স দেব আমরা। ফি-499/- মাত্র। 9831134453. (C/122926)

■ মাত্র ৩০ হাজার বিনিয়োগে সম্পূর্ণ পূজা সামগ্রীর ডিস্ট্রিবিউটার হয়ে লক্ষাধিক টাকা আয় করুন। M : 9163477785. (K)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি সুভাষপল্লীতে 2 BHK/ 1 BHK Flat Garage সহ বিক্রয় হইবে। M : 8910898792. (C/113861)

■ 850 sqft Garrage for sale Hakimpara Siliguri, 9830506995. (M). (C/122887)

■ বিক্রয় ঃ আধা সজ্জিত 1200 sqft 3 BHK ফ্ল্যাট ও পার্কিং, প্রধাননগর শিলিগুড়িতে লিফট, পার্ক, সিকিউরিটি সহ, দখীন ও পূর্ব খোলা। 9434010383/ 9800092464. (C/123021)

■ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ায়, দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের নিকট ৩ তলায় ২ বি.এইচ.কে রিসেল ফ্ল্যাট বিক্রয় ২২ লক্ষ টাকায়। আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন, দালাল নয়। 9434460056.(M) (C/23022)

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ায় 3rd ফ্লোরে 1000 sq.ft. ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। সঙ্গে গ্যারাজ আছে। ফোন - 9836124161.

■ 2 BHK 750 sqft 1st floor new flat for sale at Baghajatin Kolkata near IRIS Hospital. M : 8372011388. (C/123041)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি সাউথ দেশবন্ধুপাড়া, 3rd ফ্লোর, বিক্রয় হইবে। M : 8370843391. (C/123013)

■ শিলিগুড়ি শহরে 14 নং ওয়ার্ডের আশ্রমপাড়ায় অবস্থিত ব্লু হেভেন এপার্টমেন্ট এর থার্ড ফ্লোরে একক মালিকানাধীন বাসযোগ্য 3 BHK 930 sqft ফ্ল্যাট বিক্রি করা হবে, মো: 9051389984/ 9073266989. (C/123037)

■ Flat for sale, 2BHK, Sanghati More, E.V. Pally, Ph : 7679216540. (C/122926)

■ শিলিগুড়ি সুকান্তনগরে 10 কাঠা জমি বিক্রয়। M : 7908430472. (C/122925)

কর্মখালি

■ বাড়ির কাজের পুরুষ Caretaker চাই। M - 9434059042/ 9434064212. (C/123012)

■ NJP ভক্তিনগর প্রতিষ্ঠিত রড ও সিমেন্ট দোকানে অভিজ্ঞ মার্কেটিং লোক প্রয়োজন। বেতন ১৩০০০ - ১৬০০০, বাইক থাকা আবশ্যক। DA & TA আলাদা। যোগাযোগ - 8250794004. (C/123019)

■ One Accountant Required in Siliguri, Must Work Experience in GST, Tally & Excel, Salary Range 12K - 15K. Contact: 7679096826/ 9800210503. CVs - hr@findeal.in (C/123023)

■ শিলিগুড়ির প্রসিদ্ধ হোটেলে ভালো বাঙালি রান্নার ঠাকুর প্রয়োজন। 8145966750. (C/122923)

■ House help & cooking Salary 20,000 Food and Private room provided. 9975115599. (K)

কর্মখালি

■ উত্তরবঙ্গের প্রতি জেলাতে শহর ও গ্রামে Field এর কাজে লোক নিয়োগ। TA+DA+Attractive Salary, সপ্তাহে Payment. Cont - 9038773013. (C/122615)

■ ফুলবাড়িতে কারখানায় রান্নার লোক (পুরুষ) প্রয়োজন। বেতন - 10K+Fooding+Lodging+Bonus. Ph:- 92433-64426. (C/122910)

■ শিলিগুড়িতে ২ জনের সংসারে সব কাজের জন্য মধ্য বয়স্কা মহিলা চাই। বেতন : 10,000/-+খাওয়া+থাকা। (M): 7797712353. (C/122924)

■ An ICSE School in Tufanganj (Coochbehar) requires a Science Teacher to teach Phy, Chem & Math till class X. Salary negotiable, as per last Salary drawn. Mail CV with photograph to sisterniveditaconventschooltfg@gmail.com (K)

■ মোমবাতি তৈরীর কাজে জলপাইগুড়ি, দেবনগর, আগ্রহী মহিলা প্রয়োজন। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। - 9064070296. (C/122480)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে Namkeen Product ready stock এ Sale করার জন্য অভিজ্ঞ S.R. প্রয়োজন। বেতন - 12K +Fooding+Incentive+Bonus. Ph:- 93325-64426. (C/122926)

■ Sales man want's for Philips Light out door Business. Adie Centre, Behind Gurudwara & 9-10 Hotel, Siliguri. M: 94757-56708. (C/122927)

■ অভিজ্ঞ দায়িত্বশীল ফিল্ডওয়ার্ক ছেলে প্রয়োজন (কাজ ঃ বিল সংগ্রহ, ক্রয়, বিক্রয়, ব্যাক অফিসের কাজ ইত্যাদি)। বেতন : 16K + বোনাস + খাবার। (শিলিগুড়ি নিবাসী ও নিজস্ব বাইক আবশ্যক), বয়স ৩০+। M : 99320-20008. (C/122962)

ফার্মাসিস্ট চাই

■ নতুন ঔষধের দোকান এর জন্য যোগ্য ফার্মাসিস্ট প্রয়োজন। ঠিকানা- বিধাননগর, শিলিগুড়ি। যোগাযোগ - 8670599592. (C/123017)

■ Wanted Pharmacist N.J.P. 9832497315/ 7001659013. (C/122877)

SHYAM STEEL
invites resumes for role of
1. ACCOUNTS MANAGER
2. BUSINESS MANAGER
3. PROJECT SALES MANAGER
Office @ SF Road, Siliguri, SALARY : NEGOTIABLE.
Only candidates with exp. of minimum 5 years to apply.
APPLY northbengalsteels@gmail.com

কর্মখালি

■ গাড়ী ধোয়ার জন্য ছেলে চাই। স্থান - শিলিগুড়ি। বেতন - ১০-১৫ হাজার। ৯ ঘণ্টা Duty. (M) 89727-17281. (C/122926)

■ শিলিগুড়িতে ডাক্তারের বাড়িতে রান্না ও বাড়ির কাজের জন্য ভদ্র মাঝ বয়সি বাঁধা মহিলা ও একজন ড্রাইভার চাই। (M):- 8777607245. (C/122926)

JOB VACANCY
JOB VACANCY: ACCOUNTANT:
Location: For Dhupguri based Manufacturing Unit Qualification Required: Commerce Graduate (3-5 years working s Exp.
Salary: 15,000 - 20,000 (Negotiable)
Perks: Free Fooding &Lodging.
Apply info.marsplyslg@gmail.com
(M) 98327 63580 / 89720 13465

WE ARE HIRING
Join Our Team at IIHM Siliguri
Applications are invited for the following positions:
■ Management / Accounts Faculty
■ IT / Digital Faculty
■ Reception Staff (Candidates must be proficient in English, Nepali and Bengali)
Eligibility: Relevant qualifications and experience in the respective field will be preferred.
Freshers are also encouraged to apply.
Interested candidates may send their updated CV within 7 days to: admin_siliguri@iihm.ac.in
For enquiries, contact:
9230976425, 9147310418

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিস্ফোরক উদ্ধার

নলহাটিতে অভিযানে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দিয়ে উদ্ধার বিপুল সংখ্যক বিস্ফোরক। ঘটনায় গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নজরদারি

বিভিন্ন বোর্ডের আওতাধীন বেসরকারি স্কুলগুলিতে নিয়মিত পরিদর্শন, তথ্য যাচাই ও পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার নির্দেশ স্কুলশিক্ষা দপ্তরের। নিয়ম করে সপ্তাহে একটি স্কুল পরিদর্শন করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ জেলা স্কুল পরিদর্শকদের।

প্রতিকৃতি পোড়ানো

পূর্ব বর্ধমানে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি পোড়ানো ও বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগে সিপিএম নেতা নজরুল হককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শনিবার ভাতারের বাজার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

দুর্ঘটনা

কলকাতায় আসার পথে দুর্ঘটনায় আহত নাকাশিপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক কল্লোল খাঁ। জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি লরিতে ধাক্কা মারে তাঁর গাড়ি। শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে।

দুর্নীতি রোধে পঞ্চায়েত বিল, দাবি দিলীপের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৫ জুলাই : পঞ্চায়েত প্রধানদের আর্থিক ক্ষমতা কেড়ে নিতে চাইছে এই সরকার। সেই লক্ষ্যে পঞ্চায়েত বিলে সংশোধনী এনে বিল পাশ করানোর উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য। বিরোধীদের এই অভিযোগকে এদিন খারিজ করে পঞ্চায়েত বিল বিতর্কের জবাবি ভাষণে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের দাবি, পঞ্চায়েতের দুর্নীতি রোধ করতেই বিল সংশোধন করতে হয়েছে।

সংশোধিত বিলে পঞ্চায়েত প্রধানদের হাত থেকে খরচ করার আর্থিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তার পরিবর্তে তা দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েতের অ্যাসিস্ট্যান্ট এগজিকিউটিভ এবং পঞ্চায়েত সচিবের হাতে। আর্থিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আলোচনায় বিরোধীরা দাবি করেছেন, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তৃণমূলস্তরে আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের বিরোধী বিজেপি। সেই কারণেই বিল সংশোধন করার উদ্যোগ। যদিও বিরোধীদের অভিযোগের জবাবে বিগত সরকারের আমলে পঞ্চায়েত দুর্নীতির জেরে একশো দিনের কাজের টাকা আটকে যাওয়ার দৃষ্টান্ত দিয়ে তৃণমূলের সমালোচনা করেন শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। কটাক্ষ করে বলেন, 'পঞ্চায়েতের দুর্নীতিতে নতুন দিগন্ত তৈরি করেছে তৃণমূল। কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ তদন্তে মাত্র ৪০টি পঞ্চায়েতকে চুরি, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করে তাদের কাছ থেকে চুরির টাকা ফেরানোর জন্য রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেটুকুও করেনি বিগত সরকার। কারণ, ওরা চুরিতেই বিশ্বাসী।' পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, 'কোনও বিকেন্দ্রীকরণ আটকানো হয়নি। বিলেও কোনও মৌলিক পরিবর্তনও হয়নি। আগে পঞ্চায়েত প্রধান একাই খরচের চেকে স্বাক্ষর করতেন, এখন এগজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং সচিব যৌথভাবে স্বাক্ষর করবেন। তাহলে বিকেন্দ্রীকরণ তো বাড়লই।' দিলীপের দাবি, একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত প্রধানদের হাতে আর্থিক খরচের এই বিশেষ ক্ষমতা ছিল। আর সেই সুযোগ নিয়ে সরকারি টেন্ডার পাশ করাতে ঠিকাদারের থেকে ৫ শতাংশ কমিশন দিতে হত তাঁকে। এটা বন্ধ করতেই বিলে সংশোধন করেছি। দুর্নীতি বন্ধ করতে সংশোধন করেছি। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে দিলীপ বলেন, 'রাজ্যের পঞ্চায়েত সম্পর্কে একটা চালু প্রবাদ ছিল। ওপরে ভগবান, আর পঞ্চায়েতে প্রধান। এই ব্যবস্থা চলতে পারে না। মানুষ আমাদের নির্বাচন করেছে পরিষেবা দেওয়ার জন্য। তা নিশ্চিত করা আমার দায়িত্ব।'

সংশোধনীর বিরোধিতা করে ভোটাভুটির দাবি করেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। যদিও ১৬৯-১৩ ভোটে পাশ হয়ে যায় বিল। নব তৃণমূলের ৩২ জন সদস্য ভোটাভুটিতে বিরত থাকেন।

ঘরে ফেরার পথে। শনিবার নদিয়ায় পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে পথে নামলেন মমতা

মেজাজ হারিয়ে ধাক্কা মহিলা উর্দিধারীকে

কলকাতা, ২৫ জুলাই : সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা বা নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে শনিবার পথে নামলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার দিল্লিতে বিক্ষোভরত ছাত্রদের আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে বাম দলগুলির বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়েছিল কলকাতা। এদিন একই ইস্যু নিয়ে পথে নামতে চায় তৃণমূলের ছাত্র সংগঠন। প্রথমে পুলিশ ও পরে হাইকোর্ট থেকে অনুমতি দেওয়া হয়নি তাদের। শুক্রবারের ঘটনা সম্পর্কে অবগত কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে ছুটির দিনে আদালত বসলেও বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন, 'সংবাদমাধ্যমে দেখেছি গতকাল কী হয়েছে। নাগরিকদের আন্দোলনের অধিকার রয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে জমায়েত করা যায়। কিন্তু কিছু কিছু অধিকার নিয়ন্ত্রিত। পরিস্থিতি ও প্রশাসনের ওপর নির্ভর করতে হয়।' যেহেতু এই আন্দোলনের আঁচ কলকাতাতেও পৌঁছেছে তাই আলাদা করে তৃণমূলকে অনুমতি দেওয়া উচিত নয় বলে জানিয়েছে হাইকোর্ট।

তবে নাছোড় তৃণমূলকর্মীরা তারপরেও রাস্তায় নামলে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। কুণাল ঘোষ, বৈশ্বনর চট্টোপাধ্যায় সহ বেশ কয়েকজনকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় লালবাজারে। তারপরেই ময়দানে নামেন মমতা। আইটি সেলের প্রধান উপাসনা চৌধুরীর বাইকের পিছনে বসে সোজা চলে যান কর্মসূচিস্থলে। 'সারাদেশ জুড়ে ককরোচ পার্টি দেশের ছাত্র ও যুবদের জন্য যে আন্দোলন করছে, তাঁর সমর্থনে আমাদের একটা কর্মসূচি ছিল। গতকাল সবপার্টিকে অনুমতি দিয়েছে, আজ আমাদের অনুমতি দেওয়া হল না। কেন তৃণমূল

উপাসনা চৌধুরীর বাইকে সওয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার।

সেখানেও পুলিশকর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল সুপ্রিমো। মেজাজ হারিয়ে এক উর্দিধারী মহিলা পুলিশকর্মীকে ধাক্কা মারার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এরপর বাড়িতে ফিরে গিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন।

ক্ষোভের সুরে মমতা বলেন, অচ্ছুত নাকি?' নিজের হাতের ক্ষত দেখিয়ে মমতার দাবি, 'আমাকে ঘিরে ধরে পুলিশ বর্বরোচিত অত্যাচার করেছে। আমাকে ঠেলা মেরে ফেলা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।' সোমবার দিল্লির যন্তরমন্তরে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দেখা করবেন বলেও জানিয়েছেন মমতা।

সেবাশ্রয় প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৫ জুলাই : সেবাশ্রয় শিবিরের দুর্নীতি নিয়ে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিধানসভায় নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি বিষ্ণুপুর থানায় এই স্বাস্থ্য শিবির পরিচালনা এবং তাতে চিকিৎসা গাফিলতি নিয়ে থানায় একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়। শনিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'একটি বড় স্ক্যাম সামনে এসেছে। সেটি হল ভাইপোর সেবাশ্রয় শিবিরের স্ক্যাম।'

বিষ্ণুপুর থানায় ও সংবাদমাধ্যমে সেবাশ্রয় শিবিরে চিকিৎসা গাফিলতি সংক্রান্ত অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছিল। এদিন সেই ক্ষতিগ্রস্তদের ছবি ও তাদের বয়ান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই শিবিরে চিকিৎসা করে কেউ বিকলাঙ্গ হয়েছেন, কারও পা কাটা গিয়েছে। এরপর নাম না করে অভিষেককে নিশানা করে বলেন, 'এই চিটিংবাজটা কীভাবে ক্ষতি করেছে দেখুন। এই বাচ্চাটির হাত গিয়েছে, আর একটি বাচ্চাকে বিকলাঙ্গ করেছে। আর এই দিদির পা বাদ গিয়েছে।' প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসদীয় এলাকা ডায়মন্ড হারবারের এই সেবাশ্রয় শিবিরের জন্য একটি প্রাসাদোপম রিসর্টকে ৪০ দিন ধরে আটকে রাখা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ওই রিসর্টের মালিকের কাছ থেকে শিবির খরচ হিসেবে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে। স্থানীয় বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল এবং অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে এই তোলাবাজির অভিযোগ করেছেন পৈলানের এক রিসর্টের মালিক। রিসর্টের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের করে সমীরণ রায়ের দাবি, অভিযুক্তরা সকলেই প্রভাবশালী। তাই এতদিন তাঁদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে পারেননি। সরকার বদলের পর প্রশাসনের কাছে আশ্বাস পেয়েই তাঁরা অভিযোগ দায়ের করেছেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রীও জানিয়েছেন, ওই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিষেক ও তাঁর আপ্তসহায়ক ও স্থানীয় বিধায়কের বিরুদ্ধে তোলাবাজি এবং দুর্নীতিদমন আইনে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ।

শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী জানান, নিয়ম বহির্ভূতভাবে শিবিরের জন্য আলট্রাসনোগ্রাফি এবং এক্সরে মেশিন সরকারি হাসপাতাল থেকে তুলে আনা হয়েছে। যা একেবারেই নিয়ম বিরুদ্ধ। সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ওরফে ববি এব্যাপারে থানায় অভিযোগ দায়ের করে দাবি করেছিলেন, এই আলট্রাসনোগ্রাফি মেশিন দিয়ে অবৈধভাবে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ পর্যন্ত করা হয়েছে। যা আইনত একটি ফৌজদারি অপরাধ। উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ওই শিবিরে কারা চিকিৎসা করেছেন জানেন? মেডিকেল কলেজের পড়ুয়াদের নানা ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দিয়ে চিকিৎসা করাতে শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁরা কি ডাক্তার! এর বিরুদ্ধে তো খুনের মামলা হওয়া উচিত।' এরপরই হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'চিটিংবাজ ভাইপোকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। একবার ঢুকলে আর বেরোবে না।'

ওই শিবিরে কারা চিকিৎসা করেছেন জানেন? মেডিকেল কলেজের পড়ুয়াদের নানা ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দিয়ে চিকিৎসা করাতে শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁরা কি ডাক্তার!

শুভেন্দু অধিকারী

নয়া বিধানসভা ভবন গড়ার প্রস্তাব

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৫ জুলাই : ভবিষ্যতে আসন পুনর্বিন্যাস এবং মহিলা সংরক্ষণ আইন চালু হলে রাজ্য বিধানসভার আসন সংখ্যা ২৯৪ থেকে বেড়ে প্রায় ৪০০ হতে পারে। কিন্তু বর্তমান হেরিটেজ ভবনে এত বিশাল সংখ্যক বিধায়কের বসার ব্যবস্থা করা অসম্ভব। তাই দ্রুত নতুন বিধানসভা ভবন এবং আধুনিক বিধায়ক আবাস তৈরির প্রস্তুতি নিতে বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে আর্জি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। চলতি বাজেট অধিবেশনের শেষ দিনে তিনি জানান, নতুন ভবন নির্মাণের জন্য অর্থ বা জমির কোনও অভাব হবে না এবং সরকার সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। অধ্যক্ষও মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবে সায় দিয়ে জানান, জরাজীর্ণ এমএলএ হস্টেল বদলাতে নিউটাউনে প্রায় ৪০ একর জমি পাওয়ার আশ্বাস মিলেছে।

প্রশাসনিক ও অধিবেশনের কাজের মান বাড়াতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, আগামী অধিবেশন থেকে প্রতি বুধবার স্বরাষ্ট্র ও পুলিশ সংক্রান্ত বিষয়ে বিধায়কদের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজে দেবেন এবং পুলিশ বাজেটে বিরোধীদের বক্তব্য রাখার সময় কমানো হবে না। বিধায়কদের উপস্থিতির হিসাব এখন থেকে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং অধিবেশনে অন্তত ৭ জন মন্ত্রীর থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, অন্যথায় অধিবেশন স্থগিত রাখা হবে। এছাড়া অধিবেশন সরাসরি সম্প্রচারিত হওয়ায় বিধায়কদের দায়িত্বশীল ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি নির্দেশ দেন যে, কক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রাখা বিধায়কদের ওপরই যেন ক্যামেরার নজর থাকে। পাশাপাশি বছরে অন্তত ৮০ থেকে ১০০ দিন অধিবেশন চালানো, দ্রুত সমস্ত সংসদীয় কমিটি গঠন, মন্ত্রীদের নিয়মিত বিধায়কদের সঙ্গে দেখা করা, ভোটিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, ক্যান্টিনের মানোন্নয়ন এবং নতুন বিধায়কদের পড়াশোনায় উদ্বুদ্ধ করার ওপর জোর দেওয়া হয়।

অধিবেশন শেষে বিরোধীদের কথা বলার সুযোগ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকারের প্রশংসা করেন। তৃণমূলের মুখ্য সচেতক আখরুজ্জামান এবং আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী সহ অন্য সদস্যরাও সরকারের এই ইতিবাচক পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানান।

ক্যাগ রিপোর্ট পেশ বিধানসভায়

কলকাতা, ২৫ জুলাই : বিগত সরকারের আমলে আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে ক্যাগ রিপোর্ট পেশ হল বিধানসভায়। আগেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, চলতি বিধানসভার শেষ দিনে এই রিপোর্ট পেশ হবে। শনিবার অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত রাজ্যপালের অনুমোদন ক্রমে ক্যাগ রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করেছেন। রিপোর্ট পেশ করে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, এদিন রিপোর্ট পেশ করা হল। রিপোর্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য বিশেষ অধিবেশন ডাকা হবে। সেই আলোচনার পরেই ক্যাগের সুপারিশ কার্যকর করা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার।

এদিন জনস্বাস্থ্য কারিগরি, স্বাস্থ্য সহ মোট ২৮টি দপ্তরের ক্যাগ রিপোর্ট পেশ করে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বলেছেন, 'নিয়মানুযায়ী প্রতি বছর ক্যাগ রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ হওয়া উচিত। কিন্তু বিগত সরকার গত ১৩ বছর ধরে সেই রিপোর্ট পেশ করেনি। রিপোর্টে প্রাথমিকভাবে একাধিক আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এব্যাপারে ক্যাগের সুনির্দিষ্ট সুপারিশও রয়েছে। এদিকে রিপোর্ট পেশের পরেই বিরোধী আসনে বসা প্রাক্তন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে কটাক্ষ করে প্রাক্তন তৃণমূলি বর্তমানে বিজেপির মন্ত্রী তাপস রায় বলেন, 'কী রে ববি, করেছিসটা কী?' যদিও তাপসের এই কটাক্ষ নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি ফিরহাদ। এদিকে বিধানসভা সূত্রে খবর, আগামী ৩ অগাস্ট থেকে এই বিশেষ অধিবেশন ডাকা হতে পারে। সেখানেই ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

পিএফ সংশোধনী

কলকাতা, ২৫ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড পরিচালিত হবে এরাজ্যের আইন মেনেই।

শনিবার বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সেই সংশোধনী আনল রাজ্য সরকার। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, আগামী দিনে আরও ২১টি রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও একই সংশোধনী আনা হবে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের পর পথে স্বাস্থ্যকর্মীরা। শনিবার কলকাতায়।

আটক ১০ বাংলাদেশি

বহরমপুর, ২৫ জুলাই : মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকা থেকে একদিনে ১০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করল পুলিশ। শুক্রবার লালগোলা, ভগবানগোলা, সামশেরগঞ্জ থানা এলাকা থেকে তাঁদের পাকড়াও করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা বাংলাদেশি নাগরিক। ভুয়ো পরিচয়পত্র ব্যবহার করে দক্ষিণ ভারতে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করছিলেন। দেশে ফেরার পথেই আটক করা হয় তাঁদের। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন রাতে লালগোলায় সাতজনকে আটক করে পুলিশ। প্রত্যেকেই বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জের বাসিন্দা। এদিনই ভগবানগোলা থেকে আটক করা হয়েছে রাজশাহির এক বাসিন্দাকে। অন্যদিকে, সামশেরগঞ্জ থানা এলাকা থেকে দুই বাংলাদেশি নাগরিককে সীমান্ত পার হওয়ার আগে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ধর্মেন্দ্রর ইস্তফায় নৈতিক জয় দেখছে বিরোধীরা

কলকাতা, ২৫ জুলাই : চাপের মুখে অবশেষে ইস্তফা দিতে হল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে। নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ড ও ধর্মেন্দ্রর পদত্যাগের দাবিতে পথে নামে গোটা দেশের তরুণ সমাজ। শেষমেশ আন্দোলনকারীদের প্রথম দাবি হিসেবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের পরেই খুশির হাওয়া 'জেন জি'দের মধ্যে। তাই আন্দোলনের রাস্তাকেই নৈতিক জয় হিসেবে দেখছে বিরোধীরা। এই ঘটনায় বিজেপি একপ্রকার ব্যাকফুটে তা বলাবাহুল্য। বরাবরই এই আন্দোলনের নেপথ্যে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির হাত রয়েছে বলে দাবি করেছেন বঙ্গ বিজেপি নেতারা। শনিবারও ধর্মেন্দ্রর ইস্তফার কারণ হিসেবে দেশদ্রোহীদের প্রতিহত করাই আসল উদ্দেশ্য বলে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় রাজ্যের শাসক দল।

আন্দোলনের নামে দেশবিরোধী শক্তি বেড়ে যাচ্ছিল বলে দাবি করেছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তিনি অভিযোগ করেছেন, 'যা দাবি করা হয়েছে তা পূরণ হয়েছে। তারপরও যদি মিটিং, মিছিল, প্রতিবাদ চালিয়ে যেতে চায় তাহলে দেশবিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী, পশ্চিমবঙ্গ বিরোধী বলতে বাধ্য হব। দেশের ছাত্র, তরুণদের কথা মাথায় রেখে পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি।' ধর্মেন্দ্রকে সমর্থন করে সমাজমাধ্যমে তাঁর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বিজেপি নেতারা।

প্রায় মাসখানেক ধরে চলা আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগে নৈতিক জয় দেখছে বিরোধীরা। সিপিএমের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'অবশেষে শিক্ষামন্ত্রীকে যেতে হল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মাসের পর মাস চুপ থাকলেন। শিক্ষা দপ্তর থেকে এর পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে। দীর্ঘ বাধাবিপত্তির পরেও আন্দোলনের জয় হয়েছে।'

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারও একই সুরে বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়েছে ধর্মেন্দ্র প্রধানকে বরখাস্ত করতে, আমি বরখাস্ত এই কারণে বলছি কারণ, এতদিনে নৈতিক দায় স্বীকার করে পদত্যাগ করা দরকার ছিল। উনি সত্যিকারের ভদ্রলোক হলে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি চাইতেন।'

অন্যদিকে, শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার খবরে খুশির আমেজ টলিউডে। তৃণমূলের প্রাক্তন অভিনেত্রী-সাংসদ নুসরত জাহান বলেন, সরকার শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের আবেগ ও মনোভাবকে গুরুত্ব দিয়েছে, এতে তিনি খুশি। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক অঞ্জন দত্ত সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'শিক্ষার্থীদের জন্য এক বিরাট বিজয়। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্যও এটি বড় জয়।' পরিচালক বিরসা দাশগুপ্ত লেখেন, 'কফিনে প্রথম পেরেক। দীর্ঘজীবী হোক শিক্ষার্থীরা।' অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তীর মন্তব্য, 'রাজনীতিতে জনগণ জিতলে সবচেয়ে বেশি আনন্দ হয়।' অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তীর কথায়, 'জেন জি-ই পারলো, জেন জি-ই পারবে। জয় হিন্দ।' সব মিলিয়ে রাজনীতি হোক বা তারকা, ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফায় খুশির হাওয়া সব শিবিরেই।

বরখাস্ত একাধিক পুলিশকর্তা

নিউজ ব্যুরো

২৫ জুলাই : বিগত সরকারের আমলের পুলিশি নির্যাতন ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার বিধানসভায় তিনি কালিয়াগঞ্জে তরুণ মৃত্যুঞ্জয় বর্মন হত্যার ঘটনায় তৎকালীন এএসআই মোয়াজ্জেম হোসেনকে সাসপেন্ড করে নতুন এফআইআরের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি, প্রাক্তন আইপিএস পঙ্কজ দত্তকে হেনস্তার অভিযোগে তৎকালীন আইও সাধন দাস ও আইসি সুবর্ণ দত্ত চৌধুরী, কৃষ্ণনগরে বিসর্জনে লাঠিচার্জের ঘটনায় ইনস্পেকটর অমলেন্দু বিশ্বাস এবং কাকদ্বীপে কালীমূর্তি প্রিজন ভ্যানে তোলার দায়ে আইপিএস কোটেশ্বর রাওকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

২০২৩ সালের এপ্রিলে কালিয়াগঞ্জের চাঁদগাঁ গ্রামে পুলিশের অভিযানে গুলিতে নিহত হন নিরপরাধ তরুণ মৃত্যুঞ্জয়। দীর্ঘ ৩৯ মাস পর এই পদক্ষেপে স্বস্তি পেয়েছে তাঁর পরিবার। শনিবার বিধানসভায় কর্মরত নিহত তরুণের স্ত্রী গৌরীদেবী অভিযুক্ত অফিসারের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁর দাদা মৃণাল বর্মন বলেন, 'অবশেষে ন্যায়বিচার মিলল।' তৎকালীন বিরোধী দলনেতা হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী এই পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আজ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর এই পদক্ষেপকে যুগান্তকারী আখ্যা দিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক উৎপল ব্রহ্মচারী।

শুভেন্দুর নির্দেশ

কলকাতা, ২৫ জুলাই : অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে দলীয় বিধায়কদের উদ্যোগী হতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার বিধানসভার অধিবেশন শুরুর আগে জরুরি ভিত্তিতে সব দলীয় বিধায়ককে নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন অন্নপূর্ণা যোজনার ব্যাপারে বিধায়কদেরই দায়িত্ব নিতে হবে।

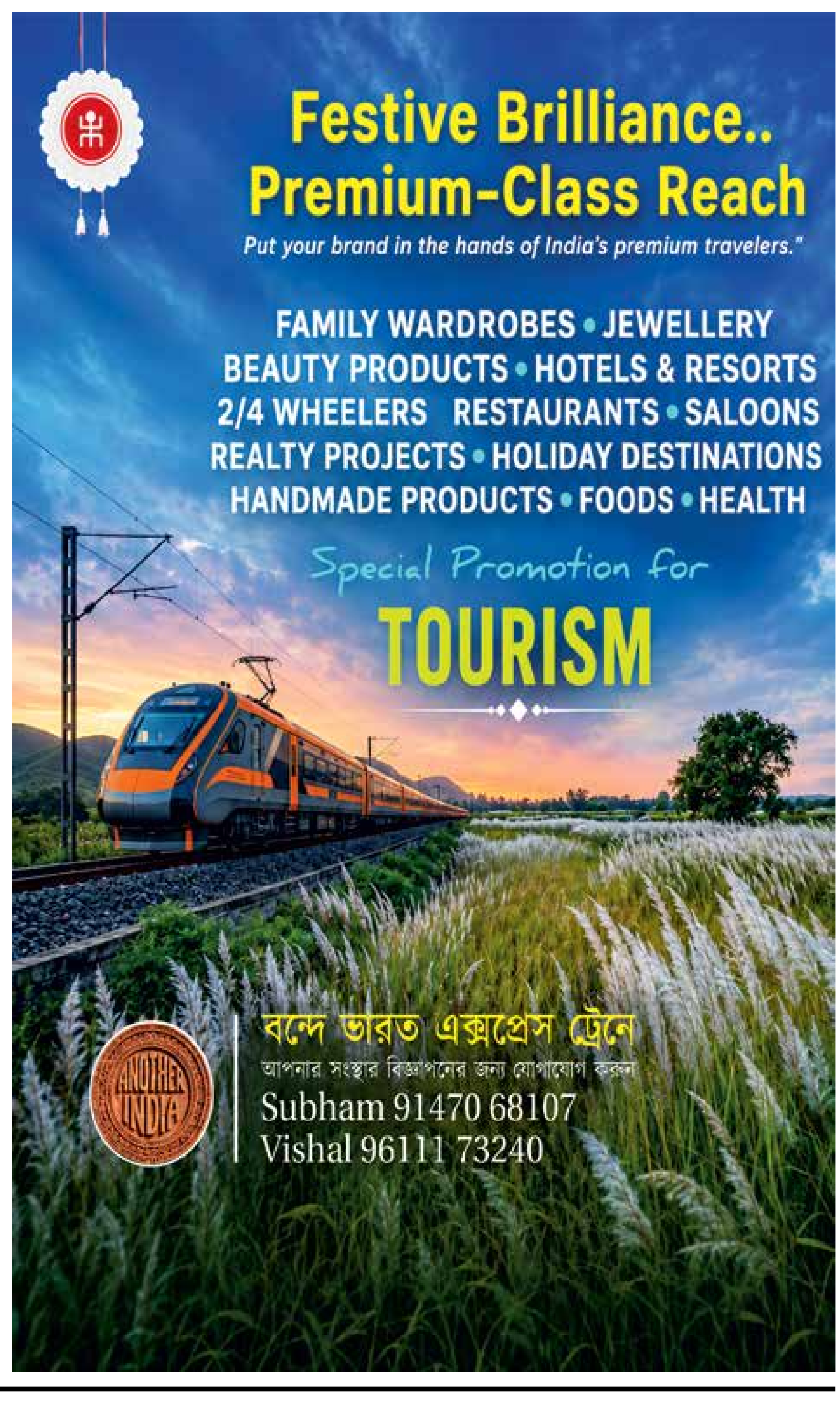

বদলের বার্তা

দীর্ঘদিনের ভয়, প্রতীকী তোষণ আর ভোটব্যাংকের রাজনীতির বাইরে বেরিয়ে বাংলার সংখ্যালঘু সমাজে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে নতুন এক রাজনৈতিক চেতনা। পরিচয়ের আবেগ নয়, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মর্যাদাপূর্ণ নাগরিক অধিকারই হয়ে উঠছে প্রধান দাবি। এই পরিবর্তিত মনস্তত্ত্ব শুধু একটি দলের নির্বাচনি অঙ্ককেই বদলে দিচ্ছে না, পালটে দিচ্ছে রাজ্যের সামগ্রিক রাজনৈতিক সমীকরণও। বাংলার আগামী রাজনীতির গতিপথ বুঝতে তাই এই পরিবর্তনের ভাষা পড়াটা খুব জরুরি।

দুধেল গাইয়ের নীরব বিদ্রোহ, তৃণমূলের আসল সংকট

ঘাসফুল শিবিরের আসল সংকট দলের হেভিওয়েটদের দলত্যাগ নয়, বরং যে সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকের ওপর ভর করে ২০১১ সাল থেকে তৃণমূলের একচ্ছত্র আধিপত্য তৈরি হয়েছিল, সেই 'দুধেল গাই'-এর নীরব মোহভঙ্গ এবং ভোট পরবর্তী অদ্ভুত শূন্যতা।

শুভময় মুখোপাধ্যায়

শাসকদলের অন্দরমহলে কান পাতলেই এখন ভাঙনের শব্দ। ঋতব্রত, সুদীপ, মদন, কাকলি, সায়নী বা শতাব্দী রায়ের মতো পরিচিত মুখেরা যখন একে একে দল ছাড়ছেন, তখন সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে রোজই নতুন চমক তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এই হেভিওয়েট দলবদলগুলো কি সত্যিই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ? একটু তলিয়ে ভাবলে বোঝা যাবে, তৃণমূল কংগ্রেসের মতো অতি-ব্যক্তিকেন্দ্রিক দলে এই নেতাদের দলত্যাগ আদতে কোনও কাঠামোগত ধস নয়। ঘাসফুল শিবিরে একটাই পোস্ট, বাকি সব যে ল্যাম্পপোস্ট, এটা সব রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাই মানেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে শুভেন্দু অধিকারীর মতো দাপুটে নেতা যখন দল ছেড়েছিলেন, তখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাই নিজের ক্যারিশমায় বিপুল জয় ছিনিয়ে এনেছিলেন। কারণ তখন তাঁর তুরুপের তাস অর্থাৎ মূল ভোটব্যাংক অটুট ছিল।

কিন্তু ২০২৬ সালের নির্বাচনের পরবর্তী চিত্রটা সম্পূর্ণ আলাদা। এবার তৃণমূলের আসল বিপর্যয় কোনও এসি ঘরে বসা নেতার বিদ্রোহ নয়, বরং দলের মূল চালিকাশক্তি- সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকের কাঠামোগত ফাটল। ২০২৬-এর নির্বাচনে সাধারণ সংখ্যালঘু ভোটারের যে চূড়ান্ত দলত্যাগ হয়েছে, এমনটা বলা হয়তো পরিসংখ্যানগতভাবে ভুল হবে। কিন্তু এক ফাটল যে ধরেছে, তা আর অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ এবং ভয়ের বিষয় হল ভোট পরবর্তী বর্তমান দৃশ্যপট। আজ যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিকভাবে চরম কোণঠাসা ও একঘরে, তখন কিন্তু কোনও সংখ্যালঘু নেতা প্রকাশ্যে তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসছেন না। যাঁদের এতদিন দিদির আগেপিছে ছায়ার মতো দেখা যেত, এই ঘোর দুর্দিনে তাঁরা সম্পূর্ণ নীরব ও অদৃশ্য। এই নীরবতাই তৃণমূলের জন্য সবচেয়ে বড় অশনিসংকেত।

রাজ্যের প্রায় ২৭ থেকে ৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তৃণমূলের ভোট মেশিনারিকে সচল রেখেছিল। ২০১১ সালে বামফ্রন্টের ওপর থেকে এই সম্প্রদায়ের মোহভঙ্গই মমতাকে মহাকরণে পৌঁছে দিয়েছিল। সংখ্যালঘু মন জয় করতে তিনি কোনও কসুর করেননি। কখনও উৎসব-অনুষ্ঠানে শামিল হয়েছেন, কখনও ঢালাও টিকিট দিয়েছেন। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনার পর নিজের কালীঘাটের বাড়িতে দাঁড়িয়ে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'যে গোরু দুধ দেয়, তার লাথি একটু-আধটু সহ্য করতেও হয়।' বিরোধীদের 'সংখ্যালঘু তোষণ'-এর অভিযোগের জবাবে দেওয়া এই মন্তব্য বুঝিয়ে দিয়েছিল, সংখ্যালঘু ভোটব্যাংককে তিনি নিজের একচেটিয়া সম্পত্তি বা রাজনৈতিক 'দুধেল গাই' হিসেবেই ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই তথাকথিত তোষণের আড়ালে আসল কাঠামোগত উন্নয়ন কতটা হয়েছিল? প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ জহর সরকারের একটি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ এই ফাঁপা বেলুনটিকে ফুটো করে দেয়। তিনি দেখিয়েছেন, ২০১১ সালে এ রাজ্যের পুলিশবাহিনীতে মুসলিমদের হার ছিল ৫ শতাংশ, আর ২০২৬ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৪.৫ শতাংশে! অর্থাৎ, যে সম্প্রদায় উজাড় করে সমর্থন দিল, তাদের ভাগ্যে কাঠামোগত বা সামাজিক উন্নতির শিকে ছিঁড়ল না, জুটল কেবল প্রতীকী রাজনীতি।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে যখন পায়ের তলার মাটি কিছুটা আলগা হতে শুরু করেছে, তখন মুখ্যমন্ত্রী এক অত্যন্ত বিপজ্জনক ভয়ের রাজনীতি আমদানি করলেন। তিনি প্রকাশ্যে বললেন, 'আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন। যদি আমরা না থাকি কোনওদিন, একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে এক সেকেন্ডে একদম বারোটা বাজিয়ে দেবে।' এই একটি মন্তব্য তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম বড় আত্মঘাতী গোল হিসেবে প্রমাণিত হল। একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে নাম না করে 'আক্রমণাত্মক' এবং 'ভয়ংকর' হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি আদতে হিন্দুদের মনে ভীতি সঞ্চার করে ভোট মেরুকরণের চেষ্টা করেছিলেন। বিরোধীরা লুফে নিল এই সুযোগ। অন্যদিকে, সংখ্যালঘু সমাজও স্পষ্ট বুঝতে পারল যে, তাদের আর রাজ্যের সমানাধিকারপ্রাপ্ত নাগরিক হিসেবে দেখা হচ্ছে না, বরং স্রেফ রাজনৈতিক দাবার বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক বিজয় মূলত একটি নিখুঁত পাটিগণিতের ওপর নির্ভরশীল ছিল : 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মতো জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং ৭৫ শতাংশেরও বেশি সংখ্যালঘু ভোটের একচেটিয়া সমর্থন। কিন্তু ২০২৬ সালে সেই একচেটিয়া একাধিপত্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। সংখ্যালঘু ভোট যখন তৃণমূল, কংগ্রেস, বামফ্রন্ট, আইএসএফ এবং এজেইউপি-র মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেল, তখন অ্যান্টি-বিজেপি ভোটের মারাত্মক বিভাজন ঘটল। এর ফলে বিজেপি মাত্র ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ ভোট পেয়েই তৃণমূলের বহু পুরোনো দুর্গ দখল করে নিল।

এর সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা। এই কেন্দ্রে প্রায় ৬৩ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটার। ২০২১ সালে তৃণমূল এখানে ৫৫ শতাংশ ভোট পেয়ে অনায়াসে জিতেছিল। কিন্তু ২০২৬ সালে তৃণমূল পায় মাত্র ২৬ শতাংশ ভোট। এর মূল কারণ হল, বিদ্রোহী নেতা হুমায়ুন কবীরের দল এজেইউপি ২০ শতাংশ এবং কংগ্রেস ১৭.৫ শতাংশ ভোট কেটে নেয়। ফলে বিজেপির ভরতকুমার ঝাওয়ার মাত্র ৩১.৯ শতাংশ ভোট পেয়েই এই আসনটি ছিনিয়ে নেন। মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ- যে দুই জেলাকে তৃণমূলের দুর্ভেদ্য দুর্গ বলা হত, সেখানেও একই ছবি। মুর্শিদাবাদে ২০২১-এর ২০টি আসনের বদলে ২০২৬-এ তৃণমূল পায় মাত্র ৯টি আসন, আর বিজেপি দখল করে ৮টি।

আর ঠিক এখানেই লুকিয়ে আছে রাজ্যের আগামীদিনের রাজনৈতিক সমীকরণ। তৃণমূলের ভোটব্যাংকের এই সংখ্যালঘু ফাটলেই এখন নতুন করে আশার আলো দেখতে শুরু করেছে সিপিএম এবং কংগ্রেস। একসময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কেবল বিজেপিকে ঠেকানোর তাগিদেই তৃণমূলকে বাধ্য হয়ে ভোট দিত। কিন্তু নৌশাদ সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন আইএসএফ বা হুমায়ুন কবীরের দলের উত্থান প্রমাণ করছে, শিক্ষিত ও নতুন প্রজন্মের সংখ্যালঘু তরুণরা আজ আর শুধু 'বিজেপি জুজু'-তে ভয় পেয়ে অন্ধের মতো ভোট দিতে রাজি নন। তাঁরা এখন কাঠামোগত উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের দাবিতে সরব। বাম ও কংগ্রেস নেতৃত্ব বুঝতে পারছে, দীর্ঘ পনেরো বছর পর সংখ্যালঘু মনস্তত্ত্বে যে ফাটল ধরেছে, সেখানে সঠিক বিকল্পের বীজ বুনতে পারলে বাংলায় তাদের পুনরুত্থান সম্ভব।

তৃণমূল এখন এক অদ্ভুত সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে। ২০২৬ সালে তৃণমূলের যে ৮০ জন বিধায়ক জিতেছেন, তাঁদের মধ্যে ৬৫ জন এসেছেন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা থেকে। ফলে তৃণমূলের গায়ে এখন সম্পূর্ণভাবে একটি 'প্রো-মুসলিম' দলের তকমা লেগে গেছে, যা হিন্দুদের বিজেপির দিকে আরও বেশি মেরুকরণ করতে সাহায্য করছে। অথচ, সেই মুসলিম ভোটও তারা আর একচেটিয়াভাবে ধরে রাখতে পারছে না। যখন বুথ স্তরে সাধারণ ভোটাররা দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসে উঠে ব্যালট বক্সে নীরব বিদ্রোহ করেন, তখন কোনও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সেই পতন ঠেকাতে পারে না। সংখ্যালঘু ভোটের এই বিভাজন এবং চরম দুর্দিনে নেতাদের এই অদ্ভুত নীরবতা তৃণমূলের কাঠামোগত পতনের এক স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে, যা শতাব্দী-সায়নী-মদনদের পদত্যাগের চেয়েও হাজার গুণ বেশি বিপজ্জনক।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

নিছক 'বিজেপি জুজু' বা প্রতীকী তোষণের রাজনীতি দিয়ে যে আর বাংলার শিক্ষিত সংখ্যালঘু যুবসমাজকে বোকা বানানো যাবে না, বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ইফতার পার্টি থেকে কর্মসংস্থান : বদলাচ্ছে সংখ্যালঘু মনস্তত্ত্ব

পল্লব বসু

ভারতের রাজনীতিতে একটি প্রবাদ খুব প্রচলিত— ভয় হল রাজনীতিকদের সবচেয়ে বড় মূলধন। আর বাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এই ভয়ের রাজনীতি গত কয়েক দশক ধরে অত্যন্ত সুচারুভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। কখনও বামফ্রন্ট, কখনও বা তৃণমূল কংগ্রেস— শাসকদলের রং বদলালেও, সংখ্যালঘু সমাজকে নিরন্তর একটা অদৃশ্য আতঙ্কের ঘেরাটোপে আটকে রাখা হয়েছিল। তাঁদের বোঝানো হয়েছিল, 'আমাদের ছাতাটা মাথার ওপর থেকে সরে গেলেই তোমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।' কিন্তু ২০২৬-এর রাজনৈতিক ডামাডোল এবং সমাজমাধ্যমের ব্যাপক বিস্তারের যুগে দাঁড়িয়ে বাংলার সংখ্যালঘু সমাজ আজ এক ঐতিহাসিক পালাবদলের চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা আজ রাজনৈতিক নেতাদের ছুড়ে দেওয়া এই 'ভয়ের ন্যারেটিভ' সরাসরি প্রত্যাখ্যান করছেন।

দীর্ঘকাল ধরে বাংলার মুসলিম সমাজকে একটি অখণ্ড 'ভোটব্যাংক' হিসেবে দেখার প্রবণতা ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর। যেন এই বিশাল সম্প্রদায়ের সবার চাহিদা, অভাব বা অভিযোগ একটাই। রাজনীতিকরা মনে করতেন, ভোটের আগে কয়েকটা ইফতার পার্টিতে যোগ দিলে, মাথায় ফেজ টুপি পরলে বা দু-একটা উর্দু শায়েরি আওড়ালেই এঁদের মন জয় করা যায়। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে সংখ্যালঘু সমাজের নতুন প্রজন্মের দাবিগুলো একেবারেই অন্যরকম। হাতে স্মার্টফোন থাকা, উচ্চশিক্ষিত একজন সংখ্যালঘু তরুণের আকাঙ্ক্ষা আর পাঁচজন সাধারণ তরুণের মতোই। তিনি জানতে চাইছেন, তাঁর এলাকায় ভালো স্কুল বা হাসপাতাল কেন নেই? কেন তাঁকে পেটের দায়ে মুর্শিদাবাদ বা মালদা ছেড়ে ভিনরাজ্যে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে হচ্ছে? কেন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাগুলোতে কোনও শিল্প গড়ে উঠল না?

এই প্রশ্নগুলোই বাংলার রাজনীতির পুরোনো সমীকরণকে ভেতর থেকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। সাচার কমিটির রিপোর্ট বহু বছর আগেই দেখিয়েছিল যে, আর্থসামাজিক সূচকে বাংলার মুসলিমদের অবস্থা দলিতদের চেয়েও কিছু কিছু ক্ষেত্রে খারাপ। এত বছর পরও সেই কাঠামোগত বঞ্চনার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। ইমাম ভাতা বা মোয়াজ্জিন ভাতার মতো প্রতীকী অনুদান দিয়ে সমাজের গুটিকয়েক ধর্মীয় নেতার মন হয়তো জয় করা গিয়েছে, কিন্তু বৃহত্তর সমাজের অর্থনৈতিক অন্ধকার তাতে ঘোচেনি। আজকের তরুণ প্রজন্ম বুঝতে পেরেছে যে, এই ধরনের খয়রাতির রাজনীতি আসলে তাঁদের সামাজিক মূলস্রোত থেকে আরও বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। তাঁদের গায়ে চিরস্থায়ীভাবে 'তোষণপ্রাপ্ত' বা 'প্রিভিলেজড' তকমা সেঁটে দেওয়া হচ্ছে, অথচ বাস্তবে তাঁদের পকেটে কোনও চাকরি নেই, হাতে কোনও পুঁজি নেই।

সবচেয়ে বড় বদলটা এসেছে সম্প্রদায়ের ভেতরের নিজস্ব রাজনীতিতে। এতদিন মনে করা হত, সংখ্যালঘু সমাজে কোনও নিজস্ব রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর নেই, তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর লেজুড়বৃত্তি করবে। কিন্তু এখন সেই ধারণা ভাঙছে। সংখ্যালঘুদের মধ্যেও শ্রেণিবিভাগ, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং বঞ্চনার আলাদা আলাদা স্তর রয়েছে। তাঁদের নিজেদের এলাকার রাস্তাঘাট, পানীয় জল এবং দুর্নীতির মতো অত্যন্ত লোকাল বা স্থানীয় ইস্যুগুলো নিয়ে তাঁরা এখন সরব হচ্ছেন। তাঁরা চাইছেন এমন এক রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম, যা তাঁদের শুধু 'ভোট দেওয়ার মেশিন' হিসেবে ব্যবহার করবে না, বরং তাঁদের আর্থসামাজিক অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করবে।

এই কারণেই যখন মূলধারার কোনও দল তাঁদের 'ত্রাতা' বা 'রক্ষাকর্তা' হিসেবে প্রোজেক্ট করে, তখন নতুন প্রজন্মের মধ্যে একধরনের তীব্র বিরক্তি তৈরি হয়। তাঁরা এ দেশের সমানাধিকারপ্রাপ্ত নাগরিক। সংবিধান তাঁদের রক্ষা করবে, দেশের আইন তাঁদের অধিকার সুনিশ্চিত করবে। কোনও ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলের

দাক্ষিণ্যে তাঁদের বেঁচে থাকতে হবে কেন? এই আত্মসম্মানবোধের জাগরণই আজকের সংখ্যালঘু রাজনীতির সবচেয়ে বড় টার্নিং পয়েন্ট।

নেতারা যখন তাঁদের রাজনৈতিক ফায়দার জন্য সংখ্যালঘুদের 'আক্রমণাত্মক' বা 'বিপজ্জনক' হিসেবে তুলে ধরে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে ভয় দেখাতে চান, তখন আসলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় এই সংখ্যালঘু সাধারণ মানুষগুলোরই। এই ধরনের মেরুকরণের ফলে সমাজে তাঁদের প্রতি এক অযৌক্তিক অবিশ্বাস ও ঘৃণার বাতাবরণ তৈরি হয়। অথচ মুর্শিদাবাদ বা উত্তর দিনাজপুরের কোনও প্রত্যন্ত গ্রামের একজন সাধারণ মুসলিম কৃষকের সঙ্গে রাজনীতির এই বিষাক্ত মেরুকরণের কোনও সম্পর্কই নেই। তিনি কেবল তাঁর ফসলের সঠিক দাম চান, সন্তানের জন্য একটা ভালো স্কুল চান।

বাংলার রাজনীতি আজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। যে রাজনৈতিক দল ভাবছে কেবল ভয় দেখিয়ে বা আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে অনন্তকাল এই ভোটব্যাংককে নিজেদের পকেটে পুরে রাখা যাবে, তারা আসলে বোকার স্বর্গে বাস করছে। সংখ্যালঘু সমাজ আজ 'ভোটব্যাংক' থেকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রকৃত 'নাগরিক' হয়ে ওঠার লড়াই লড়ছে। তাঁরা আর কারও দাবার বোড়ে হতে রাজি নন। আগামীদিনের বাংলায় সেই দলই প্রাসঙ্গিক থাকবে, যারা এঁদের ধর্ম পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে আর্থসামাজিক উন্নয়নের সঠিক দিশা দেখাতে পারবে।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।
Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

১৫৯ বোতল কাফ সিরাপ সহ ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশনে বিশেষ অভিযান চালিয়ে আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারের ছক বানচাল করল জিআরপি এবং স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)। শুক্রবার সন্ধ্যায় আপ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের একটি জেনারেল কামরায় তল্লাশি চালিয়ে ১৫৯ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ত্রিপুরার বাসিন্দা মহম্মদ সোসাজ এবং নাহিমুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ঘটনার দিন এনজেপি স্টেশনের ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা আপ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে আচমকা তল্লাশি চালান পুলিশ আধিকারিকরা। অভিযানের সময় সন্দেহভাজন ওই দুই যাত্রীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর তাঁদের সঙ্গে থাকা দুটি ট্রলি ব্যাগ ও দুটি ব্যাকপ্যাকে তল্লাশি চালিয়ে কার্টনে ভরা বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃতরা নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ কলকাতা থেকে ত্রিপুরার উদ্দেশে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

তদন্তকারীদের মতে, বাজেয়াপ্ত হওয়া কাফ সিরাপের আনুমানিক বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যেই মাদক আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে জিআরপি। ধৃত দুজনকে শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পেশ করা হলে দুজনকেই ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই আন্তঃরাজ্য পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কারা যুক্ত রয়েছে এবং চক্রের জাল কতদূর বিস্তৃত, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

নগেনের নামে থানায় নালিশ

জলপাইগুড়ি, ২৫ জুলাই : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়ের বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য শনিবার কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগ করেছেন সারা ভারত অগ্রগামী মহিলা সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও আইনজীবী মিতালি ঘোষ দে।

অভিযোগে বলা হয়েছে, সাংসদের মন্তব্যে নেতাজি ও আজাদ হিন্দ ফৌজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

সচেতনতা

চোপড়া, ২৫ জুলাই : চোপড়া ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে শনিবার কালাগাছ বাসস্ট্যান্ডে টোটোচালকদের নিয়ে একটি ট্রাফিক সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে জাতীয় সড়কে টোটো পার্কিং নিষিদ্ধ, উলটো দিক দিয়ে (রং রুট) গাড়ি চালানো থেকে বিরত থাকা, গাড়ির প্রয়োজনীয় নথিপত্র সঙ্গে রাখা এবং টোটোতে স্পষ্ট নম্বর প্লেট ব্যবহারের বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। পাশাপাশি যাত্রীদের নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে নিয়ম মেনে গাড়ি চালানোর ব্যাপারেও চালকদের সতর্ক করা হয়। চোপড়া থানার ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে খবর, সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে এবং নিরাপদ যান চলাচল নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ওলটাল ট্রাক

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : অসম থেকে শিলিগুড়ি আসার পথে নৌকাঘাট মোড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গেল একটি মালবোঝাই ট্রাক। শনিবার ভোররাতে ট্রাকটি উলটে গেলে ধানবোঝাই বস্তা ট্রাক থেকে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার জেরে সাময়িক যানজটের সৃষ্টি হয়। আহত হন চালক এবং খালাসি। খবর পেয়ে এদিন সকালে এনজেপি থানার পুলিশ পৌঁছে ক্রেনের সাহায্যে ট্রাকটি সরিয়ে নিয়ে যায়।

মেডিকেলে নেতাদের লক্ষ্য করে ডিম

বিএমএসে আদি-নব্য দ্বন্দ্ব

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : ভারতীয় মজদুর সংঘের (বিএমএস) আদি ও নব্য গোষ্ঠীর বিবাদে শনিবার দুপুরে উত্তেজনা ছড়াল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। সংগঠনের বিক্ষুব্ধ পুরোনো কর্মীরা সদ্য সংগঠনে আসা নেত্রী প্রতিমা চক্রবর্তী এবং বিএমএসের দীর্ঘদিনের নেতা কার্তিক ভক্তকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়েন বলেও অভিযোগ। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে, দু'পক্ষ কার্যত ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন। পরে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

গত বৃহস্পতিবার মেডিকেলের করিডরে একটি ঘর নিয়ে 'উত্তরবঙ্গ সেবা ভারতী রোগী সহায়তাকেন্দ্র' খোলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) শ্রমিক সংগঠন বিএমএস। শনিবার দুপুরে সেই কেন্দ্রের সামনেই বিক্ষোভ শুরু করেন মেডিকেলে কর্মরত বিএমএস সদস্যদের একাংশ। সেই সময় কেন্দ্রের ভেতরে ছিলেন বিএমএসের দার্জিলিং জেলা সহ সভাপতি কার্তিক এবং প্রতিমা। বিক্ষোভকারীরা প্রতিমার বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে তাঁকে কার্যত মারতে উদ্যত হন। কার্তিক বাধা দিতে গেলে দুজনকেই লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়। যা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে রীতিমতো ধস্তাধস্তি বেধে যায়। প্রতিমার অভিযোগ, তাঁকে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, পুরোনো কর্মীদের এই ক্ষোভের মূলে রয়েছে কাজের সুযোগ এবং নব্যদের অগ্রাধিকার দেওয়ার অভিযোগ। বিক্ষোভকারীদের নেত্রী গঙ্গা দাস সরকারের দাবি, 'বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার দিন পর্যন্ত তৃণমূল করেছেন প্রতিমা। এখন তিনি বিএমএসে এসে নেত্রী হওয়ার চেষ্টা করছেন। নিজেকে বিএমএসের হর্তাকর্তা দাবি করে তিনি এজেন্সির মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করাচ্ছেন। অথচ পুরোনো কর্মীরা কাজের সুযোগ পাচ্ছেন না।' কার্তিক দীর্ঘদিনের নেতা হয়েও কেন একজন নবাগতাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন, তারই প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ বলে জানান বিক্ষোভকারীরা।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে কার্তিক বলেন, 'প্রতিমা চক্রবর্তীকে এখনও সংগঠনের সদস্য করা হয়নি, উনি এমনিই এসেছিলেন। কিছু ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে আমার ওপরেও ডিম ছোড়া হয়েছে। শীর্ষ নেতৃত্ব বিষয়টি দেখছেন।'

এদিকে, সরকারি হাসপাতালে কীভাবে একটি সংগঠনকে রোগী সহায়তাকেন্দ্র খোলার জায়গা দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশ্বর বলছেন, 'মেডিকেলের ভেতরে কোনও সংগঠনের রোগী সহায়তাকেন্দ্র থাকার কথা নয়। ঘটনার বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।'

প্রতিমা চক্রবর্তীকে লক্ষ্য করে ডিম। শনিবার।

এদিকে, ঘটনার পর বিএমএস এবং বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব পুলিশ ফাঁড়ির সামনে জড়ো হন। তাঁরা দু'পক্ষকে নিয়ে বসে বিবাদ মেটানোর আশ্বাস দিলেও, দলের তরফে প্রকাশ্যে কেউ এই ঘটনা নিয়ে মুখ খুলতে চাননি।

লংভিউ চা বাগানের মালিক গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : লংভিউ চা বাগানের মালিক গোবিন্দ গর্গকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার দার্জিলিং জেলা পুলিশ কলকাতা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে।

লংভিউ চা বাগানের শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ) ছাড়াও বহুদিনের দৈনিক মজুরি বকেয়া রয়েছে। শুধুমাত্র পিএফ খাতেই বকেয়ার পরিমাণ ১০ কোটি টাকার বেশি। দাবি আদায়ে দীর্ঘ ৯৩ দিন ধরে শ্রমিকরা রিলে অনশন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। শ্রমিক আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে রবিবার দার্জিলিং থেকে একটি পদযাত্রা লংভিউ চা বাগানের উদ্দেশে রওনা হবে। সোমবার বাগানে একটি জনসভাও ডাকা হয়েছে। এরইমধ্যে বাগান মালিক গ্রেপ্তার হলেন।

আন্দোলনকারী শ্রমিক সংগঠন হিল প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সম্পাদক সুমেন্দ্র তামাং বলেন, 'আমাদের মূল দাবি ছিল শ্রমিকদের বকেয়া পিএফ, মজুরি সহ অন্য পাওনা মেটানো। সেই দাবি এখনও পূরণ হয়নি। বাগান মালিক গ্রেপ্তার হয়েছেন বলে শুনেছি। তাঁকে পুলিশ আদালতে তুলবে, ক'দিনের মধ্যে জামিনও হয়ে যাবে। কিন্তু শ্রমিকদের বকেয়া নিয়ে কী হবে সেটাই আমাদের চিন্তার কারণ।'

নাগরিক সম্মেলন

বাগডোগরা, ২৫ জুলাই : সিপিএমের মাটিগাড়া এরিয়া কমিটির তরফে শনিবার আঠারোখাইয়ে নাগরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শিবমন্দিরকে রাজ্য সরকারের তরফে পুরসভা ঘোষণার সিদ্ধান্তকে তারা সমর্থন জানায়। সম্মেলনে এরিয়া কমিটির সম্পাদক অসিতকুমার নন্দী বলেন, 'আমরা রাজ্য সরকারের শিবমন্দিরকে পুরসভা ঘোষণা করাকে সমর্থন জানাচ্ছি।'

ওলো সই মনের কথা কই

শনিবার জলপাইগুড়ির মাল উদ্যানে অ্যানি মিত্রর তোলা ছবি।

সেবক রোডে সোনার দোকানে লুট

এক মাস পরেও অধরা মূল পান্ডা

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : শিলিগুড়ির সেবক রোডে সোনার দোকানে লুটের ঘটনায় প্রায় এক মাস কাটতে চললেও মূল অভিযুক্ত এখনও অধরা। বিহার পুলিশের এসটিএফ-এর সাহায্যে অভিযুক্তের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েও কোনও হদিস পায়নি ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

সিসিটিভি নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন

এদিকে, শিলিগুড়ি শহরের সর্বত্র সিসিটিভি ক্যামেরার কড়া নজরদারি থাকা সত্ত্বেও, ঘটনার দিন লোয়ার ভানুনগরের রাস্তায় শেষবার দেখা যাওয়া ওই দুষ্কৃতী কীভাবে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালাল, তা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠেছে।

ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে অপরাধের ছক ও পালানোর পরিকল্পনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ জানতে পেরেছে, 'শাটার কাটোয়া' গ্যাংয়ের সদস্য ওই মূল পান্ডা লুটের আগে একাধিকবার শিলিগুড়ি শহরে রেইকি করেছিলেন।

তদন্তে উঠে এসেছে ঘটনার দিনের 'ব্লু-প্রিন্ট'। জানা গিয়েছে, অপারেশনের আগের দিনই শহরে ঘাঁটি গাড়েন মূল অভিযুক্ত। নির্দিষ্ট দিনে বাকি দুই দুষ্কৃতী বাসে করে শিলিগুড়ি জংশনে পৌঁছান। পলাতক অভিযুক্ত তাঁদের সেখান থেকে 'রিসিভ' করেন।

■ সেবক রোডে সোনার দোকানে লুটের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত এখনও অধরা

■ বিহার পুলিশের এসটিএফ-এর সাহায্যে অভিযুক্তের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েও কোনও হদিস মেলেনি

■ লোয়ার ভানুনগরের রাস্তায় শেষবার দেখা যাওয়া ওই দুষ্কৃতী কীভাবে পালাল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে

এরপর তিনজন টোটোয় চেপে চেকপোস্টে যান। ঘটনাস্থলের আশপাশে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর স্থানীয় একটি হোটেলে তাঁরা দুপুরের খাওয়া সারেন। এরপর একটি গাড়িভাড়া করে জলপাইগুড়ি যান। রাতে ফিরে এসে ফের ঘটনাস্থলে ঘোরাঘুরি করেন তিন দুষ্কৃতী। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হওয়ার পর ফুটপাথে বসেই রাতের খাবার খান। গভীর রাতে রাস্তা ফাঁকা হতেই অপারেশনে নামেন তিন দুষ্কৃতী।

তবে আশ্চর্যের বিষয় হল, অপারেশনের পর পালানোর জন্য দুষ্কৃতীদের নিজস্ব কোনও গাড়ি ছিল না। হেঁটে বা রাস্তায় চলতি কোনও টোটোয় চেপে অজ্ঞাত কোনও গন্তব্যে পালানোর ছক ছিল তাঁদের। ধৃতদের হেপাজতে নিয়েও সেই গন্তব্য কোথায় ছিল, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনও ধারণা পায়নি পুলিশ।

অন্যদিকে, প্রায় এক মাস হতে চললেও মূল অভিযুক্ত বিহারে নিজের বাড়িতে ফেরেননি। ফলে অভিযুক্ত কোথায় সেই বিষয়টি ভাবাচ্ছে তদন্তকারী আধিকারিকদের। পুলিশের অন্দরেও বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট চাঞ্চল্য রয়েছে।

তবে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক শীর্ষকর্তা বলছেন, 'এখনও পর্যন্ত দুজন ধরা পড়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এসেছে। মূল অভিযুক্তের খোঁজেও জোরদার তল্লাশি চলছে। খুব তাড়াতাড়ি তাকে পাকড়াও করা সম্ভব হবে।'

দোকান বন্ধ নিয়ে ডামাডোল

চোপড়া, ২৫ জুলাই : চোপড়া থানার কাঁচাকালী বাজার এলাকায় দলবল নিয়ে জোর করে একই ব্যক্তির একাধিক দোকানে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ বিজেপি নেতা শংকর অধিকারী এবং বরুণ সিংহের বিরুদ্ধে। শনিবার বিজেপির মণ্ডল সভাপতি নিত্য পাল ঘটনাস্থলে পৌঁছে দোকানগুলি খুলে দেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ফের ওই দোকানগুলিতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন ওই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কাঁচাকালী ক্যাম্পের পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

নিত্য বলেন, 'জমি সংক্রান্ত পুরোনো বিবাদের জেরে দলের একাংশ দোকান বন্ধ করেছিল। দলের তরফে কোনও সাংগঠনিক নির্দেশ ছিল না। তাই আমরা দোকান খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করি।' যদিও অভিযুক্ত পদ্ম নেতা বরুণ দাবি করেন, '২০২১ সালে অন্য একজনের জমিতে প্রভাব খাটিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতার পরিবার দোকান তৈরি করেছে। দলের বুথ কমিটির কাছে জানানো হয়েছিল। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে আপাতত দোকানগুলি বন্ধ রাখা হয়েছে।' তবে অভিযোগ প্রসঙ্গে শংকরকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

জখম পর্যটক

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : মংপুতে শনিবার সকালে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন দুজন পর্যটক। তন্ময় বাগদী এবং রিতা নিমাই নামে দুই পর্যটক দুর্গাপুরের বাসিন্দা। এদিন সকালে ওই দুই পর্যটক বাইক নিয়ে ঘুরপথে দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়িতে ফিরছিলেন। মংপুতে তাঁদের বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে গার্ডরেলে ধাক্কা মারে। দুজনই গাড়ি থেকে ছিটকে পড়েন। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে মংপু প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং সেখান থেকে দার্জিলিং জেলা সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

মাছ ধরতে নদীতে জাল। বালুরঘাটে আত্রেয়ী নদীতে শনিবার মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

দুই পদ্ম নেতার মুখোমুখি অফিস

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : রাস্তার একদিকে বিধায়কের বিধানসভা কার্যালয়। আর একদিকে দলের জেলা বিজেপির সভাপতির কার্যালয়। মাঝে জাতীয় সড়ক। রাস্তার দুই পাশে দলের দুই নেতার অফিস ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠছে শিলিগুড়ির বিধাননগরে।

বিধাননগরের সহোদরগঞ্জে ঘোষপুকুর থেকে যাওয়ার দিকে রাস্তার পাশে রয়েছে বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মুর অফিস। ঠিক তার উলটোদিকে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডলের অফিস। তিনি সেখানে সপ্তাহে দু'দিন বসেন বলে জানিয়েছেন তাঁর পরিবারের লোকজন। জেলা সভাপতি হওয়ার আগে ওই অফিস ছিল না বলেই অভিযোগ অরুণের বিরোধী গোষ্ঠীর। তার আগে অরুণ বসতেন বিধাননগরের আনারস বাজারের ভিতরের একটি দলীয় অফিসে। টিনের ভাঙাচোরা ঘরের সেই অফিসে জেলা সভাপতিকে আর সেভাবে দেখা যায় না বলে জানাচ্ছেন দলের একাংশ।

দুর্গার অফিস যাঁরা তদারকি করেন তাঁরা দলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর বলে পরিচিত। তাঁদের নেতার নামও অরুণ মণ্ডল। এদিন দুর্গার অফিসে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর অরুণ বলেন, 'বিধায়কের জন্য একটি নির্দিষ্ট বসার জায়গা এতদিন ছিল না। বিধায়ক বিধাননগরে এলে এখন এই অফিসেই বসেন।' কয়েকদিন আগে দুর্গা সেই অফিসে বসায় কয়েকশো মানুষের ভিড় হয়েছিল বলে দাবি। তাঁরা আলাদা করে জেলা সভাপতির অফিস খোলার প্রয়োজনীয়তা দেখছেন না। কারণ, আনারস বাজারে দলের পুরোনো অফিসটি ছিলই।

সূত্রের খবর, জেলা বিজেপির সভাপতি বিধাননগরের ভোটার। যদিও বর্তমানে তিনি তাঁর শিবমন্দিরের বাড়িতে থাকেন। কিন্তু শিবমন্দির পুরসভা ঘোষণা হয়েছে। ফলে সেখানে ওয়ার্ডে দাঁড়াতে হবে। তাতে তিনি রাজি নন। ফলে জেলা সভাপতি মহকুমা পরিষদ ভোটে লড়তে চাইছেন বিধাননগরের আসন থেকে। কাজেই সেখানে তাঁর সক্রিয়তা বৃদ্ধির প্রয়োজন। এদিকে, দুর্গার সঙ্গে অরুণের বনিবনা নেই অনেকদিন থেকেই। কারণ জেলা বিজেপির সভাপতি পদ থেকে প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনকে সরিয়ে দেওয়ার পর থেকে দুর্গারা ব্যাকফুটে চলে যান। এবার বিধানসভা ভোটের আগেও দুর্গার টিকিট পাওয়া অনিশ্চিত ছিল। তার মূল কারণ ছিল দলের সক্রিয় গোষ্ঠীর কলকাঠি নাড়া। কিন্তু শেষপর্যন্ত দুর্গা টিকিট পেয়ে ৪৫ হাজারের বেশি ভোটে জেতেন। তারপর থেকে দুর্গা তাঁর প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। তার বিরুদ্ধে এলাকায় দেখা না পাওয়ার অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। আর তাতেই দুই বিবদমান নেতার লড়াই প্রকাশ্যে চলে এসেছে।

অরুণ মণ্ডল এবং (ডানপাশে) দুর্গা মুর্মুর অফিস।

দুর্গা বলছেন, 'বিধায়কের অফিস থাকতেই পারে। কোনও একজনের জন্য দলের অফিস নয় এটা।' জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণকে ফোন করা হলে এক ব্যক্তি ফোন ধরে 'দাদা ব্যস্ত রয়েছেন' বলে দাবি করেন।

শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করায় বিজয় মিছিল

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২৫ জুলাই : কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর ছাত্র সংগঠন 'শিলিগুড়ি স্পিকস' রবিবার সকালে শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে র‍্যালি করার কর্মসূচি বাতিল করল। তবে অন্য কর্মসূচি বাতিল করা হয়নি। বাঘা যতীন পার্কের সামনেই ২১ জন মৃত পড়ুয়ার স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি, তাঁদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি এবং ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির কাঠামোগত সংস্কারের দাবিতে গান, বক্তৃতা ও প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। সংগঠনের তরফে অর্জন ঘোষ বলেন, 'আমরা আমাদের দাবি জানাব। পাশাপাশি দেরিতে হলেও কেন্দ্রের যে চোখ খুলেছে, তার জন্য ধন্যবাদও জানাব। আমরা কোনও র‍্যালি করছি না, জমায়েত করে গোটা কর্মসূচি হবে।' ওই কর্মসূচির ওপর নজর থাকবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফাকে ছাত্র আন্দোলনের স্বীকৃতি হিসেবে তুলে ধরে শনিবার সন্ধ্যায় দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে শিলিগুড়িতে বিজয়মিছিল বের হয়। হাসমি চক থেকে শুরু হওয়া মিছিল হিলকার্ট রোড হয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুবীন ভৌমিক বলেন, 'প্রশ্নপত্র ফাঁস দিয়ে রাহুল গান্ধি যে আন্দোলন করছিলেন, তা আজ সার্থক হল।' অন্যদিকে, নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদ এবং আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের হামলার অভিযোগ তুলে শনিবার এসইউসিআই কোর্ট মোড়ে প্রতিবাদ সভা করে। সংগঠনের জেলা সম্পাদক গৌতম ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন।

বাগডোগরায় আয়াপ্পা মন্দিরের সামনে থেকে ছাত্রছাত্রীদের একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। বিহার মোড়ে বিক্ষোভ দেখানোর পর মিছিলটি আপার বাগডোগরা পানিঘাটা মোড়ে শেষ হয়। অনুমতি ছাড়াই মিছিল হলেও পুলিশ বাধা দেয়নি। আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা প্রতীক বর্মন বলেন, 'কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পদত্যাগ করলেই চলবে না। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে আর যেন নিট লিক না হয়।' আম আদমি পার্টির বীরু ঘোষ বলেন, 'নিটের পেপার লিক অনেকদিন থেকেই চলছে। এসবের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদে শামিল হয়েছি।' নিট দুর্নীতির প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে শনিবার ইসলামপুরে মিছিল হয়। সিপিএম ও তাদের ছাত্র সংগঠনের নেতারাও অংশ নেন। আন্দোলনকারীরা নিট দুর্নীতির জন্য দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং আত্মহত্যা করা ছাত্রছাত্রীদের পরিবারের ক্ষতিপূরণের দাবি জানান।

সংকলন : প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস, তমালিকা দে, সাগর বাগচী, খোকন সাহা ও অরুণ ঝা।

বিতর্কের জেরে কড়া নিরাপত্তা আদিনায়

গৌতম দাস

গাজোল, ২৫ জুলাই : কোথায় আর পর্যটকদের আনাগোনা! আদিনা মসজিদে এখন কানভারী বুটের শব্দ। সর্বক্ষণ নজরদারি গোয়েন্দাদের। কাঁটাতারের বেড়ায় মুড়ে মসজিদটিকে যেন দুর্গে পরিণত করা হয়েছে। সেখানে রয়েছেন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের আধিকারিকরা। আদিনা মসজিদই এখন হঠাৎ মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে প্রশাসনের কাছে।

মাথাব্যথার কারণ কী? অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ভেঙে রাম মন্দির তৈরির মতো আদিনা মসজিদ ভেঙে আদিনাথ মন্দির নির্মাণের দাবি উঠছে। দাবিটি নিয়ে জোর প্রচার চালাচ্ছে হিন্দু সুরক্ষা সমিতি। আদিনায় পুরাতন আদিনাথ শিব মন্দিরের অন্যতম উপদেষ্টা কাজল গোস্বামীর দাবি, 'সুলতান এবং মোগল আমলে এই এলাকা ধর্মস্থান ছিল। ছিল প্রচুর মন্দির এবং পাথরের তৈরি দেবদেবীর মূর্তি। সুলতান এবং মোগল আমলে সেই সমস্ত মন্দিরকে হয় ধ্বংস করা হয়েছে, না হয় দখল করা হয়েছে।'

কাজলের যুক্তি, 'তাই আজও গাজোল ব্লকের পুরোনো পুকুর কিংবা জলাশয় খনন করলে পাওয়া যায় কষ্টিপাথরের দেবদেবীর মূর্তি।' ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বৃন্দাবনের সাধু হিরণ্ময় গোস্বামী আদিনা মসজিদের ভিতর প্রথম পুজো করায় বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল।

যদিও আটকোশী আঞ্জুমান আকবরিয়া ইসলামিয়া মালদা শহর মুসলিম কমিটির সম্পাদক মহম্মদ আসিফ হোসেনের বক্তব্য, 'ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দেশ। প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্মপালনের অধিকার রয়েছে। মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠার অধিকার রয়েছে। তবে মসজিদ ভেঙে মন্দির গড়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে প্রশাসনের নজর দেওয়া উচিত।'

মুসলিম সংগঠনের ওই কর্মকর্তার কথায়, 'আদিনা মসজিদ ঐতিহাসিক স্থান। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে। এই সংরক্ষিত এলাকার বাইরে মন্দির হলে আমাদের আপত্তি নেই। তবে আদিনা মসজিদে যাতে হাত না পড়ে।' উভয়পক্ষের মনোভাবে আদিনাকে ঘিরে উত্তাপ ছড়াচ্ছে।

আদিনা মসজিদের বাইরে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা। মালদায়।

শনিবার দেখা গেল, ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে শুরু করে আদিনা শিব মন্দির পর্যন্ত গোটা রাস্তা গেরুয়া পতাকা এবং ফিতে দিয়ে সাজানো হয়েছে। প্রবেশপথে তৈরি হয়েছে সুদৃশ্য তোরণ। মন্দির প্রাঙ্গণে টাঙানো হয়েছে শামিয়ানা। গোটা এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানরা। মোতায়েন রয়েছে পুলিশ।

বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের দাবি, 'আদিনা মসজিদ আসলে এককালে ছিল আদিনাথ শিবের মন্দির। মোগল এবং সুলতানি শাসনের সময় মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। সেই মন্দির হিন্দুদের হাতে তুলে দিতে হবে।' হিন্দু সুরক্ষা সমিতি এবং আদিনার পুরাতন আদিনাথ শিব মন্দির কমিটি সহ বেশ কয়েকটি হিন্দু সংগঠন এই দাবিতে মাঠে নেমেছে।

আদিনা মসজিদের পাশে পুরোনো আদিনাথ শিব মন্দিরে শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সোমবার 'শিবের রুদ্রাভিষেক' উপলক্ষ্যে বিশাল জনসমাগমের ডাক দিয়েছে ওই সংগঠনগুলি। হিন্দু সনাতনীদের হাতে সেই মন্দির তুলে দেওয়ার দাবিতে ওই সমাবেশ। সরকার, আদালত এবং পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের কাছে তারা এই আবেদন করছে।

হিন্দু সুরক্ষা সমিতির মালদা জেলা সভাপতি তাপস সাহা জানান, ২০ জুলাই তারকেশ্বর থেকে শিবলিঙ্গ নিয়ে কয়েক হাজার মানুষ পদযাত্রা করে রওনা হয়েছেন। নেতৃত্ব দিচ্ছেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অভিজিৎচন্দ্র দাস এবং রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অভিরূপ মুখোপাধ্যায়। সোমবার সকালে আদিনায় পৌঁছাবেন তাঁরা। শিবলিঙ্গকে প্রথম ৩০ মিনিট রাখা হবে আদিনাথ মন্দিরের গেটের সামনে। এরপর নিয়ে যাওয়া হবে শিব মন্দির প্রাঙ্গণে। সেখানে হবে রুদ্রাভিষেক এবং যজ্ঞ।

মাদক পাচার রুখতে বৈঠক

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : মাদক পাচারের বিরুদ্ধে আরও শক্ত হাতে ব্যবস্থা নিতে এবং আগামীদিনের রূপরেখা তৈরি করতে শনিবার দার্জিলিংয়ের সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশের উদ্যোগে শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের অফিসে একটি হাইপ্রোফাইল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে শিলিগুড়ি সহ দার্জিলিং জেলার অধিকাংশ মহকুমা শাসক ছিলেন। শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সহ এসএসবি-র বিভিন্ন ব্যাটালিয়নের কমান্ডান্ট সহ বন দপ্তরের কর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া দার্জিলিং কোর্ট ও শিলিগুড়ি কোর্টের এনডিপিএস কেসের পাবলিক প্রসিকিউটররাও উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে মূলত ১১টি বিষয়কে সামনে রেখে আলোচনা করা হয়। মাদক সংক্রান্ত কোনও তথ্য পেলে একে অপরের সঙ্গে কোঅর্ডিনেশনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাদক পাচারের রুটগুলো চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার রুটম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত দার্জিলিং জেলার পুরকর্তাদেরও এব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার ব্যাপারে বলা হয়েছে।

রুটম্যাপকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে গাঁজা, পপির মতো মাদকের ওপরেও নজরদারি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রতিটি মামলাতেই দেখা গিয়েছে, এই ধরনের মাদক জাতীয় সড়কের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এই বিষয়টাকে মাথায় রেখে পণ্য ও যাত্রীবাহী গাড়িগুলোর ওপরেও বিশেষ নজরদারি দেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি কতগুলো পেন্ডিং কেস রয়েছে, সেগুলো যাতে দ্রুত শেষ করা যায়, সেই বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সমস্যার বিষয়গুলো সামনে রেখে পাবলিক প্রসিকিউটররা থানাগুলোতে বিশেষ ট্রেনিং প্রোগাম আয়োজন করবেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। অন্যদিকে, রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারগুলোর পরিস্থিতিই বা কী রয়েছে, সেব্যাপারে সুপারভিশন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মেডিকেলে খুশির পাশাপাশি আশঙ্কাও

আসন সংখ্যা বেড়ে ২৫০

“আজই অনুমোদনের চিঠি কলেজে এসেছে। এবার এমবিবিএসে বেশি সংখ্যক পড়ুয়াকে ভর্তি নিতে পারব।
-ডাঃ অনুপম নাথগুপ্ত *ডিন অফ স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্স, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ*

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ডাক্তারিতে (এমবিবিএস) আসন সংখ্যা বেড়ে ২৫০ হচ্ছে। শনিবারই এই বিষয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা নিয়ন্ত্রক সংস্থা ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন (এনএমসি) বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। ছাড়পত্র পাওয়ায় এই মেডিকেল কলেজে চলতি শিক্ষাবর্ষে অতিরিক্ত ৫০ জন ডাক্তারি পড়ুয়া ভর্তি হতে পারবেন। এনএমসি'র এই ছাড়পত্রে স্বাভাবিকভাবেই মেডিকেলে খুশির হাওয়া। পাশাপাশি চিকিৎসকদের একাংশ মনে করেন, ডাক্তারিতে শুধু ভর্তি নিলেই হবে না, পাঠক্রম সম্পূর্ণ করতে নিয়মিত পঠনপাঠনও হওয়া প্রয়োজন। অধ্যাপক চিকিৎসকদের একটা বড় অংশই ফাঁকিবাজি করেন। তাঁরা মর্জিমাফিক সপ্তাহে এক-দু'দিন কলেজে থাকেন। ফলে পঠনপাঠন সঠিকভাবে হচ্ছে না। প্রত্যেক অধ্যাপক চিকিৎসকের নিয়মিত হাজিরা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

মেডিকেল কলেজের ডিন অফ স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্স ডাঃ অনুপম নাথগুপ্ত বলেছেন, 'নিটের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। আগামী মাসেই সম্ভবত এমবিবিএসে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে।' তাঁর বক্তব্য, '৫০ আসন দিয়ে শুরু করে আজ ২৫০-এ পৌঁছেছে আমাদের কলেজ। আজই এনএমসি'র অনুমোদনের চিঠি কলেজে এসেছে। ভীষণ ভালো খবর। আমরা এবার এমবিবিএসে বেশি সংখ্যক পড়ুয়াকে ভর্তি নিতে পারব।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে বর্তমানে এমবিবিএসে ২০০টি আসন রয়েছে। এই আসন সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বেশ কয়েক বছর ধরে স্বাস্থ্য দপ্তরের

- উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে বর্তমানে এমবিবিএসে ২০০টি আসন রয়েছে
- চলতি শিক্ষাবর্ষে অতিরিক্ত ৫০ জন ডাক্তারি পড়ুয়া ভর্তি হতে পারবেন
- এই আসন সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বেশ কয়েক বছর ধরে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে দাবি জানানো হয়েছে

তরফে দাবি জানানো হয়েছে। অবশেষে এনএমসি এখানে আসন সংখ্যা বাড়ানোর ছাড়পত্র দিল।

এনএমসি'র এই সিদ্ধান্ত কলেজের একাংশ অধ্যাপক চিকিৎসক এবং প্রশাসনিক আধিকারিককে খুশি করলেও উলটো চিত্রও দেখা গিয়েছে। বর্তমানে এই মেডিকেলের ডাক্তারি পড়ুয়াদের অনেকেই এদিন জানিয়েছেন, ৯০ শতাংশ অধ্যাপক চিকিৎসকই ক্লাস করান না। কেউ তিন মাসে হয়তো একদিন এসে একটা ক্লাস করিয়ে চলে যান। হাতেগোনা কয়েকজন অধ্যাপক চিকিৎসক নিয়মিত এখানে থেকে দায়িত্ব নিয়ে পড়ান। পঠনপাঠনের পাশাপাশি প্র্যাকটিকাল ক্লাসও হয় না। এই পরিস্থিতিতে প্রায় সমস্ত ডাক্তারি পড়ুয়াকেই বিভিন্ন অনলাইন অ্যাপে সাবস্ক্রিপশন নিয়ে পড়তে হয়। এটা এই মেডিকেলে কার্যত রেওয়াজ হয়ে গিয়েছে। পঠনপাঠনের পরিবেশ তৈরি করতে না পারলে শুধু আসন সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই বলেও পড়ুয়ারাই দাবি করেছেন।

মেডিকেল ক্যাম্পাসে থেকে নিয়মিত ডাক্তারি পড়ুয়াদের পঠনপাঠন এবং রোগী চিকিৎসায় নিযুক্ত এক অধ্যাপক চিকিৎসকের কথায়, 'স্বাস্থ্য দপ্তরকে এই বিষয়ে কড়া হতে হবে। সঠিক পঠনপাঠন না হলে ভালো চিকিৎসক তৈরি হবে না। সমাজে যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে।' তাঁর বক্তব্য, 'অধ্যাপক চিকিৎসকরা না এলে শুধু ডাক্তারি পড়ুয়াদের ক্ষতি হবে, এমনটাই নয়, এনএমসি'র নজরে এলে অনুমোদন বাতিল হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে।'

ডুমুর ফল খাচ্ছে হরিয়াল। কোচবিহার শহরে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

বকেয়া আদায়ে জরিমানার ভাবনা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : বিগত কয়েক বছর ধরে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ভবন ও স্টল ব্যবহার করলেও ভাড়া মেটাচ্ছেন না অনেকে। ফলে বিপুল ক্ষতির মুখে পড়ছে মহকুমা পরিষদের নিজস্ব তহবিল। তাই এবার বকেয়া কয়েক লক্ষ টাকা আদায়ে কড়া পদক্ষেপের ভাবনা মহকুমা পরিষদের।

সূত্রের খবর, নির্দিষ্ট সময়ে বকেয়া না মেটানো ভবন ও স্টলগুলিতে প্রথমে নোটিশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মহকুমা পরিষদ। তাতেও কাজ না হলে জরিমানা করার ভাবনা নেওয়া হয়েছে বলে খবর। এমনকি, নির্দেশ অমান্য করলে স্টল ছাড়ার নির্দেশও দেওয়া হতে পারে বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন। মহকুমা পরিষদ সূত্রে খবর, বকেয়া আদায়ে ইতিমধ্যেই কর্তৃপক্ষের মধ্যে একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে।

এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসকদলে থাকাকালীন তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দুর্নীতিতে মদত দেওয়ার অভিযোগে সরব হয়েছে বিজেপি। মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁ বলছেন, 'মহকুমা পরিষদকে ভাড়া না মিটিয়ে ঘুরপথে সেই অর্থ তৃণমূল নেতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হত। ফলে অনেকে গত কয়েক বছর ধরে ভাড়া না দিয়ে চুপ করে বসে আছেন। এই প্রথা বন্ধ করতে হবে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আগে নোটিশ করতে হবে, তাতেও না মানলে জরিমানা করার কথা বলেছি।'

মহকুমা পরিষদের কয়েকটি নিজস্ব ভবন রয়েছে। এছাড়া

মহকুমা পরিষদের ভবন ও স্টল ভাড়া

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের পাশে এসজেডিএ-র তৈরি একটি বাজার পরবর্তীতে মহকুমা পরিষদকে হস্তান্তর করা হয়। সেখান থেকেও দীর্ঘদিন ভাড়া মিলছে না বলে অভিযোগ। যদিও ব্যবসায়ীদের একাংশের পালটা দাবি, মহকুমা পরিষদ লিজে দিলেও স্টলগুলি সংস্কারে কোনও পদক্ষেপ করেনি। তাছাড়া একটি নির্দিষ্ট ভবন থেকে গত ৪-৫ বছর ধরে ভাড়া পাচ্ছে না পরিষদ। অথচ যিনি সেটি লিজে নিয়েছেন, তিনি ওই ভবন থেকে নিয়মিত আয় করছেন। নকশালবাড়ির একটি বাজারের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি একই রকম। মহকুমা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বকেয়া আদায়ে উদ্যোগ নিলেও এনিয়ে এখনও জটিলতা অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে, দীর্ঘদিন ধরে ভাড়া না দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিগত দিনে তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের বিরুদ্ধে বিস্তর অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, তৃণমূল ক্ষমতায় থাকার সময় সরকারি কোষাগারে ভাড়া জমা না দিয়ে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে ব্যবসায়ীরা অর্থের বিনিময়ে রফা করে নিতেন। এই ঘুরপথে টাকা আদায়ের কৌশলের জন্যই এতদিন বকেয়া তুলতে জোর দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি।

যদিও, এই যাবতীয় অভিযোগ ও বিতর্কের মধ্যেই এবার বকেয়া আদায়ে সক্রিয় হয়েছে মহকুমা পরিষদ। কোষাগার ভরাতে প্রথমে কড়া নোটিশ এবং পরে জরিমানার পথে হাঁটতে চলেছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ।

বদলি ৬৬ আধিকারিক

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে বিভিন্ন থানায় কর্মরত ৬৬ জন সাব-ইনস্পেকটরকে বদলি করা হল। বিষয়টি নিয়ে শনিবার কমিশনারেটের তরফে একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়। ভক্তিনগর থানার টহলদারি পার্টির ওসি উদয় চক্রবর্তীকে শিলিগুড়ি থানার পিসি ওসি হিসাবে বদলি করা হয়েছে। শিলিগুড়ি থানার পিসি ওসি শিবশংকর দাসকে ভক্তিনগর থানার পিসি ওসি হিসাবে বদলি করা হয়েছে। শিলিগুড়ি কমিশনারেটের স্পেশাল ব্রাঞ্চে থাকা গৌতম মল্লিককে প্রধাননগর থানার পিসি ওসিতে নিয়ে আসা হয়েছে। কমিশনারেটের স্পেশাল ব্রাঞ্চে থাকা সুমিত সরকারকে মাটিগাড়া থানার সেকেন্ড অফিসার পদে বদলি করা হয়েছে। এদিকে, মাটিগাড়া থানার সেকেন্ড অফিসার মৃণাল বাসুনিয়াকে শিলিগুড়ি থানায় বদলি করা হয়েছে।

কুমারীপুজোয় মুখ্যমন্ত্রী

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ জুলাই : পাহাড়ি মায়ের নবনির্মিত মন্দির ভবন ও ভক্তনিবাসের দ্বারোদঘাটনের দিনই কুমারীপুজো আয়োজিত হল। রবিবার সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন। সেইসঙ্গে, নবরাত্রির শেষ দিনের বিশেষ তিথিতে দেবীর পুজো আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট ও ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু।

পুলিশি অভিযান

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : দোকান ও বাড়িতে অবৈধভাবে ওষুধ মজুত করে বিক্রির অভিযোগে ফুলবাড়িতে এনজেপি থানার পুলিশ ও স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) যৌথ অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের নাম দিলীপ সরকার। শনিবার দুপুরে বাইপাস লাগোয়া একটি দোকানে প্রথমে অভিযান চালানো হয়। এরপর ওই ব্যক্তির বাড়িতে পুলিশ হানা দেয়। দোকান ও বাড়ি মিলিয়ে পুলিশ প্রচুর ওষুধ বাজেয়াপ্ত করে। অভিযোগ, নেশার জন্য সেইসব ওষুধ বিক্রি করা হত। ধৃতকে রবিবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

অশোকের মুখে সমালোচনা

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলির সাংবিধানিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ তুলে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের সমালোচনা করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। শনিবার সিপিএমের জেলা কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে অশোক বলেন, '১৯৯২ সালে সংবিধানের ৭৩ এবং ৭৪ নম্বর সংশোধনীর মাধ্যমে ভারতে পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের তৃতীয় স্তর হিসেবে

জন্মমৃত্যুর শংসাপত্র ইস্যুতে ক্ষোভ

সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। ওই সংশোধনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার সেই আইনকে বাস্তবে রূপ দিতে রাজ্য স্তরে নতুন পঞ্চায়েত ও পুর আইন প্রণয়ন করেছিল।' তাঁর দাবি, 'সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ তফশিল সংযুক্ত করে পঞ্চায়েতের হাতে ২৯টি এবং পুরসভার হাতে ১৮টি দপ্তরের দায়িত্ব ও ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছিল।' তিনি বলেন, 'তৃণমূল ক্ষমতায় থাকাকালীন রাজ্যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোকে সরকারের অধীনস্থ দপ্তরে পরিণত করেছিল। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারও দুর্নীতি দূর করার অজুহাতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির সাংবিধানিক অধিকার ও ক্ষমতার ওপর আঘাত হানতে চাইছে।'

সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যসচিবের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পুরসভা ও পঞ্চায়েতের হাতে থাকা জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণের ক্ষমতা জেলা শাসকের নিয়ন্ত্রণে দেওয়া হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে আশোকের দাবি, 'এই নির্দেশিকা সম্পূর্ণভাবে অসাংবিধানিক এবং সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধনীর মূল ভিত্তিকে লঙ্ঘন করা হয়েছে।' তিনি মনে করেন, বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে (এসআইআর) বাদ যাওয়া মানুষজনের নাম ভোটার তালিকা থেকে স্থায়ীভাবে বাতিল করার উদ্দেশ্যেই নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে রাজ্য সরকার এই পদক্ষেপ করেছে।

আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা খর্ব করার অভিযোগ তুলে অশোক এই বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। তবে, অশোকের এই দাবি মানতে নারাজ শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈন। তাঁর বক্তব্য, 'সরকার আইন মেনেই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। অশোকবাবু দীর্ঘদিন মন্ত্রী ছিলেন। উনি যদি মনে করেন এটা বেআইনি তাহলে, আইনের দ্বারস্থ হন।'

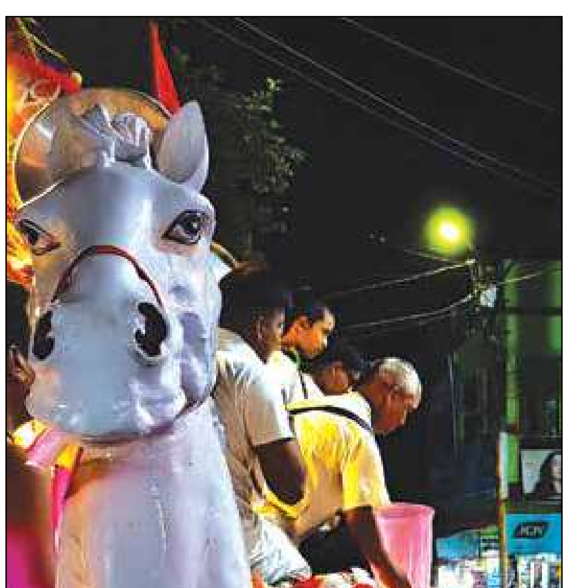

প্রসাদ বিলি।। *জলপাইগুড়ি শহরে ছবিটি তুলেছেন সুহানা মেটিয়া।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

অবহেলায় বনজ সংগ্রহশালা

তমালিকা দে

সুকনা, ২৫ জুলাই : চারদিকে সবুজ, বড় বড় গাছ, আর মাঝেই মূল্যবান বনজ সম্পদের সমাহার নিয়ে সুন্দর এক মিউজিয়াম দাঁড়িয়ে রয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে সামান্য দূরে সুকনা চা বাগান দেখতে দেখতে পৌঁছে যাওয়া যাবে সুকনা স্টেশনে। মনোরম এই স্টেশন থেকে ডানদিকের পথ ধরে কিছুটা এগোলেই নন টিম্বার ফরেস্ট প্রোডাক্ট (এনটিএফপি) সংগ্রহশালা। তবে প্রচারের অভাবে শিলিগুড়িরই অনেকে এই সংগ্রহশালার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত নন। ফলে পর্যটকদের পক্ষে এর হদিস পাওয়া যে দুষ্কর, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সংগ্রহশালার ভেতরে বেতের চেয়ার, টেবিল, টুপি, কুলো থেকে শুরু করে বিভিন্ন কারুকাজ করা অনেক জিনিসপত্র রয়েছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলে পাওয়া যায় এমন বিভিন্ন ঔষধি গাছের বিবরণ উল্লেখ করা রয়েছে। সিডা অ্যাকুটা, কুইনাইন, অপরাজিতা সহ আরও বিভিন্ন গাছের পাতার হার্বেরিয়াম শিট (হার্বেরিয়াম শিট হল বিশেষ প্রক্রিয়ায় বোর্ডে সংরক্ষিত উদ্ভিদের নমুনার একটি সংগ্রহ, যেখানে উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম, গোত্র এবং সংগ্রহের স্থান নির্দিষ্ট লেবেলে লেখা থাকে) রয়েছে। আছে বেলের ছাল, হরীতকী, আমলকী চূর্ণ সহ উত্তরের বনাঞ্চলে

সংগ্রহশালায় হার্বেরিয়াম শিট।

পাওয়া যাওয়া বিভিন্ন বনজ ঔষধি দ্রব্যও। এসবের ব্যবহার ও গুণ লেখা রয়েছে পাশে।

মিউজিয়ামে ঢুকতেই চারপাশে চোখে পড়বে বনজ বিভিন্ন জিনিস সাজানো রয়েছে। ১৯৯৯ সালে সুকনা রেঞ্জ অফিস চত্বরে তৎকালীন বনমন্ত্রী যোগেশচন্দ্র বর্মন এই এনটিএফপি মিউজিয়াম কাম রিপ্রেজেন্টেটিভ সেন্টারের উদ্বোধন করেছিলেন। মহানন্দা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের দার্জিলিং বন্যপ্রাণ বিভাগের নেচার ইন্টারপ্রিটেশন গ্যালারির সামনেই রয়েছে এই এনটিএফপি সংগ্রহশালাটি। সংগ্রহশালার দায়িত্বে থাকা কর্মী বলেন, 'সংগ্রহশালায় শিক্ষামূলক বিভিন্ন বনজ দ্রব্য রয়েছে। মিউজিয়ামটি ঘুরে দেখে অরণ্য সম্পদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ জানতে পারবেন।'

উত্তরবঙ্গের বনে লুকিয়ে থাকা মূল্যবান ভেষজ উদ্ভিদ, প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত আঠা, তেল এবং বিভিন্ন কুটিরশিল্পের কাঁচামাল থেকে তৈরি হওয়া জিনিস সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে এই সংগ্রহশালায়। বনের বাস্তুতন্ত্র ও বনজ দ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে এখান থেকে জানা যায়। পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসুর কথায়, 'এতরকম বনজ দ্রব্য থাকার জন্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও প্রচার হলে এর গুরুত্ব আরও অনেক বাড়বে। এমনকি পর্যটকদের কাছে এটি একটি আকর্ষণের জায়গাও হয়ে উঠবে।'

এনটিএফপি মিউজিয়ামের পাশে থাকা নেচার ইন্টারপ্রিটেশন গ্যালারিরও যাতে পরিকাঠামো উন্নত হয়, সেজন্য দাবি জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা। এ নিয়ে সুকনা বন বিভাগের আধিকারিক দীপক রসাইলি বলছেন, 'এ ব্যাপারে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছি।' প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত সংগ্রহশালাটি খোলা থাকে। উত্তরবঙ্গের বনজ সম্পদ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ব্যক্তিরা এই সংগ্রহশালাটি ঘুরে দেখতে পারবেন।

পানীয় জল থেকে নিকাশি ব্যবস্থা, নানা সমস্যায় জর্জরিত ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। আজও বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পরিষেবা চালু না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয়দের মধ্যে। তার ওপর মশার উপদ্রবে নাজেহাল অবস্থা তেলিপাড়ার বাসিন্দাদের।

রিজার্ভারের গেরোয় অমিল জল

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : বাড়ি বাড়ি পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া নিয়ে এখনও জট কাটল না ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। চলতি বছরের মে মাসে প্রধান মিতালি মালাকার বলেছিলেন, '২ মাসের মধ্যেই বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে যাবে।' তবে তা এখনও বাস্তবের মুখ দেখল না।

দীর্ঘদিন ধরে ঢাকেশ্বরী কালী মন্দির এবং মহিম কলোনি এলাকায় পানীয় জলের দুটি বড় রিজার্ভার তৈরির কাজ শেষ হয়ে পড়ে রয়েছে। তবে রিজার্ভার চালুর জন্য প্রয়োজনীয় পাম্প অপারেটর পদে নিয়োগ এখনও হয়নি। অভিযোগ, স্রেফ প্রশাসনিক গাফিলতি নয়, বরং পাম্প অপারেটরের দায়িত্ব কাকে দেওয়া হবে তা নিয়ে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের অভ্যন্তরীণ কোন্দলেই থমকে আছে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া।

দলের অন্দরে টানাটানি ও মতবিরোধের জেরে এখনও পর্যন্ত ঢাকেশ্বরী কালী মন্দিরের পাম্প অপারেটরের দায়িত্ব কেউ পাননি বলে অভিযোগ। কোনও অজানা কারণে মহিম কলোনির রিজার্ভারও চালু হয়নি। অথচ এই দুটি রিজার্ভার চালু হয়ে গেলে এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের জন্য পানীয় জল পরিষেবা চালু করা যেতে পারত।

ঢাকেশ্বরী কালী মন্দির সংলগ্ন

এলাকার বাসিন্দা রতন রায় বলছেন, 'রিজার্ভার তৈরি হয়েছে। অথচ আমরা জল পাচ্ছি না। সবকিছু রাজনীতিতেই আটকে থাকছে, সাধারণ মানুষের ভোগান্তির বিষয়টা কেউ দেখছে না।'

এদিকে পরিকাঠামোগত নানা সমস্যায় ধুঁকছে এলাকার অন্য জলপ্রকল্পগুলোও। ছোট ফাঁপড়ি এলাকায় একটি বড় রিজার্ভারের কাজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। সূত্রের খবর, পিএইচই টাকার অভাবে কাজ করতে পারছে না। ওই একই এলাকায় আরেকটি ছোট রিজার্ভারের নির্মাণকাজ শুরু হলেও তা মাঝপথে বন্ধ হয়ে রয়েছে। ছোট ফাঁপড়ির বাসিন্দা সুনীতি বিশ্বাস আক্ষেপের সুরে বলছেন, 'গ্রীষ্ম হোক বা বর্ষা, পানীয় জলের জন্য প্রতিদিন আমাদের যে কী কষ্ট করতে হয় তা কেবল আমরাই জানি।'

একইভাবে মধ্য শান্তিনগর এলাকায় রিজার্ভার গড়ার জন্য জমি দান করার কথা এক ব্যক্তির। তবে সেই প্রক্রিয়া এখনও শুরুই হয়নি। জলের পাইপলাইন বসাতে মাঝাবাড়ির বিভিন্ন এলাকায় রাস্তায় মাটি খোঁড়াখুঁড়ির কাজও শুরু হয়েছিল। তবে সেই কাজও থমকে আছে। মধ্য শান্তিনগরের বাসিন্দা তপন রায় বলছেন, 'এমনিও আমরা জল কিনে খাই। আদৌ কোনও কাজ হবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।'

ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার বলছেন, 'পিএইচই-র টাকা এতদিন আটকে ছিল। তাই কাজগুলো অনেকদিন থেকেই বন্ধ।' তবে এখনও কেন কাজ শুরু হয়নি, তার কোনও সদুত্তর নেই প্রধানের কাছে। দুই মাস আগে তাহলে কোন ভিত্তিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাও পরিষ্কার নয়। প্রধান জানান, সোমবার আমরা আলোচনায় বসব। যে রিজার্ভারগুলো তৈরি হয়ে রয়েছে, সেগুলোতে পাম্প অপারেটর নিয়োগ করে শীঘ্র চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাবগ্রামের নর্দমায় মশার আঁতুড়

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : 'উফ কী মশা! একদণ্ড দাঁড়িয়ে থাকাও যায় না। এবার বোধহয় মশা তাড়ানোর ক্রিম মেখে রাস্তায় বেরোতে হবে!' নিজের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একরকম গজগজ করতে করতে বলছিলেন তেলিপাড়ার দীপা রায়।

ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তেলিপাড়ায় সন্ধ্যা নামলেই কার্যত পথঘাটের দখল নিয়ে নেয় মশার দল। একই পরিস্থিতি ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজফাঁপড়ি এলাকারও। মশার উৎপাতে ঘরের বাইরে দাঁড়ানোই দায়। ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু জায়গা এবং প্রায় গোটা ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতজুড়ে মশার উৎপাতে অতিষ্ঠ সকলে। কবে কেউ এসে মশা নিধনের তেল ছিটিয়ে যাবেন, সেই আশাতেই রয়েছেন এলাকাবাসী। এমন পরিস্থিতি তৈরি হল কীভাবে? তার উত্তর খুঁজতে বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার দিকেই আঙুল তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

দীর্ঘদিন ধরেই ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল হয়ে পড়ে আছে। দিনের পর দিন নর্দমায় আবর্জনা জমে থাকে, সেই আবর্জনার মাঝে ছোট ছোট প্যাকেটে জল জমে রয়েছে।

আবর্জনায় ভরে গিয়েছে নর্দমা। ডাবগ্রামে।

আর সেখানে মশার লার্ভা গিজগিজ করছে।

পূর্ব চয়নপাড়া এলাকায় নর্দমা কার্যত মশার আঁতুড় হয়ে উঠেছে। সুতপা হালদার নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা বলছেন, 'এলাকায় কখনও মশার তেল, ব্লিচিং ছেটানো হয় না। মশার উৎপাতে সন্ধ্যা নামলে আর রাস্তায় দাঁড়ানো যায় না। বাড়ির ভেতরে থাকলেও দরজা-জানলা বন্ধ রেখে সারারাত কাটাতে হয়। তাতেও নিস্তার নেই। মশা নিধনের তেল, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে রাখতে হয়। এখন বর্ষাকালে দিনেরবেলাতেও মশার উৎপাত বেড়েছে।'

মাঝাবাড়ির বাসিন্দারাও একই সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁরা জানাচ্ছেন, সন্ধ্যায় কারও সাধ্য নেই বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে। ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজফাঁপড়ি এলাকার আকাশ লামা বলছিলেন, 'মশা তাড়ানোর জন্য কোনও উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না। কেউ মশা নিধনের তেল বা ব্লিচিং ছেটাতেও আসেন না। ভীষণ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।'

এই বিষয়ে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকার বলছেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিআরপি (ভিলেজ রিসোর্সপার্সন)-রা অন্নপূর্ণা যোজনার কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। তাই কয়েকদিন তেল ও ব্লিচিং পাউডার ছেটানোর কাজ বন্ধ ছিল। শীঘ্রই আবার এই কাজ শুরু করা হবে।' এই সমস্যা মিটবে কি না, তা নিয়ে ঘোর চিন্তায় রয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা।

তবে ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আরতি রায় বলছেন, 'আমাদের ভিআরপি সদস্যরা নিয়মিত কাজ করছেন। তাই সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

‘সবে প্রথম উইকেট, লড়াই চলবে’

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : ‘আরশোলাদের উৎপাত’ আর কুর্সিতে টিকতে দিল না কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে। যন্তরমন্তর সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে লাগাতার জেনজি আন্দোলনের জেরে শেষপর্যন্ত ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন তিনি। শনিবার এই খবর চাউর হতেই দিল্লির যন্তরমন্তরে আছড়ে পড়ে বিজয়োল্লাসের ঢেউ। সোনম ওয়াংচুকের ২৬ দিনের অনশন এবং যন্তরমন্তর থেকে তাঁকে পাঁজাকোলা করে দিল্লি পুলিশের তুলে নিয়ে যাওয়ার পরই সিজেপির আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ে। যা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে গত সোমবার সংসদ চলো অভিযানে পুলিশি বলপ্রয়োগের পর। লাদাখের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের ২৬ দিনের অনশনের প্রশংসা করে দীপকে

বিজয়বার্তায় ওয়াংচুকের প্রশংসায় দীপক

বলেন, ‘সোনম ওয়াংচুকের এই নিখাদ এবং সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ এই আন্দোলনের নৈতিক শক্তি হিসেবে ইতিহাস চিরদিন মনে রাখবে।’

এদিন ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের কয়েক মিনিট পরেই যন্তরমন্তর থেকে আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন অভিজিৎ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিঁধে তিনি বলেন, ‘নরেন্দ্র মোদিজি গণতন্ত্রের উদয় হয়েছে মামু। এটা শুরু। সবে প্রথম উইকেট পড়ল। লড়াই এখনও চলবে।’ এদিন ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা এবং জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে বসেন সিজেপির দুই প্রতিনিধি সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাঙ্কা। সেখানে তাঁদের বাকি দাবিদাওয়া মেনে নেওয়া হবে বলে সরকার প্রতিশ্রুতি দেয়। তারপরই সিজেপির তরফে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সেই ঘোষণা সত্ত্বেও আগামীদিনে সিজেপি কোন পথে চলবে, কী তাদের কর্মসূচি সেসব এখনও কিছু জানা যায়নি।

দীপকে বলেন, আগে বলা হত, এই সরকারে কখনও কেউ ইস্তফা দেন না। কিন্তু আজ আমরা দেখিয়ে দিলাম, দুনিয়া মাথা ঝোঁকায়। শুধু মাথা ঝোঁকানোর মতো মানুষ চাই।’ হাজার হাজার সমর্থকের সামনে ‘মুন্নাভাই এমবিবিএস’-এর সংলাপ উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, ‘সুবাহ হো গয়ি মামু। এটাই গণতন্ত্র। ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেছেন। মনে রাখবেন, আরশোলাদের সঙ্গে অহেতুক সমস্যা তৈরি করবেন না। আজ গণতন্ত্রের জয় হয়েছে। সংবিধানের জয় হয়েছে।’ তাঁর কথায়, ‘এই ইস্তফাই প্রমাণ করে যে সাধারণ মানুষ যদি ভয় না পেয়ে সরকারের সামনে মাথা নত না করে, তবে যে কাউকেই পদত্যাগ করানো সম্ভব।’

এদিন শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের পর মঞ্চ থেকে ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকেও তীব্র খোঁচা দেন অভিজিৎ দীপকে। তিনি বলেন, ‘আমাদের আরশোলা বলার জন্য প্রধান বিচারপতিকে অজস্র ধন্যবাদ। তিনি যদি ওই মন্তব্য না করতেন, তবে আমি হয়তো বিদেশ থেকে ভারতে ফিরতাম না আর এই আন্দোলনও দানা বাঁধত না।’ সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলার শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেছিলেন, ‘কিছু তরুণ আরশোলার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে যাদের কোনও কাজ নেই।’ এই মন্তব্য ঘিরেই দেশজুড়ে ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে এবং পড়ুয়ারা ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ বা সিজেপি গঠন করে রাজপথে নামেন। যদিও পরে প্রধান বিচারপতি সাফাই দিয়েছিলেন, তাঁর মন্তব্যটি কেবল ভুয়ো আইন ডিগ্রিধারীদের উদ্দেশ্যে ছিল, সাধারণ বেকার তরুণদের জন্য নয়। তবে শীর্ষ আদালতের সেই সাফাই ভারতের প্রথম জেনজি আন্দোলনকে থামাতে পারেনি, যার চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে শনিবার ইস্তফা দিতে হল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে।

অবশেষে স্বস্তি অভিজিতের বাবা-মায়ের

ছত্রপতি শম্ভাজিনগর (মহারাষ্ট্র), ২৫ জুলাই : দীর্ঘ লড়াইয়ের অবসান। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফায় ছেলের লড়াকু জয় দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন অনীতা দীপকে। উৎকণ্ঠা আর আশঙ্কার কালবেলা পেরিয়ে তিনি আজ রণজয়ী সন্তানের গর্বিত জননী।

শনিবার দুপুরে এক্স হ্যান্ডেলে নিজের ইস্তফার কথা ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। নিট-দুর্নীতি কাণ্ডে দেশজুড়ে উত্তাল ছাত্র আন্দোলনের প্রবল চাপে শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করে কেন্দ্র। দিল্লির যন্তরমন্তরে যখন বিজয়ী ছাত্রদের উল্লাস তুঙ্গে, মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শম্ভাজিনগরে তখন দুশ্চিন্তা কাটিয়ে খুশির আবহাওয়া অভিজিৎ দীপকের বাড়িতে। ছেলের অবিশ্বাস্য সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মা অনীতা বলেন, ‘আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। ও খুব কম বয়সেই অসাধ্যসাধন করেছে। ও এবার ঘরে ফিরুক।’ তবে গত পাঁচ সপ্তাহের লড়াইটা শুধু রাজপথের ব্যারিকেডে সীমাবদ্ধ ছিল না, ছিল অভিজিতের ঘরেও। গত ৭ জুন থেকে কার্যত অন্ন-জল ত্যাগ করে বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন দীপকের বাবা-মা। আন্দোলনের সময় পুলিশের হাতে ছেলের মার খাওয়া বা চড় খাওয়ার খবরে আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াত তাঁদের। যন্ত্রণার সেই স্মৃতি হাতড়ে অনীতা দেবী জানালেন, ‘ভয়ে রাতে ঘুম হত না। কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে ভোর হয়ে যেত। মুখে যে কিছু দেব, সেটাও ইচ্ছা করত না। ওর কিছু হয়ে গেলে কী করব, কেবল সেটাই ভাবতাম।’

ইনস্টাগ্রামের ব্যঙ্গাত্মক গোষ্ঠী থেকে রাজপথের অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হওয়া ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (সিজেপি) আজ সফল। শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের পর অভিজিৎ সহযোদ্ধাদের উদ্দেশে তৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, ‘সবাই বলত এই সরকারের কেউ ইস্তফা দেয় না, কিন্তু আমরা করে দেখিয়েছি।’ দিন শেষে ছেলের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় থাকা মা আজ সাফল্যের অনন্য অংশীদার!

‘হুকুম নয়, ভালোবেসে বোঝান’

ধর্মেন্দ্রর ইস্তফার আড়ালে চর্চায় ভাগবত-ভাষ্য

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : আরএসএস-ই যে মোদি সরকারের প্রাণভোমরা সেটা ফের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফাপর্ব।

দেশজুড়ে নিটকাণ্ডের প্রতিবাদে সিজেপি তথা ছাত্রসমাজের তীব্র আন্দোলনের মুখেও শুক্রবার কেন্দ্রের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ধর্মেন্দ্র প্রধানকে কিছুতেই সরানো হবে না। সরকারের একটি সূত্রের বক্তব্য ছিল, ‘এই মুহূর্তে তাঁর পদত্যাগ করাটা হবে সবচেয়ে সহজ পথ এবং তা হবে দায়িত্ব এড়িয়ে পালিয়ে যাওয়ার শামিল।’ কিন্তু ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ের ব্যবধানে সেই সরকার এবং শিক্ষামন্ত্রী যেভাবে ঢোঁক গিলতে বাধ্য হয়েছে তার নেপথ্যে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের একটি বার্তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। শুক্রবার আম্বেদকার ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে ‘বিশ্ব মাঙ্গল্য সভা’য় তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, ‘নতুন প্রজন্ম প্রশ্ন তোলে। আমাদের তাদের কাছে যুক্তি ব্যাখ্যা করতে হবে। তাদের প্রচুর স্নেহ দিতে হবে। তাদের সঙ্গে সময় কাটাতে হবে এবং যোগাযোগ বাড়াতে হবে। তরুণদের আস্থা অর্জন করতে হলে হুকুম নয়, ভালোবেসে বোঝাতে হবে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। আদেশ নয়, বরং সহমত গড়ে তুলতে হবে।’ সরসংঘচালক রীতিমতো জোর দিয়ে বলেছেন, ‘আজকের নতুন প্রজন্ম বিভ্রান্ত বা লক্ষ্যহীন নয়। তাদের বুঝতে হলে একতরফা নির্দেশ দিলে হবে না, বরং অর্থপূর্ণ আলোচনার প্রয়োজন।’

দুই প্রজন্মের মধ্যে বাড়তে থাকা দূরত্বের কথা উল্লেখ করে তাঁর সাফ কথা, ‘আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন সেটি ছিল আনুগত্যের যুগ। আজকের পরিস্থিতি আর তেমন নেই। এখনকার তরুণ প্রজন্ম প্রশ্ন করতে বেশি পছন্দ করে। তাই তাদের সঙ্গে বাবা-মা এবং পরিবারের গুরুজনদের আলোচনা ও যোগাযোগ রাখা অত্যন্ত জরুরি।’ পরিবারের মধ্যে কথোপকথনের জায়গা কমে যাওয়া নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন মোহন ভাগবত।

আরএসএস প্রধান যন্তরমন্তরে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলতে থাকা জেনজি আন্দোলনের সরাসরি উল্লেখ করেননি ঠিকই, তবে সেই আন্দোলন দমনে পুলিশি বলপ্রয়োগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করেই যে তিনি ওই মন্তব্য করেছেন সেটা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। ঘটনা হল, সিজেপির আন্দোলনের নেপথ্যে দেশি-বিদেশি শক্তির মদত রয়েছে বলে মন্তব্য করেছিলেন সংঘের নেতা ইন্দ্রেশ কুমার। তবে বিশ্লেষকদের ধারণা, বলপ্রয়োগ না করে কেন্দ্রীয় সরকারকে মোহন ভাগবত সরাসরি আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের সঙ্গে আরও বেশি করে কথা বলার রাস্তায় আনার বার্তা দিয়েছেন। বস্তুত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেভাবে মাঝরাতে দেশের জেনজি-র সঙ্গে যোগাযোগা বাড়াতে সেলফি মোডে মাই ফ্রেন্ডস বলে ভিডিও বার্তা দিয়েছেন তাতেও ভাগবত মন্ত্রের ইন্ধন পাওয়া যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদেরও সমাজমাধ্যমে বিশেষ করে ইনস্টাগ্রামে সরকারের উন্নয়নের প্রচারের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন মোদি। ভাগবতের সাফ কথা, ‘আমরা এতদিন যে অবস্থান মেনে চলতাম সেটাকে বদলানো প্রয়োজন। আমাদের কাজের ধরণেও পরিবর্তন আনা জরুরি।’ ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার মাধ্যমে এবার কেন্দ্রীয় সরকারের অন্দরেও সেই বদলের ধারা চালু করে দিলেন সরসংঘচালক।

রাহুলের নিশানায় অমিত শা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : ছাত্রছাত্রীদের দাবি মেনে শেষমেশ নিটকাণ্ডে ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁর পদত্যাগের পর ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) এবং বিরোধী শিবির বিজয়োল্লাসে ফেটে পড়লেও কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির বার্তায় স্পষ্ট, মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াই জারি থাকবে। আর সেই লক্ষ্যে বিরোধীদের পরবর্তী নিশানা যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সংসদে তাঁরা

ছাত্রদের পাশে বিরোধীরা

> ছাত্রদের বিরুদ্ধে যে হিংসা হয়েছে, তার জন্য আমরা সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে দায়ী করছি। ছররা বন্দুক ব্যবহারের অনুমতি তিনিই দিয়েছিলেন। এটি সংসদে বড় ইস্যু হবে।
>
> রাহুল গান্ধি

যে বিষয়টি নিয়ে সরব হবেন সেই ইঙ্গিতও দিয়েছেন রাহুল। পড়ুয়াদের ওপর দিল্লি পুলিশের অভিযানের প্রসঙ্গ তুলে লোকসভার বিরোধী দলনেতা শনিবার সন্ধ্যায় বলেন, ‘ছাত্রদের বিরুদ্ধে যে হিংসা হয়েছে, তার জন্য আমরা সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে দায়ী করছি। ছররা বন্দুক ব্যবহারের অনুমতি তিনিই দিয়েছিলেন। এটি সংসদে বড় ইস্যু হবে। ছাত্ররা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছ থেকেও প্রকাশ্যে ক্ষমা দাবি করছে।’ আরএসএসকে বিঁধে রাহুল অভিযোগ করেন, ‘আরএসএস ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে দখল করে ফেলেছে। যদি মোদিজি দোষী হন, তাহলে আরএসএসও সমানভাবে দায়ী। উইপোকার মতো তারা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতর থেকে ক্ষতি করেছে।’

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা দেওয়ার ঘটনায় পড়ুয়া এবং জেনজিকে অভিনন্দন জানান রাহুল। তিনি বলেন, ‘ধর্মেন্দ্র প্রধানকে যেতেই হত। তিনি গিয়েছেন, সেটা ভালো হয়েছে। কিন্তু এখন শুধু একজন মন্ত্রী বদলালেই হবে না, শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে।’ এদিন এক্সে একটি ভিডিওয় তিনি সাফ বলেছেন, ‘যে পড়ুয়ারা গণতন্ত্র, সংবিধান এবং নিজেদের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করতে অনড় ছিলেন ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ সেই পড়ুয়াদের গুরুত্বপূর্ণ বিজয়। এই সরকারকে সরানোর সময় এসে গিয়েছে।’ ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা দেওয়ার ঘোষণার আগে কয়েকজন পড়ুয়াকে পাশে নিয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন রাহুল। সেখানে প্রধানমন্ত্রীকে বিঁধে তিনি সাফ বলেন, ‘নরেন্দ্র মোদি ভারতের অতীত। ছাত্র-তরুণরা ভবিষ্যৎ। অতীত কখনও ভবিষ্যতের সঙ্গে লড়াই করে জিততে পারে না।’ রাত জেগে ভিডিও করা নিয়েও মোদিকে কটাক্ষ করেন রাহুল।

ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফাকে জেনজি-দের জয় বলে জানান কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং দলের সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাও। তিনি বলেন, ‘মানুষের ইচ্ছার সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছেন। এই জয় দেশের তরুণ প্রজন্মের। পরীক্ষায় অনিয়ম নিয়ে কংগ্রেস এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি লাগাতার সরব হয়েছেন। আমি সত্যিই খুব খুশি।’ অপরদিকে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এক ভিডিও বার্তায় বলেন, ‘তরুণ এবং জেনজিকে অনেক বড় অভিনন্দন। আপনাদের চেষ্টায় ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। বিরাট আন্দোলনের পর মানুষের জোরালো আওয়াজের সামনে সরকারের ঔদ্ধত্য ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। এটা গণতন্ত্রের বিরাট জয়।’ জেনজি আন্দোলনের জয় বলে জানিয়েছেন শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা আদিত্য ঠাকরেও।

গণতন্ত্রের বড় জয়, উচ্ছ্বসিত ওয়াংচুক

মোদি ও বিজেপিকে তির্যক বার্তা সোনম-পত্নীর

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : জেনজি-র লাগাতার আন্দোলনের মুখে অবশেষে শনিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। তাঁর এই পদত্যাগকে ‘গণতন্ত্রের বিরাট জয়’ এবং ‘শান্তিপূর্ণ গণ-আন্দোলনের এক অভূতপূর্ব সাফল্য’ বলে আখ্যা দিলেন শিক্ষাবিদ তথা জলবায়ু আন্দোলনকর্মী সোনম ওয়াংচুক। এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেছেন, ‘আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই সিজেপিকে। এটা গণতন্ত্রের বড় জয়। জেনজি, তরুণদের শুভেচ্ছা। মনে রাখবেন বিজয় থেকে বিনম্রতা আসে। যা করবেন শান্তিপূর্ণভাবে করবেন।’ তবে শুধুমাত্র ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফায় যে কাজ হবে না সেই বার্তাও দিয়েছেন সোনম। কেন্দ্রকে তাঁর পরামর্শ, ‘সংস্কারের কাজ শুরু করুন। ভয় নয়, ভালোবাসা দিয়ে দেশ চালান।’ ওয়াংচুকের কথায়, ‘এটি আসলে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের জয়, যা সরাসরি রাজপথ থেকে উঠে এসেছে। শান্তি, ধৈর্য ও দীর্ঘ লড়াইয়ের জয়। মনের ভেতর থেকে সমস্ত ভয় ঝেড়ে ফেলে দেশের প্রতিটি কোণ থেকে যেভাবে সাধারণ মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন, তা প্রশংসনীয়। এবার দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার পর শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের দিকে নজর দিতে হবে।’

তবে সোনম ওয়াংচুক যে কথাগুলি বলেননি, তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমো-ও বিজয়োল্লাসে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপিকে নিশানা করে সেই কথাগুলিই বলেছেন। তাঁর তির্যক মন্তব্য, ‘দিল্লির রাজপথে আন্দোলনকারী ছাত্ররাই আসলে বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে প্রকৃত বিশ্বগুরু হওয়ার অর্থ কী।’ সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ‘যন্তরমন্তরে মাসাধিককাল ধরে চলা এই ছাত্র আন্দোলন হিংসা ছাড়াই শক্তি প্রদর্শন করেছে, ঘৃণা ছাড়াই দেখিয়েছে সাহসিকতা এবং কোনও অন্ধ আনুগত্য ছাড়াই

প্রকাশ করেছে আসল দেশপ্রেম। ভারতকে বিশ্বগুরু হিসেবে যদি কেউ তুলে ধরে থাকে, তবে তা আমাদের দেশের জেন জি। তারা সনাতন ধর্মের প্রচার করেনি, বরং তা নিজেদের জীবনে পালন করে দেখিয়েছে।’

ভারতকে বিশ্বগুরু হিসেবে বারবার প্রচার করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গীতাঞ্জলির বার্তায় আসলে প্রধানমন্ত্রীকেই নিশানা করা হয়েছে বলে ধারণা বিশেষজ্ঞদের। নেপাল, বাংলাদেশের ছাত্র বিক্ষোভের প্রসঙ্গ টেনে গীতাঞ্জলি বলেন, ‘দেশের ক্ষতি না করেও যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সম্ভব, তা ভারতের ছাত্ররা প্রমাণ করেছে। বিশ্বের বাকি অংশগুলোর মতো নিজের দেশ না পুড়িয়েও যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়ানো যায়, এরা সেটাই দেখিয়েছে।’ বিজেপিকে বিঁধে গীতাঞ্জলি লেখেন, ‘নিজেদের হিন্দুত্ববাদী দল বলে দাবি করা দলটির এবার বোধহয় এই তরুণ ভারতীয়দের কাছ থেকে হিন্দুধর্ম, জাতীয়তাবাদ এবং প্রকৃত বিশ্বগুরু হওয়ার আসল সংজ্ঞাটা শিখে নেওয়া উচিত।’

এদিকে শুক্রবার একটি ভিডিওয় সোনম সফদরজং হাসপাতালের একটি ঘটনা প্রকাশ্যে এনেছেন। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁকে যে সফদরজং থেকে মেদান্ত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল সেটা ওই ভিডিওয় উঠে এসেছে। সেখানে সোনমকে বলতে শোনা গিয়েছে, আমাকে চাইলে গ্রেপ্তার করুন। কিন্তু আমি যাচ্ছি। আপনারা আমাদের হেনস্তা করছেন। আমি যদি চাপের মুখে মারা যাই, তাহলে সেটা আপনাদের দায়িত্ব।’ ২১ জুলাই সোনমকে মেদান্ত হাসপাতালে সরানো হয়েছিল। বৃহস্পতিবার রাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা এবং জিতেন্দ্র সিংয়ের উপস্থিতিতে তিনি অনশন প্রত্যাহার করেন।

শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগে সন্তুষ্ট বলিউড

মুম্বই, ২৫ জুলাই : শনিবার নিট পেপার লিকের নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁর ইস্তফার দাবিতে ককরোচ জনতা পার্টি দিল্লির যন্তরমন্তরে এক মাস ধরে আন্দোলন করছিল। এখন তাদের উদযাপনের সময়। উল্লসিত বলিউড ও টলিউড তারকারাও। তাঁরা এই ছাত্র আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই সূত্রে জয় তাঁদেরও।

সোনাক্ষী সিনহা : ‘কেয়া কর দিয়া ভাই।’

প্রিয়াংকা চোপড়া : শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার খবরের সঙ্গে বেশ কিছু ইমোজি দিয়ে পোস্ট করেছেন। প্রজক্তা কোলি লিখেছেন, বিগ বিগ উইন।

বীর দাস : ‘...যখনই নরক হয়ে যাবে চারপাশ, তার বিরুদ্ধে তোমরা জিতবে। এখন আনন্দ করো।’

বিজয় ভার্মা : ...দুয়াও মে ইয়াদ রাখনা লিখে পোস্ট করেছেন।

সময় রায়না : ‘শিক্ষার্থীরা আরও শক্তিশালী হোক।’ জোয়া আখতার লিখেছেন, ‘এভাবে মনে করিয়ে দিতে পারে কেবল জেন জি জেন জি।’

প্রকাশ রাজ : ‘আপনারা প্রমাণ করলেন, একটি শাসনব্যবস্থাকেও আপনারা নতজানু করতে পারেন।’

অমল পালেকর : ‘তোমরা এমন একটা প্রজন্ম যারা চুপ করে থাকার বদলে সাহস দেখিয়েছ।’

ঈশান খট্টর : ‘এটা গণতন্ত্রের জয়।’ অদিতি রাও হায়দিরি বলেছেন ‘খুব ভালো লড়েছ তোমরা। তোমাদের এমন সৎ, অহিংস, বাকস্বাধীনতাকে কুর্নিশ।...’

কমল হাসান : ‘সংঘাতের বদলে আলোচনার পথ বেছে নেওয়া হয়েছে দেখে ভালো লাগল। এটাই গণতন্ত্রের প্রমাণ। ... তবে এই মুহূর্তে সরকার যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা নিট প্রশ্ন ফাঁসের থেকেও জরুরি।’

আলিয়া ভাট : জেন জি ময়দানে নেমেছিল। বাকিটা ইতিহাস।

প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর বিহারে

পাটনা, ২৫ জুলাই : নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে শনিবার রণক্ষেত্রের চেহারা নিল বিহার। রাজ্যজুড়ে বনধ চলাকালীন পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর ও পাথরবৃষ্টির জেরে উত্তাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, আটক হন জনশক্তি জনতা দল (জেজেডি)-এর প্রধান তেজপ্রতাপ যাদব।

শনিবার বনধের সমর্থনে পাটনার গান্ধি ময়দান ও রাম গোলাম চক সহ বিভিন্ন এলাকায় জমায়েত করেন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের সদস্য ও আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা। বিক্ষোভকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ চরমে পৌঁছোয়। উত্তেজিত জনতা একটি ট্রাফিক পুলিশ বুথ এবং একাধিক ভ্যান ভাঙচুর করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে।

প্রবল বিশৃঙ্খলার মধ্যেই একজিশন রোড থেকে তেজপ্রতাপ যাদবকে আটক করা হয়। পুলিশের ভ্যানে ওঠার আগে তিনি বলেন, ‘ছাত্রদের দাবি একদমই ন্যায্য। ওদের স্বার্থে আমি নিজের জীবন দিতেও প্রস্তুত।’ অন্যদিকে ছাপরা ও ঔরঙ্গাবাদে পাথরবৃষ্টির জেরে দুই পুলিশকর্মী জখম হন। সমস্তিপুর ও সিওয়ানে টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করেন এআইএসএ ও আরওয়াইএ-র কর্মীরা। বিহারের এই উত্তাল পরিস্থিতির আবহে এদিন পদত্যাগ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

বনধের আগে থেকেই রাজ্যজুড়ে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করেছিল প্রশাসন। গত বুধবার পাটনায় ছাত্র বিক্ষোভ চলাকালীন হিংসা উসকে দেওয়ার অভিযোগে শুক্রবার গ্রেপ্তার করা হয় সিপিআই(এমএল) বিধায়ক সন্দীপ সৌরভকে। আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে তিনি হুংকার দেন, ‘কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফা না হওয়া পর্যন্ত দেশের ছাত্র সমাজ লড়াই থামাবে না, প্রশ্নফাঁসের জেরে যে পড়ুয়ারা আত্মহত্যা করেছে তাদের বিচার চাই।’ গত কয়েকদিনে বিহারের বিভিন্ন জেলা থেকে দেড়শোর বেশি বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে এদিন পাটনার বেসরকারি স্কুলগুলি বন্ধ রাখা হয়েছিল।

পাটনায় মূল চক্রী ধৃত

পাটনা, ২৫ জুলাই : মহারাষ্ট্রে টেট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত বিজেন্দ্র কুমার বিলেশ্বর গুপ্ত ওরফে বিজেন্দ্র গুপ্তকে বিহার থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রায় এক মাস ধরে পরিচয় লুকিয়ে পালিয়ে বেড়ানোর পর ভিওয়ান্ডি পুলিশের বিশেষ দল পাটনা থেকে তাঁকে এবং অপর অভিযুক্ত ইন্দ্রজিৎ সিংকে গ্রেপ্তার করে। তদন্তকারীদের দাবি, দেশের একাধিক বড় পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের সঙ্গে বিজেন্দ্র জড়িত। এর আগে ওডিশা এসএসসি, বিহার পিএসসি এবং মধ্যপ্রদেশ পিএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসেও তাঁর নাম উঠে এসেছিল। উত্তরপ্রদেশের আগ্রার একটি বেসরকারি ছাপাখানা থেকে প্রশ্নপত্র গোপনে বিজেন্দ্রর সিন্ডিকেটের হাতে পৌঁছোত।

বিজেন্দ্রর স্ত্রী সুমন কুমারী সহ মোট ১৪ জন গ্রেপ্তার। ২৭ জুন পরীক্ষার একদিন আগে প্রশ্নফাঁসের তথ্য সামনে আসায় টেট পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। দিল্লি, আগ্রা, বিহার ও হরিয়ানা জুড়ে চক্রের নেটওয়ার্ক ভাঙতে অভিযুক্তকে জেরা করছে পুলিশ।

পুলিশের সঙ্গে লড়াই বিক্ষোভকারীর। শনিবার পাটনায়।

দুই সংঘাতে সংকটে ভারতীয় নাবিকরা

ফের নিহত এক, নিরাপদে ২৮

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : ইউক্রেন থেকে ইরান, বিশ্বের দুই প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া সংঘাতের রেশ ধরে আন্তর্জাতিক জলপথে একের পর এক হামলার ঘটনায় ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। কৃষ্ণসাগর ও হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াতের সময় বাণিজ্যিক জাহাজে হামলায় বেশ কয়েকজন ভারতীয়র মৃত্যু হয়েছে। শনিবার ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের অন্যতম কেন্দ্র কৃষ্ণসাগরে আরও এক ভারতীয় নাবিকের প্রাণহানির খবর পাওয়া গিয়েছে। এর ফলে চলতি মাসে ওই এলাকায় যুদ্ধের বলি ভারতীয়র সংখ্যা বেড়ে হল ৫।

ভারতের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ১৮ জুলাই কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার জলসীমায় ‘এমভি ওমোরফি’ নামক একটি জাহাজে হামলায় চিপ অফিসার সাগর গুপ্তর মৃত্যু হয়। ফরওয়ার্ড সি-মেনস ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়ার (এফএসইউআই) তথ্য অনুযায়ী, ইউক্রেনীয় ড্রোন হামলায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এর আগে ‘এমভি গোল্ডেন লিও’ জাহাজে হামলায় ৪ জন ভারতীয় নিহত হন, যার প্রেক্ষিতে ভারত সরকার রুশ প্রতিনিধিকে তলব করে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

ভারতের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে সাম্প্রতিক হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছে, ‘বেসামরিক বাণিজ্য জাহাজে হামলা এবং নিরীহ নাবিকদের জীবন ঝুঁকিতে ফেলাকে ভারত তীব্রভাবে নিন্দা জানাচ্ছে।’ বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘১৮ জুলাই বাণিজ্যিক জাহাজ এমভি ওমোরফি কৃষ্ণসাগর অতিক্রম করার সময় হামলার শিকার হয়েছিল, যা রাশিয়ার জলসীমায় ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার সময় জাহাজটিতে ৩ জন ভারতীয় সহ মোট ১০ জন নাবিক ছিলেন। হামলায় দুর্ভাগ্যবশত এক ভারতীয় নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন। আমরা নিহত ব্যক্তির শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। জাহাজে থাকা অন্য ২ জন ভারতীয় নিরাপদে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।’

গত ২৪ জুলাই ইরানের জলসীমায় মোজাম্বিকের পতাকাবাহী এলপিজি ট্যাংকার ‘দিশা’-তে আক্রমণ চালিয়েছিল হামলাকারীরা। তবে জাহাজে থাকা ২৮ জন ভারতীয় নাবিকের সবাই নিরাপদে রয়েছেন। তেহরানের ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, ‘ইরানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। ভারতীয় নাবিকরা নিরাপদে রয়েছেন।’ ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত হরমুজ প্রণালীতে ১৪ জন ভারতীয় নাবিক নিহত হয়েছেন।

কানাডায় খুন ভারতীয় তরুণী

লুধিয়ানা, ২৫ জুলাই : কানাডায় খুন হলেন এক ভারতীয় তরুণী। উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন চোখে নিয়ে পাঁচ বছর আগে পঞ্জাবের লুধিয়ানা থেকে কানাডা পাড়ি দিয়েছিলেন ২৩ বছরের তরুণী দামনপ্রীত কউর। কানাডার এডমন্টন শহরের ভাড়াবাড়ি থেকে সম্প্রতি আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাঁকে। টানা তিন দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে ১২ জুলাই হাসপাতালে মারা যান দামনপ্রীত। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা গিয়েছে, তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। পুলিশ মৃতার লিভ-ইন সঙ্গী ২২ বছর বয়সি রীতিশ কুমারকে গ্রেপ্তার করেছে। সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরেই এই হত্যাকাণ্ড বলে মনে করা হচ্ছে। তরুণীর মৃতদেহ দেশে ফেরাতে এখন অনলাইন ক্যাম্পেনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে।

অসুস্থ শাবানা নিভৃতবাসে

মুম্বই, ২৫ জুলাই : সোয়াইন ফ্লু ভাইরাসে আক্রান্ত বলিউড অভিনেত্রী শাবানা আজমি। ১০২ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছে ৭৩ বছর বয়সি অভিনেত্রী। নিট দুর্নীতির প্রতিবাদে শুক্রবার মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে আয়োজিত প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেওয়ার কথা থাকলেও অসুস্থতার কারণে তিনি হাজির হতে পারেননি। চিকিৎসকরা তাঁকে নিভৃতবাসে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। এর আগে দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলনের সময় কাঁদানে গ্যাসের মুখে পড়ে হাঁপানির কষ্টে ভুগেছিলেন শাবানা, তবে দমে যাননি। সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন, তাঁর মন ও সমর্থন সবসময় আন্দোলনকারী যুবসমাজের পাশে রয়েছে।

ফ্রান্স ও স্পেনে দাবানল

প্যারিস, ২৫ জুলাই : তীব্র খরা ও প্রচণ্ড গরমে যেন নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে ইউরোপ। ফ্রান্সের বোর্দো ও স্পেনের মাদ্রিদের চারপাশে ছড়িয়ে পড়া ভয়াবহ দাবানলে পুড়ে ছাই হাজার হাজার হেক্টর বনভূমি ও বসতি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দু-দেশেই নামানো হয়েছে সেনা, জারি হয়েছে জাতীয় জরুরি অবস্থা। ইতিমধ্যে প্রায় ২ লক্ষ ২৫ হাজারের বেশি মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন। ধোঁয়ায় দমবন্ধ হওয়া থেকে বাঁচতে ফ্রান্সের জিরন্দে পাঠানো হয়েছে ১৫ লক্ষ মাস্ক। স্পেনের আগুন নিয়ন্ত্রণে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

মৃত সৌদি প্রিন্স

লন্ডন, ২৫ জুলাই : লন্ডনের অতি-বিলাসবহুল পাঁচতারা হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার হল ২৯ বছর বয়সি সৌদি প্রিন্স আবদুল্লার নিথর দেহ। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা গিয়েছে, অতিরিক্ত মদ্যপান ও প্রাণঘাতী ড্রাগ সেবনের বিষক্রিয়াতেই মৃত্যু হয়েছে রাজপুত্রের। তাঁর শরীরে স্বাভাবিকের চেয়ে তিনগুণ বেশি মদ, গাঁজা ও মারাত্মক মাদক মিলেছে। সপ্তাহে প্রায় ৫২ লক্ষ টাকা খরচ করে রিহ্যাবে চিকিৎসা নিয়েও তিনি ছাড়তে পারেননি এই মারণ নেশা। সিসিটিভি ফুটেজ ঘেঁটে পুলিশ জানিয়েছে, এটি আত্মহত্যা বা হত্যা নয়, বরং মাত্রাতিরিক্ত মাদকের প্রভাবেই বাথরুমে ঘটে গিয়েছে করুণ দুর্ঘটনা।

‘বিদেশি ফান্ডিং ?’

আঁধারে বিদেশমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : নিট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসকে কেন্দ্র করে চলা ছাত্র-যুব আন্দোলনে বিদেশি অর্থ সাহায্য তথা বহিরাগত প্রভাবের যে অভিযোগ উঠেছে, সে বিষয়ে ‘অন্ধকারে’ ভারতের বিদেশমন্ত্রক। শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল স্পষ্ট বলেন, ‘এই বিষয়ে আমার কাছে দেওয়ার মতো কোনও তথ্য নেই।’ ৬ জুন ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে আমেরিকা থেকে ভারতে ফেরার পরই এই আন্দোলনের সূচনা হয়।

এরপর শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুক ২৮ জুন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনে যোগ দিলে আন্দোলন দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। গত ২৩ জুলাই কেন্দ্রীয় সরকারের লিখিত আশ্বাসের পর ওয়াংচুক অনশন ভাঙলেও সিজেপি নেতা দীপকে জানিয়ে দিয়েছেন, ‘সরকার যদি এই আন্দোলনের কোনও সমাধান চায়, তবে তার একমাত্র পথ হল শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ।’ সেই দাবি মেনে শনিবার দুপুরে ইস্তফা দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

এদিকে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমাজমাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়াতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের এআই-

নিট আন্দোলন

জেনারেটেড ভুয়ো ‘ডিপফেক’ ভিডিও ভাইরাল করা হয়েছে। কেন্দ্রের দাবি, এই ভুয়ো ভিডিও ছড়ানোর পিছনে পাকিস্তানি অপপ্রচার ছড়ানো অ্যাকাউন্টগুলি যুক্ত রয়েছে। পীযূষ গোয়েল এক বার্তায় জানান, ‘সংসদের বাইরে সংবাদমাধ্যমে দেওয়া আমার বক্তব্যকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বিকৃত করে এই ডিপফেক তৈরি করা হয়েছে।’ এদিন পাকিস্তান প্রসঙ্গে জয়সওয়াল বলেন, ‘সম্প্রতি বিভিন্ন ফোরামে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের করা মন্তব্যগুলিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসত্য বলে প্রত্যাখ্যান করেছে ভারত।’

অন্যদিকে, প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের প্রসঙ্গেও বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র একাধিক মন্তব্য করেন। দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত বিতর্কিত প্রেস অফিসারদের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘বিষয়টির দিকে নজর দেওয়া হয়েছে এবং ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতিতে হাইকমিশনের সঙ্গেই কাজ করে যাবে।’ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণের বিষয়টি নিয়ে পরে জানানোর কথা বলেছেন জয়সওয়াল।

ট্র্যাডিশনাল খেলায় ভিড় জমিয়েছেন গ্রামবাসী। শনিবার কর্ণাটকের মান্ডিয়া জেলায় আরালাকুপ্পে গ্রামে।

স্কুলে বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : পড়াশোনার চাপে পিষ্ট শৈশবকে এবার খেলার মাঠে ফেরানোর যুগান্তকারী উদ্যোগ! শুধু বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে থাকলেই হবে না, এবার থেকে স্কুলে শারীরিক কসরত ও খেলাধুলোতেও সমান জোর দিতে হবে। চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই আইসিএসই এবং আইএসসি বোর্ডের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য ‘স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা’ বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি এবং ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্কের নির্দেশিকা ইতিমধ্যেই সব স্কুলে পাঠিয়েছেন সিআইএসসিই-র সচিব জোসেফ ইমানুয়েল। স্মার্টফোন আর ল্যাপটপের যুগে শিশু-কিশোরদের মধ্যে মারাত্মক হারে বাড়ছে ওবেসিটি ও মানসিক অবসাদ। সেই সংকট কাটাতেই এই স্মার্ট পদক্ষেপ। সারা বছর ধরে ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে পড়ুয়াদের মূল্যায়ন করা হবে এবং তা সরাসরি বোর্ডের মার্কশিটে গ্রেড হিসেবে যোগ হবে। এসইউপিডব্লু-র মতোই এই বিষয়ে পাশ করা বাধ্যতামূলক। ফেল করলে ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষা দিতে হবে, না হলে নষ্ট হতে পারে একটি গোটা শিক্ষাবর্ষ! এর আগে ‘অ্যাকটিভ সিআইএসসিই’ নামে একটি ঐচ্ছিক কর্মসূচি থাকলেও, নম্বর না থাকায় তা কেউ সেভাবে গুরুত্ব দিত না। শহরের স্কুলগুলির অধ্যক্ষরাও মনে করছেন, মার্কশিটে গ্রেড যুক্ত হওয়ার ভয়েই এবার পড়ুয়ারা নিজেদের স্বাস্থ্য ও ফিটনেস নিয়ে অনেক বেশি সচেতন হবে।

সমাধান শতাব্দীপ্রাচীন জোড়া রহস্যের

অঙ্কের নোবেলে চিনা জয়জয়কার

ওয়াশিংটন, ২৫ জুলাই : গণিতের দুনিয়ায় ইতিহাস গড়লেন দুই চিনা গবেষক। একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে অমীমাংসিত দুটি জটিল গাণিতিক রহস্যের সমাধান করে তাঁরা ছিনিয়ে নিলেন ‘অঙ্কের নোবেল’ নামে পরিচিত সম্মানজনক ফিল্ডস মেডেল।

৩৫ বছর বয়সি হং ওয়াং বিশ্বের তৃতীয় মহিলা হিসাবে এই অনন্য সম্মানের অধিকারী হলেন। ১৯১৭ সালে জাপানি গণিতবিদ সোইচি কাকেয়ার তোলা পেন্সিল ঘোরানোর ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান করেছেন তিনি। হং-এর কথায়, ‘এই ধরনের জটিল সমস্যা বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন আঙ্গিকে ঘুরে-ফিরে আসে।’ ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘তিনি আমাদের দেশের গবেষণা ও প্রশিক্ষণের উৎকর্ষের প্রতীক।’

সাফল্যের অন্য এক শিখর ছুঁয়েছেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৭ বছর বয়সি অধ্যাপক ইয়ু দেং। ১৯০০ সালে বিশিষ্ট ডেভিড হিলবার্টের দেওয়া বস্তুর ক্ষুদ্র কণার চলন ও গ্যাসীয় ধর্ম সংক্রান্ত জটিল ধাঁধার জট খুলেছেন তিনি। হিলবার্টের ‘সিক্সথ প্রবলেম’ সমাধান করে দেং উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জানান, ‘যাঁদের আমি সারা জীবন শ্রদ্ধা করে এসেছি, তাঁদের তালিকায় নিজের নাম দেখতে পাওয়া বড় পাওনা।’ প্রথম জাতিগত চিনা ফিল্ডস মেডেল জয়ী শিং-তুং ইয়াউ এই সাফল্যকে ‘দশকের লালিত স্বপ্নপূরণ’ বলে অভিহিত করেছেন। আমেরিকা ও কানাডার আরও দুই গণিতবিদের সঙ্গে এই বিজয়মঞ্চ ভাগ করে চিনা গণিত চর্চায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন তাঁরা।

দিনে মাত্র ৩ ঘণ্টা ঘুম জাপানের প্রধানমন্ত্রীর

টোকিও, ২৫ জুলাই : দিনে মাত্র শূন্য থেকে তিন ঘণ্টা ঘুম! বাকি সময়টা দেশের কাজ আর নিজের জামাকাপড় ইস্ত্রি করেই কাটিয়ে দিচ্ছেন জাপানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী সানাই তাকাইচি। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর এই অমানসিক রুটিন প্রকাশ্যে আসতেই দেশজুড়ে ‘ওয়ার্ক-লাইফ ব্যালেন্স’ নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে।

ছুটির দিনেও হাজার হাজার ইমেইল আর নথির পাহাড়ে ডুবে ছিলেন তিনি। তাঁর দাবি, কাজ সামলে নিজের জন্য যেটুকু সময় পান, তা খরচ হয় জামাকাপড়ের সেলাই ও ইস্ত্রি করতে। এই পোস্ট দেখে বিরোধীরা সরব হয়েছেন। তাঁদের দাবি, টানা ঘুম না হলে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা মদ্যপদের মতো হয়ে যেতে পারে, যা দেশের জন্য বিপজ্জনক। জাপানে অতিরিক্ত কাজের চাপে মৃত্যু বা ‘কারোশি’ এক পরিচিত অভিশাপ। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, একজন মহিলা রাষ্ট্রনেতাকে কেন আজও দেশের কাজের পাশাপাশি ঘরের কাজ একা হাতে সামলাতে হবে? তবে তাকাইচি বুঝিয়ে দিয়েছেন, কাজের প্রতি তাঁর এই পাগলামিই তাঁর আসল ইউএসপি।

সমাধি দর্শন

কায়রো, ২৫ জুলাই : দু-দশকের বেশি সময় ধরে চলা জটিল সংস্কার কাজ শেষে সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হল ফারাও তৃতীয় আমেনহোটেপের সমাধি। প্রাচীন মিশরের ‘স্বর্ণযুগ’-এর অন্যতম শক্তিশালী এই শাসকের প্রায় ৩,৪০০ বছর পুরোনো সমাধিটি মিশরের পর্যটনে জোয়ার এনেছে। ১৭৯৯ সালে নেপোলিয়ানের অভিযানের সময় এটি আবিষ্কৃত হলেও সমাধিটি প্রাচীনকাল থেকেই লুটেরাদের শিকার হয়েছিল। তবে ইউনেস্কো ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘ লড়াইয়ের পর সমাধির ভেতরের দেওয়ালচিত্র ও রহস্যময় বুক অব দ্য ডেড-এর হায়ারোগ্লিফ লিপিগুলি আগের রূপ ফিরে পেয়েছে। ইতিহাসপ্রেমীদের জন্য এটি সেরা আকর্ষণ।

জাতীয় স্মারক অবমাননায় শাস্তি নামমাত্র

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : রাজ্যসভায় বন্দে মাতরমের সুরক্ষা নিয়ে নয়া বিল এলেও এনসিআরবি-র পরিসংখ্যানে সাজার হার নিয়ে চরম নেতিবাচক ছবি ধরা পড়ল।

বন্দে মাতরম বা জাতীয় গান গাওয়ায় বাধা দিলে বা অবমাননা করলে এখন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। শুক্রবার সংসদের বাদল অধিবেশনে ‘দ্য প্রিভেনশন অফ ইনসাল্টস টু ন্যাশনাল অনার (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬’ পেশ করে এই প্রস্তাব দিয়েছে কেন্দ্র।

নিট কেলেঙ্কারি ও শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে (শনিবার যিনি ইস্তফা দেন) বিরোধীদের তুমুল হইহট্টগোলের মধ্যেই স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই এই বিলটি সভায় পেশ করেন। ১৯৭১ সালের মূল আইনের সংশোধনী এনে ‘জনগণমন’-র মতো জাতীয় গানকেও সমমর্যাদার আইনি কবচ দিতে চায় নরেন্দ্র মোদি সরকার। বিলটির বিরোধিতা করে সিপিআই(এম) সাংসদ জন ব্রিটাস বলেন, ‘সংবিধান সভার সদস্যরা দীর্ঘ আলোচনার পর সজ্ঞানেই জাতীয় সংগীত ও জাতীয় গানকে আইনি ক্ষেত্রে একই পাল্লায় রাখেননি।’ অন্যদিকে, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু আলোচনার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘বিরোধীরা আলোচনা না করে শুধু বাহানা খুঁজলে ভুল বার্তা যায়।’

এনসিআরবি-র রিপোর্টে অস্বস্তি কেন্দ্রের

কেন্দ্রীয় সরকার শাস্তির বিধান কড়া করতে তৎপর হলেও ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এনসিআরবি)-র গত ১১ বছরের পরিসংখ্যান আইন রূপায়ণের কঙ্কালসার চেহারা সামনে এনেছে। তথ্য বলছে, ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে জাতীয় সম্মান অবমাননা আইনে ১,১০২ জন গ্রেপ্তার হলেও সাজা পেয়েছেন মাত্র ৬০ জন। এই দীর্ঘ সময়ে মোট ৬৯৯টি মামলা দায়ের হয়েছে, যার গড় বছরে ৬৪টি। গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালেও মাত্র ৬ জন দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, যেখানে আদালত থেকে রেহাই পেয়েছেন ২৫ জন। অর্থাৎ, কড়া আইনের গেরোয় বহু মানুষ পড়লেও শেষ পর্যন্ত দোষ প্রমাণ হচ্ছে খুব অল্প ক্ষেত্রেই।

তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ার মন্থরগতি এই আইনের কার্যকারিতাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পুলিশি তদন্ত শেষে চার্জশিট পেশের হার ২০১৪ সালে ছিল ৫৩.৬ শতাংশ, যা গত বছর কমে ৩৬.৫ শতাংশে ঠেকেছে। আদালতে বিচারাধীন মামলার বোঝা গত ১১ বছরে চারগুণ বেড়েছে। ২০১৪ সালে ঝুলে থাকা মামলার সংখ্যা ছিল ৮৫, যা ২০২৪ শেষে দাঁড়িয়েছে ৩৫৮-তে। ২০২০ সালে অতিমারির আবহে রেকর্ড ৪০৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও সেই বছর একজনেরও সাজা হয়নি। বর্তমানে এই সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তির হার ১০ শতাংশেরও নীচে। বিপুল সংখ্যক মামলা ঝুলে থাকা এবং নগণ্য সাজার হার নতুন আইনের উপযোগিতা নিয়ে বিতর্ক উসকে দিয়েছে।

উল্লেখযোগ্য বিষয়

- ১১ বছরে মোট ৬৯৯টি মামলা দায়ের হয়েছে
- গ্রেপ্তার ১১০২ জন হলেও সাজা মাত্র ৬০ জনের
- ঝুলে থাকা মামলা ১১ বছরে চারগুণ বেড়েছে
- চার্জশিট দেওয়ার হার ৩৬.৫ শতাংশে নেমেছে
- বিচারাধীন মামলার গড় নিষ্পত্তির হার ১০ শতাংশের কম

শিশু কিশোর আসর
১১
11
উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৬ জুলাই ২০২৬

পোষা কচ্ছপ মানুষ চিনতে পারে, তার চেহারা ও গলার স্বরও মনে রাখতে পারে।

লেখালেখি

বাড়ি থেকে স্কুলের পথে আমার প্রথম স্বাধীনতা

ওপরে দেওয়া বিষয় নিয়ে ১০ লাইনে তোমার কথা লিখতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে স্কুলের নাম, ক্লাস আর তোমার ঠিকানা। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার লেখা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়। লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 9800788836 নম্বরে অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

মাশান ঠাকুরের গুপ্তধন

অমিতাভ সাহা

তিস্তা আর ওর খুড়তুতো ভাই রতন গরমের ছুটিতে কালচিনি চা বাগানে দাদুর পুরোনো বাংলোতে এসেছে। তিস্তা ক্লাস এইটে পড়ে, ডিটেকটিভ গল্পের পোকা। আর রতন ক্লাস সিক্সে; যেমন ডানপিটে, তেমনই সাহসী।

দাদুর পুরোনো বাংলোর চিলেকোঠাটা নানা পুরোনো জিনিসে ঠাসা। একটা ভাঙা ইজিচেয়ারের নীচে ধুলোমাখা একটা কাঠের বাক্স আবিষ্কার করল রতন। মরচে ধরা তালাটা একটু চাপ দিতেই খুলে গেল। ভেতরে রাখা কিছু পুরোনো পিতলের বাসন আর তার ঠিক নীচে একটা কালো চামড়ায় বাঁধানো ডায়েরি। তিস্তা ডায়েরিটা খুলল। পাতাগুলো হলদে হয়ে গিয়েছে। ডায়েরিটা দাদুর বাবা অর্থাৎ ওদের প্রপিতামহ অবিনাশ চৌধুরীর। তিনি ব্রিটিশ আমলে এই কালচিনি চা বাগানের ম্যানেজার ছিলেন। ডায়েরির মাঝখানে ভাঁজ করা একটা পুরোনো পার্চমেন্ট কাগজ। সেটা খুলতেই রতনের চোখ চকচক করে উঠল। ‘দিদি, এটা তো ম্যাপ মনে হচ্ছে।’

তিস্তা ম্যাপটা ভালো করে দেখল। কালচিনি থেকে শুরু করে মেন্দাবাড়ির ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা লাল কালির দাগ গিয়ে থেমেছে এক জায়গায়। সেখানে লেখা— প্রাচীন মাশান ঠাকুরের বেদি। আর তার নীচেই অবিনাশ চৌধুরীর হাতের লেখায় একটা সাংকেতিক নোট, ‘১৯৪৭ সালের দাঙ্গার সময় বাগানের কোষাগারের সবচেয়ে দামি রত্ন নীলকান্তমণি আমি জঙ্গলের ওই প্রাচীন বেদির নীচেই লুকিয়ে রেখেছি। লোভী ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচাতে এছাড়া উপায় ছিল না।’

নীলকান্তমণির কথা ওরা দাদুর কাছে রূপকথার মতো শুনেছে। সবার ধারণা ছিল পাথরটা চিরকালের মতো হারিয়ে গিয়েছে।

‘দিদি, আমরা কি কালই মেন্দাবাড়ির জঙ্গলে যাব?’ রতনের গলায় চাপা উত্তেজনা।

তিস্তা ডায়েরিটা ব্যাগে ভরল। ওর চোখেও তখন অ্যাডভেঞ্চারের নেশা। ‘যাব। কাউকে কিছু না জানিয়ে। তবে খুব সাবধানে, ডুয়ার্সের জঙ্গল ছেলেখেলা নয়।’

দুই

পরদিন খুব ভোরে কুয়াশা কাটার আগেই দুটো সাইকেল বেরিয়ে পড়ল চা বাগানের রাস্তা ধরে। তিস্তার পিঠের ব্যাগে ম্যাপ, টর্চ, কম্পাস, জলের বোতল। রতন একটা শক্ত লাঠি নিয়েছে সঙ্গে। চা বাগান পেরিয়ে শুরু হল আসল জঙ্গল। বিশাল সব শাল, সেগুন আর খয়ের গাছে ঢাকা ডুয়ার্সের এই অরণ্য দিনে-দুপুরেও অন্ধকার থাকে। মাটিতে স্যাঁতসেঁতে পাতা পচার গন্ধ। ওপরের ডালে একটা ধনেশ পাখি তীক্ষ্ণ ডাক দিয়ে উড়ে গেল।

তিস্তা কম্পাস আর ম্যাপ মিলিয়ে এগোচ্ছিল।

‘রতন, ম্যাপ বলছে এই জয়ন্তী নদীর শুকনো খাত ধরে আমাদের উত্তরে যেতে হবে। তারপর দুটো বড় শিমুল গাছ পড়বে, সেখান থেকে ডানদিকে।’ জঙ্গলের ভেতরে যত এগোচ্ছে, পরিবেশ তত থমথমে হয়ে উঠছে। স্থানীয় লোককথায় মাশান ঠাকুর হলেন জঙ্গলের রক্ষাকর্তা। গভীর জঙ্গলে তাঁর পুরোনো বেদির কথা অনেকেই জানে কিন্তু বন্যজন্তুর ভয়ে কেউ ওদিকে পা বাড়ায় না।

হঠাৎ রতন দাঁড়িয়ে পড়ল। ‘দিদি, চুপ।’ সামনেই নরম কাদার ওপর বড় বড় গোল পায়ের ছাপ। হাতির পাল গিয়েছে কিছু আগে। তবে তার পাশেই রয়েছে আরও একটা ছাপ, যা দেখে তিস্তার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। ভারী বুটজুতোর ছাপ। অন্তত দুজন মানুষের।

‘আমরা ছাড়াও কেউ এই জঙ্গলে ঢুকেছে রতন। তারা সাধারণ গ্রামবাসী নয়’, ফিশফিশ করে বলল তিস্তা। ওরা একটা বড় ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরেই ভারী গলার আওয়াজ শোনা গেল। ‘আরে জগ্গা, তোর ম্যাপটা ঠিক তো? সেই সকাল থেকে এই বনেবাদাড়ে ঘুরছি।’

‘চুপ কর কালু। আমার সোর্স একদম পাকা। অবিনাশ ম্যানেজারের নাতি ওই চিলেকোঠাতেই বাক্সটা রেখেছিল। আমি নিজেই বাক্সটার তালা ভেঙে ম্যাপটার ছবি তুলে নিয়েছি ফোনে। নীলকান্তমণি আজ আমাদের হাতে আসবেই। তারপর নেপালে পাচার করে দেব।’ তিস্তা আর রতন শিউরে উঠল। তার মানে দাদুর বাড়িতে এই লোকগুলো আগেই হানা দিয়েছিল। এরা ভয়ংকর চোরাকারবারি। রতন রেগে গিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তিস্তা ওর মুখে হাত চাপা দিল। চোরাকারবারিরা ডানদিকের রাস্তা ধরতেই তিস্তা ইশারা করল। ওরা খুব সন্তর্পণে বাঁ দিকের একটা সরু পায়ে হাঁটা পথ ধরল, যেটা সোজা বেদির দিকে গিয়েছে।

প্রায় আধ ঘণ্টা ঘন জঙ্গল ভেঙে ওরা এসে পৌঁছাল একটা ফাঁকা জায়গায়। জায়গাটার মাঝখানে একটা পুরোনো শ্যাওলা ধরা পাথরের বেদি। একটা বিশাল বট গাছ তার শিকড় দিয়ে বেদিটাকে যেন পরম স্নেহে জড়িয়ে রেখেছে। বেদির ওপর রাখা পোড়ামাটির ঘোড়া আর হাতির মূর্তি। এটাই ডুয়ার্সের সেই প্রাচীন মাশান ঠাকুরের থান। তিস্তা ম্যাপটা বের করল। ‘ডায়েরিতে লেখা আছে— যেখানে বটের সবচেয়ে মোটা শিকড়টা বেদির বাঁ দিকে ছুঁয়েছে, তার ঠিক এক হাত নীচে।’

রতন দেরি না করে লাঠি দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করল। কয়েক মিনিট খোঁড়ার পরেই খট করে শব্দ হল। লাঠির মাথায় লোহা জাতীয় কিছু ঠেকেছে। দুজনে মিলে মাটি সরাতেই বেরিয়ে এল মরচে ধরা একটা ছোট লোহার বাক্স। রতনের হাত কাঁপছে। বাক্সটা খুলতেই নীল রঙের তীব্র ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। মখমলের কাপড়ের ওপর রাখা একটা বড়সড়ো নীলকান্তমণি।

‘আমরা পেয়েছি দিদি।’ রতন আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

‘খুব ভালো করেছিস বাচ্চারা। এবার ওটা আমাদের হাতে দিয়ে দে।’

পেছন থেকে কর্কশ গলাটা শুনে তিস্তা আর রতন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ঘুরে দাঁড়াল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে জগ্গা আর কালু। কালুর হাতে লম্বা চকচকে ভোজালি আর জগ্গার হাতে রিভলভার।

তিস্তা এক ঝটকায় বাক্সটা নিজের ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল। ‘আমরা কিছুতেই আপনাদের দেব না। এটা দাদুর সম্পত্তি।’

জগ্গা বিশ্রীভাবে হাসল। ‘এই গভীর জঙ্গলে তোদের যদি পুঁতে দিই, কেউ টেরও পাবে না। বাক্সটা দে বলছি।’

জগ্গা রিভলভার তাক করে এক পা এগিয়ে এল। রতন ভয়ে তিস্তার হাত চেপে ধরল। এই চরম বিপদের মধ্যেও তিস্তার মাথা ঠান্ডা। সে নজর রাখছিল চারপাশের পরিবেশের ওপর। একটু আগেই বাতাসে একটা বুনো সোঁদা গন্ধ পাচ্ছিল আর গাছের ডাল ভাঙার মড়মড় শব্দও পাচ্ছিল পেছন থেকে। তিস্তা জানত, ডুয়ার্সের জঙ্গলে এই সোঁদা গন্ধটা হল বুনো হাতির পালের। ওরা একদম কাছেই আছে।

তিস্তা হঠাৎ রতনের কানের কাছে ফিশফিশ করে বলল, ‘তোর পকেটে দাদুর সেই বাঁশিটা আছে?’ রতন ঘাড় নাড়ল। দাদুর একটা হুইসল রতন সবসময় পকেটে রাখে।

‘ওটা বের করে এক্কেবারে সবচেয়ে জোরে বাজা,’ তিস্তা বলল। রতন পকেট থেকে হুইসলটা বের করে পুরো ফুসফুসের জোর দিয়ে তীক্ষ্ণ কানফাটানো শব্দ করল— পিঁইইইইক!

হঠাৎ এই শব্দে চোরাকারবারিরা চমকে উঠল। তার চেয়েও বড় চমক অপেক্ষা করছিল পেছনের জঙ্গলে। তীক্ষ্ণ শব্দে বিরক্ত হয়ে জঙ্গলের বাঁশবন ফুঁড়ে বিকট গর্জন করে বেরিয়ে এল একটা বিশাল দাঁতাল হাতি। তার পেছনে পুরো হাতির পাল! মাশান ঠাকুরের বেদির পাশেই এই হাতির পাল বিশ্রাম নিচ্ছিল। হঠাৎ মানুষের উপস্থিতি আর তীক্ষ্ণ শব্দে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

‘সর্বনাশ, পালাও।’ জগ্গা রিভলভার ফেলে দিয়ে উলটোদিকে দৌড় লাগাল। কালুও ভোজালি ফেলে প্রাণভয়ে ছুটল কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে। হাতির পাল শুঁড় তুলে ওদের তাড়া করল। তিস্তা আর রতন এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। ওরা বট গাছের বিশাল শিকড়ের আড়ালে চুপ করে বসে পড়ল।

তিন

বিপদ কেটে যেতেই তিস্তা আর রতন এক ছুটে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে জয়ন্তী নদীর খাদের কাছে পৌঁছাল। ভাগ্য ভালো, সেখানে টহলে এসেছিলেন ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার সুমিত সেন। বাচ্চাদের এই ঘন জঙ্গল থেকে হাঁফাতে হাঁফাতে বেরোতে দেখে জিপ থামালেন। তিস্তা এক নিঃশ্বাসে পুরো ঘটনাটা সুমিত কাকুকে জানাল এবং ব্যাগের ভেতর থেকে নীলকান্তমণিটা বের করে দেখাল। সুমিত সেনের চোখ তো বিস্ময়ে ছানাবড়া!

‘তোমরা দুজন যা সাহস আর বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ, তা অবিশ্বাস্য! ওই জগ্গা আর কালুকে পুলিশ অনেকদিন ধরে খুঁজছে। আজ হাতির তাড়া খেয়ে ওরা নিশ্চয়ই সোজা বিট অফিসের দিকেই পালাবে।’

সুমিত কাকুর কথাই সত্যি হল। ভয়ংকর হাতির তাড়া খেয়ে জগ্গা আর কালু জঙ্গল থেকে বেরোতেই বন দপ্তরের গার্ডরা তাদের ধরে ফেলল।

নীলকান্তমণি উদ্ধার হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই কালচিনি চা বাগানে উৎসব শুরু হয়ে গেল। তিস্তা আর রতনের দাদু আনন্দে কেঁদে ফেললেন। অমূল্য মণিটি সরকার ন্যাশনাল মিউজিয়ামে রাখার ব্যবস্থা করল। তিস্তা আর রতন হয়ে উঠল ডুয়ার্সের খুদে হিরো।

আদ্যিকালের ছুতোর মিস্ত্রি

একটা কাঠের হাতিয়ার মিলেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলছেন, এটা খুব বড় অঙ্কের লটারির চেয়েও দামি। সোনা বা হিরের নয়, কাঠের একটা হাতিয়ার কেন এত দামি? এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আসলে এই অস্ত্র চার লাখ তিরিশ হাজার বছরের পুরোনো। তাই তার ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক মূল্য খুব বেশি। এখন থেকে চার লাখ তিরিশ হাজার বছর পিছিয়ে যাওয়া মানে তখন বুনো প্রাণীর সঙ্গে আদিম মানুষ লড়াই করে ঘুরে বেড়াচ্ছে বনে-জঙ্গলে। গ্রিসের এক প্রাচীন হ্রদের ধারে সম্প্রতি মাটি খুঁড়ে বিজ্ঞানীরা এমন এক জাদুকরি জিনিস বের করেছেন, যা আগে কখনও দেখা যায়নি। গ্রিসের ‘ম্যারাথুসা ১’ নামের এক প্রাচীন এলাকায় পাওয়া যায় মানুষের হাতে তৈরি সবচেয়ে পুরোনো কাঠের হাতিয়ার। কাঠ দিয়ে যে এত সুন্দর আর কাজের জিনিস বানানো যায়, তা ওই আদিম মানুষজন বেশ ভালোই জানতেন।

এতদিন আমরা ইতিহাসে পড়েছি সেকালের মানুষজন তেমন কিছুই পারতেন না। পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষ শুধু মোটা আর ভারী পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করতেন। কিন্তু নতুন পাওয়া দুটো ছোট্ট কাঠের টুকরো আমাদের সব ধারণা এক ধাক্কায় পালটে দিয়েছে। হাতিয়ার দুটোর একটা তৈরি হয়েছে অ্যালডার গাছের ডাল থেকে। অন্যটা যে গাছ থেকে ক্রিকেটের ব্যাট তৈরি হয় সেই উইলো গাছের। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রাখতেই দেখা গেল, কী নিখুঁতভাবে ওগুলো কাটা আর ছাঁটা হয়েছে। নরম মাটি খুঁড়ে শিকড় তোলা বা গাছের ছাল ছাড়ানোর জন্য একেবারে আদর্শ অস্ত্র।

ওই হাতিয়ার যে প্রাচীন হ্রদের ধারে পাওয়া গিয়েছে বিজ্ঞানীরা সেখানে শুধু কাঠই পাননি, পেয়েছেন হাতির হাড়গোড় আর পাথরের তৈরি নানা যন্ত্রপাতি। বোঝাই যাচ্ছে, তখনকার পৃথিবীর বিশাল সব প্রাণী শিকার করে সেখানে ভোজের আসর বসত। সেখানে অন্য একটি কাঠের গায়ে অদ্ভুত কিছু দাগ মিলেছে। ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, ওগুলো মানুষের কাজ নয়। কোনও এক বিশাল হিংস্র প্রাণী, প্রচণ্ড রাগে আঁচড় কেটেছে সেখানে। সোজা কথায়, এক টুকরো খাবার বা একটুখানি জায়গার জন্য আদিম মানুষ আর বন্য প্রাণীর মধ্যে তখন চলত হাড্ডাহাড্ডি লড়াই।

কাঠ তো আর পাথরের মতো শক্তপোক্ত নয় যে লাখ লাখ বছর দিব্যি টিকে থাকবে। একটু স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ পেলেই পচেগলে একাকার হয়ে যায়। তাই এতগুলো বছর পর এই কাঠের হাতিয়ার এমন আস্ত খুঁজে পাওয়াটা লটারিতে জেতার চেয়েও বড় চমক।

চার লাখ তিরিশ হাজার বছর আগে কেউ কাঠ খোদাই করে নিজেদের দরকারি জিনিস বানিয়ে নিচ্ছে, সেই আদিম ছুতোর মিস্ত্রির কথা ভাবলে সত্যিই গায়ে রোমাঞ্চ হয়।

পটার লাল ছাতা

পটা বাজার থেকে একটা দারুণ সুন্দর লাল রঙের নতুন ছাতা কিনে বাড়ি ফিরছে। ছাতা কিনে সে তো মহাখুশি! বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হল। পটা ছাতাটা বগলে চেপে প্রাণপণে দৌড়াতে শুরু করল। রাস্তায় তাকে দেখে পল্টুকাকু অবাক। বললেন, ‘কিরে বগলে ছাতা নিয়ে বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে দৌড়াচ্ছিস কেন?’

পটা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ‘আরে কাকু, তুমিও যেমন। নতুন ছাতা বৃষ্টিতে ভিজলে মা আমাকে বকবে না?’ শুনে পল্টুকাকু হোহো করে হেসে উঠলেন। আর পটা তার নতুন ছাতাকে বাঁচাতে বগলে চেপে দৌড়েই চলে গেল।

জগন্নাথ দর্শন

প্রতিবারের মতো আমি আমার ঠাকুমার সঙ্গে রথের মেলায় গিয়েছিলাম। রথের মেলা হচ্ছিল বাড়ির সামনে কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে। সেই উপলক্ষ্যে খুব ভিড়। আমি আর ঠাকুমা কলা ও চিনি কিনছি জগন্নাথ দেবকে অর্পণ করব বলে। হঠাৎ দেখি পেছন থেকে কে যেন আমাকে ডাকছে ‘দিদিভাই, ও দিদিভাই’। আমি পেছন ফিরে দেখি এক ছোট্ট ছেলে। বয়স হবে চার কি পাঁচ। সে আমায় বলে, ‘দিদিভাই, তোমার হাতের ওই চিনি ও কলা আমায় দেবে গো?’

আমি প্রথমে একটু থমকে গেলাম। এরপর ভাবলাম যে ছোট্ট বাচ্চা, হয়তো খিদে পেয়েছে। তাই আমি আর বেশি কিছু না বলে তাকে দিয়ে দিলাম। এরপর ভাবলাম এত ভিড়ের মধ্যে তার মা কোথায়! তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, ‘ভাই তোমার মা কোথায়?’ সে কালী মন্দিরের দিকে আঙুল তুলে ইশারায় দেখাল। আমি যদিও সঠিক কিছু বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ ভিড়ে আমি একটু এগিয়ে গেলাম। তারপর আবার পেছন ফিরে দেখি সে আর নেই। এত তাড়াতাড়ি একটি শিশু কীভাবে হঠাৎ চোখের আড়াল হতে পারে বুঝলাম না। তাহলে কি জগন্নাথ দেবই আমার কাছে এসেছিলেন শিশু রূপে?

-**স্বস্তিকা পাল**, ষষ্ঠ শ্রেণি, শিলিগুড়ি দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

ফেরার পথে

সেসময়টা পড়তাম নবম শ্রেণিতে। রথযাত্রার দিন সব বন্ধু মিলে পরিকল্পনা হল সন্ধেবেলা টিউশন ছুটির পর রথের মেলা ঘুরতে যাব। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। সেন্ধর পর সব বন্ধু মিলে গেলাম রথের মেলাতে। রথ টানলাম, বন্ধুদের সঙ্গে ছবি তুললাম। মেলায় ফাস্ট ফুড খেলাম। বাড়ি আসার সময় রাস্তায় নামল জোর বৃষ্টি। কোনওদিকে যাবার সুযোগ পাচ্ছিলাম না, কোথাও দাঁড়াতেও পারছিলাম না। তারপর সেই বৃষ্টিতে ভিজেই আনন্দ করতে করতে সব বন্ধু আবার যে যার বাড়ি ফিরে এলাম। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে এই এই মুহূর্তগুলো হয়তো আর ফিরে আসবে না। কিন্তু আজীবন স্মৃতির পাতায় লেখা থাকবে এই সুন্দর বৃষ্টিভেজা রথযাত্রার দিনগুলোর কথা। ভুলব না সেই বন্ধুদের কথাও।

- **সন্দীপন দাস**, প্রথম বর্ষ, ময়নাগুড়ি কলেজ

মনে পড়ে

রথের মেলায় সন্ধ্যা নামলে আলোর খেলা চলে,
ঘোরে চাকা নাগরদোলা ঝিলমিলে দীপ জ্বেলে।
রঙিন দোকান সাজিয়ে বসে রকমারি সব খাবার,
মিষ্টি স্বাদে মন ভেসে যায় মেলাতে এসে আবার।
জগন্নাথ আজ সেজেগুজে রথের পরে থাকেন,
আবেশ দিয়ে ধরণীর বুক নতুন রঙে আঁকেন।
আষাঢ় মাসের ঝিরি বৃষ্টি, খুশির জোয়ার বয়,
চারিদিকের আনন্দতে মনটি বিভোর হয়।
মাসির বাড়ির মেলাঘরে লোক জমে যায় কত,
কোলাহলে মুখর সবাই, মেতে থাকে অবিরত।
আনন্দের সেই মধুর দিনটি রঙিন স্মৃতি হয়ে,
বুকের মাঝে মনে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে বয়ে।

- **প্রিয়ব্রত দে**, নবম শ্রেণি, সদর গভর্নমেন্ট হাইস্কুল, কোচবিহার

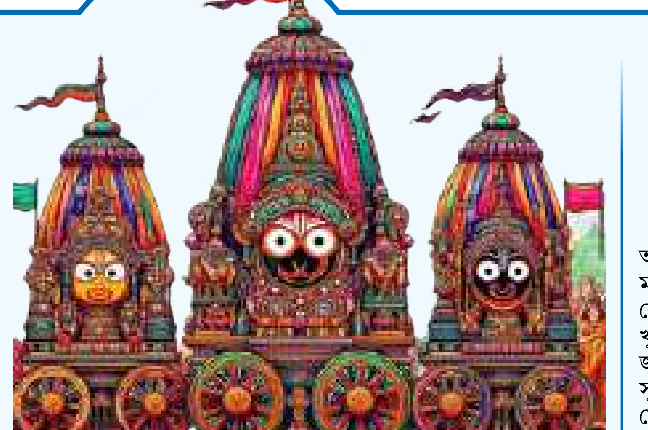

রথের স্মৃতি

রথের দড়ির টানে জাগে হৃদয়ের স্পন্দন,
শৈশবের দেখা সেই মেলা আজও শুভক্ষণ।
তালপাতার বাঁশি আর হরেকরকম খেলনা সাজানো,
পাঁপড় ভাজা, জিলিপি আর ধুলো ওড়ানো।
টানটান উত্তেজনায় রথ চলে ধীর গতিতে,
ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যাওয়ার অদ্ভুত এক স্মৃতিতে।
পুতুলনাচের আসর, আর বায়োস্কোপের খেলা,
আনমনে কেটে যেত সারাদিন ও দুপুর-বেলা।
হাওয়াই মিঠাই হাতে আর চোখেতে বিস্ময়,
রথের মেলার সেই স্মৃতি আজও মধুময়।

-- **দেবাদৃতা সাহা**, নবম শ্রেণি, সুনীতি অ্যাকাডেমি, কোচবিহার

প্রথম রথের মেলা

আষাঢ়ের দিনটি আজও
মনের খাতায় গাঁথা,
ছোট্টবেলার প্রশ্ন মনে
খুলল স্মৃতির পাতা।
জগন্নাথ ও বলরাম আর
সুভদ্রা তাঁর বোন,
মেলার ভিড়ে দেখি
তাঁদের আমি কিছুক্ষণ।
ছোট্টবেলার প্রথম মেলায়
বাবার আঙুল ধরে,
প্রথম রথের রশি ছুঁয়ে
আনন্দে প্রাণ ভরে।
স্মৃতিগুলো পুরোনো হলেও
আঁকা মনের কোণে,
মস্ত বড় সে রথ আজও
ভাসে আমার মনে।
এরপরও মেলায় গিয়েছি
ঘুরেছি, করেছি খেলা,
তবু ভুলতে পারিনি
প্রথম রথের মেলা।

-**রিম্পা সাউ**, দ্বাদশ শ্রেণি, পদ্মেশ্বরী হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

আমাদের লেখালেখি

আঁকিবুকি

অদ্রিজা মাহাতো, পঞ্চম শ্রেণি, মারাখাতা জুনিয়র বেসিক স্কুল।

ঐশিক দত্ত, চতুর্থ শ্রেণি, ডিএভি স্কুল, শিলিগুড়ি

সিদ্ধার্থ দেবনাথ, অষ্টম শ্রেণি, ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল।

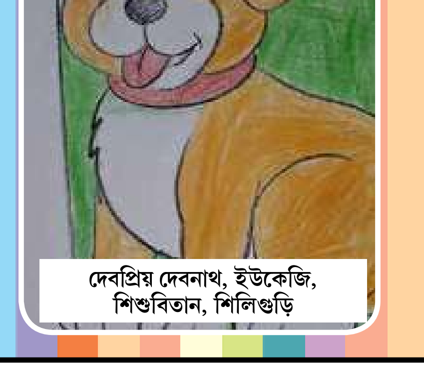

দেবপ্রিয় দেবনাথ, ইউকেজি, শিশুবিতান, শিলিগুড়ি

লার্জ ক্যাপ ফান্ডে লগ্নির এখনই সেরা সময়

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

করোনা মহামারির পর যে স্বপ্নের দৌড় শুরু করেছিল ভারতীয় শেয়ার বাজার, বিগত দু-বছরে তা একেবারেই স্তিমিত হয়েছে। টানা কয়েক মাসের সংশোধনে সর্বকালীন উচ্চতা থেকে অনেকটাই নীচে নেমে এসেছে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। এর বিপুল প্রভাব পড়েছে মিউচুয়াল ফান্ডের লগ্নিতেও। যাঁরা দীর্ঘকালীন মেয়াদে লগ্নি করেছেন, তাঁদের মুনাফা ক্রমশ কমেছে। যাঁরা সদ্য লগ্নি করেছেন তাঁদের অনেকেরই লোকসান চলছে। বিশেষত যাঁদের লগ্নি লার্জ ক্যাপ ফান্ডে, তাঁদের অনেকেই হতাশ হয়েছেন। অনেকে লগ্নি তুলে নিচ্ছেন বা এসআইপিও বন্ধ করে দিচ্ছেন। সময় বিচার করলে এমন সিদ্ধান্ত কিন্তু হঠকারী হতে পারে। শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়ালে কিন্তু এই লার্জ ক্যাপ ফান্ডই সবার আগে দৌড় শুরু করবে। লার্জ ক্যাপ ফান্ডগুলির বিগত পাঁচ বছরের পারফরমেন্স বিচার করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

লার্জ ক্যাপ ফান্ডের তহবিলের ৮০ শতাংশ লার্জ ক্যাপ স্টকে বিনিয়োগ করা হয়। এই স্টকের বেশিরভাগই ইন্ডেক্স বা সূচকের অন্তর্ভুক্ত। এইসব স্টকের দাম কমায় যেমন সূচকও নেমেছে তেমনই লার্জ ক্যাপ ফান্ডের রিটার্নেও তার প্রভাব পড়েছে। এর পাশাপাশি লার্জ ক্যাপ ফান্ডে মূলত লগ্নি রয়েছে দেশি ও বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির। বিদেশি লগ্নিকারীরা লগ্নি তুলে নেওয়ার এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে বিভিন্ন লার্জ ক্যাপ স্টকের দামেও। চলতি মাসে ফের বিদেশি লগ্নিকারীরা ক্রেতার ভূমিকায় ফিরতে শুরু করেছেন। আগামী দিনে তাই অনেক চমক দেখাতে তৈরি লার্জ ক্যাপ স্টক। পাশাপাশি লার্জ ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ডও।

লার্জ ক্যাপ ফান্ড কী?

লার্জ ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ড হল এক ধরনের ফান্ড যেখানে তহবিল মূলত লার্জ ক্যাপ স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করা হয়। সাধারণত কোনও সংস্থার মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ২০ হাজার কোটি টাকার বেশি হলে তাকে লার্জ ক্যাপ ফান্ড বলা হয়।

কারা বিনিয়োগ করবেন?

মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের ফান্ডে ঝুঁকির মাত্রাও ভিন্ন হয়। বিশেষত যে কোনও ইকুইটি ফান্ড সর্বদাই ঝুঁকিপূর্ণ হয়। আবার রিটার্নের বিচারে এই ধরনের ফান্ডই সব থেকে এগিয়ে। যাঁদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বেশি এবং বড় রিটার্ন পেতে আগ্রহী তাঁরা ইকুইটি ফান্ডে লগ্নির কথা ভাবতে পারেন। যাঁদের বয়স তুলনামূলক কম এবং পোর্টফোলিওর আকার ছোট তাঁরা ইকুইটি ফান্ড বেছে নিতে পারেন। ইকুইটি ফান্ডগুলির মধ্যে সব থেকে ঝুঁকি কম লার্জ ক্যাপ ফান্ডে। তাই লগ্নির বড় অংশ এই ধরনের ফান্ডে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এক কথায় কম ঝুঁকি এবং মাঝারি রিটার্ন পেতে আদর্শ হতে পারে লার্জ ক্যাপ ফান্ড।

কেন বিনিয়োগ করবেন?

এই ফান্ডের তহবিল লার্জ ক্যাপ স্টকে বিনিয়োগ করা হয়। এর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে-

- লার্জ ক্যাপ সংস্থাগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাদের আয়ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ফলে ফান্ডের চরিত্রও অনেক স্থিতিশীল হয়।
- মিড ও স্মল ক্যাপের তুলনায় লার্জ ক্যাপ ফান্ডে ঝুঁকি কম।
- দীর্ঘ মেয়াদে অন্যান্য ইকুইটি ফান্ডের তুলনায় বেশি রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- শেয়ার বাজারের ওঠানামার প্রভাব লার্জ ক্যাপ ফান্ডে অনেকটাই কম পড়ে।
- আর্থিক মন্দা বা যে কোনও নেতিবাচক পরিস্থিতি থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসতে পারে লার্জ ক্যাপ সংস্থাগুলি।

লার্জ ক্যাপ ফান্ডের অসুবিধা

লার্জ ক্যাপ ফান্ডে অন্যান্য ইকুইটি নির্ভর ফান্ডের তুলনায় ঝুঁকি কম থাকলেও কিছু নেতিবাচক দিক রয়েছে-

কম রিটার্ন : মিড ক্যাপ বা স্মল ক্যাপ ফান্ডে ঝুঁকি বেশি হলেও রিটার্ন বেশি পাওয়া যায়। এই ধরনের ফান্ডের তুলনায় লার্জ ক্যাপ ফান্ড দ্রুত বা অতিরিক্ত বেশি মুনাফা দিতে পারে না।

কম বৃদ্ধি : লার্জ ক্যাপ সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত এবং ব্যবসার অঙ্কও বিপুল হয়। তাই তাদের বৃদ্ধির হার ছোট বা মাঝারি সংস্থার তুলনায় কম হয়।

শেয়ার বাজারের পতন : শেয়ার বাজারের পতনে এই ফান্ডে বেশি প্রভাব পড়ে। কারণ পতনে বড় ভূমিকা থাকে লার্জ ক্যাপ স্টকেরই।

ফান্ড ম্যানেজারের দক্ষতা : এই ফান্ডের পারফরমেন্স অনেকাংশে ফান্ড ম্যানেজারের দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল।

স্মল ও মিড ক্যাপ ফান্ডের সঙ্গে পার্থক্য

লার্জ ক্যাপ ফান্ডের তহবিল যেমন লার্জ ক্যাপ সংস্থার শেয়ারে বিনিয়োগ করা হয়, তেমনই স্মল ও মিড ক্যাপ ফান্ডের তহবিল বিনিয়োগ করা হয় যথাক্রমে স্মল ও মিড ক্যাপ সংস্থার শেয়ারে। লার্জ ক্যাপ সংস্থাগুলি প্রতিষ্ঠিত এবং বড় সংস্থা হওয়ায় এরা যে কোনও পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে পারে এবং বাজারের বুল রান এলে এদের দাম লক্ষ্যণীয়ভাবে বাড়ে। অন্যদিকে বুল রানের সময় স্মল ও মিড ক্যাপ সংস্থার শেয়ারদর অনেক সময় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে। তাই এই ধরনের ফান্ডের মুনাফা লার্জ ক্যাপ ফান্ডের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে বেশি হয়। তবে বাজারের পতন বা আর্থিক মন্দায় এসব সংস্থার শেয়ারদরে ধস নামে যা ফান্ডের পারফরমেন্সে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সেরা কয়েকটি লার্জ ক্যাপ ফান্ড

ফান্ড	১ বছরে রিটার্ন
১) কোয়ান্ট লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১২.৮২ শতাংশ
২) পিজিআইএম রিটায়ারমেন্ট ফান্ড	৬.৬৭ শতাংশ
৩) ইনভেস্কো ইন্ডিয়া লার্জ ক্যাপ ফান্ড	৫.২০ শতাংশ
৪) ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া লার্জ ক্যাপ ফান্ড	৪.৪৮ শতাংশ
৫) টাটা লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১.৯২ শতাংশ
৬) বাজাজ ফিনসার্ভ লার্জ ক্যাপ ফান্ড	০.৯২ শতাংশ
৭) হোয়াইট ওক ক্যাপিটাল লার্জ ক্যাপ ফান্ড	০.৪৮ শতাংশ
৮) এসবিআই লার্জ ক্যাপ ফান্ড	০.০৪ শতাংশ

বিচার্য বিষয়

- লক্ষ্য : যে কোনও লগ্নির আগে নিজের আর্থিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা জরুরি। আর্থিক লক্ষ্য ঠিক করার পর সেই অনুযায়ী পোর্টফোলিওতে লার্জ ক্যাপ ফান্ডের জন্য বরাদ্দ করতে হবে।
- ঝুঁকি : আপনার ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা অনুযায়ী লার্জ ক্যাপ ফান্ডে বিনিয়োগ বরাদ্দ নির্ধারণ করতে হবে। বয়স যত বেশি হবে বরাদ্দের পরিমাণ তত কম হবে।
- ফান্ডের পারফরমেন্স : বাজারে চালু কোনও লার্জ ক্যাপ ফান্ডে বিনিয়োগ করতে হলে সেই ফান্ডের বিগত ৪-৫ বছরের পারফরমেন্স বিচার করতে হবে। সাধারণত শেয়ার সূচকের তুলনায় বেশি রিটার্ন দিলে সেই ফান্ডের পারফরমেন্স ভালো ধরা হয়।
- ফান্ড ম্যানেজার : যে কোনও ফান্ডের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেন সেই ফান্ডের ম্যানেজার। তাঁর অতীত রেকর্ড বিচার করেই উপযুক্ত লার্জ ক্যাপ ফান্ড নির্বাচন করতে হবে।
- খরচ : যে কোনও ফান্ডে বিনিয়োগ করলে ম্যানেজমেন্ট ফি, অপারেশন চার্জ ইত্যাদি নানান খরচ বহন করতে হয় লগ্নিকারীকে। এই খরচের তুলনামূলক পর্যালোচনার পরই ফান্ড বাছাই করতে হবে।
- ফান্ড হাউসের খ্যাতি : যে কোনও ফান্ড হাউসের গুণমান এবং খ্যাতি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে যেসব ফান্ড হাউস কাজ করে আসছে তাদের লার্জ ক্যাপ ফান্ড নির্বাচন করা যেতে পারে।
- আয়কর : মিউচুয়াল ফান্ডে এক বছরের বেশি সময় বিনিয়োগ করলে লাভের ওপর ১০ শতাংশ হারে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন লাভ কর দিতে হয়। লগ্নির সময় এক বছরের কম হলে করের হার ১৫ শতাংশ হয়। তবে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত লাভ কর মুক্ত। এছাড়া সেস, সাস চার্জ ইত্যাদিও গুনতে হয়।

সতর্কীকরণ : মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

আশঙ্কার মেঘ ভারতীয় শেয়ার বাজারে

বোধিসত্ত্ব খান

পর পর পাঁচদিন ভারতীয় শেয়ার বাজারে পতন। এটা যে অস্বাভাবিক তা কিন্তু নয়। দীর্ঘ তিন মাসের যুদ্ধ শেষে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে যখন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তখন বিনিয়োগকারীরা আশা করেছিলেন যে বাজারে আপাতত কিছুটা স্থিতিশীলতা আসবে। কিন্তু বাস্তবে ঘটে উলটো ঘটনা। ব্রেন্ট ক্রুড অয়েল, যা একসময় প্রতি ব্যারেল ১২৬ ডলারে পৌঁছেছিল, তা নেমে এসেছিল প্রায় ৭৫ ডলারে। তবে এই স্বস্তিও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মধ্যপ্রাচ্যে আবারও তীব্র সংঘর্ষ শুরু হওয়ায় বিশ্ব অর্থনীতি নতুন করে বড় ধরনের বিপদের মুখে পড়েছে।

ইরান ইতিপূর্বেই 'স্ট্রেট অফ হরমুজ' বন্ধ করেছিল। এবার ইয়েমেনে বিপ্লবী দল হুতিরাও লোহিত সাগর সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে এবং একের পর এক সৌদি আরবের তেলবাহী জাহাজগুলিকে আক্রমণ করে চলেছে। মধ্যপ্রাচ্য দিয়ে বিশ্বের মোট ২০ শতাংশ তেল প্রত্যেকদিন রপ্তানি হয়ে থাকে, তা সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার মুখে।

উল্লেখ্য, অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেলে ১০ ডলার বৃদ্ধি পেলে ভারতের জিডিপি প্রায় ০.৪ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে আগামী ত্রৈমাসিকগুলিতে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতি কমে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এর ওপর টাকার মান ডলারের তুলনায় ফের দুর্বল হতে শুরু করায় ভারতীয় অর্থনীতি এখন দ্বৈত আঘাতের মুখে।

বিগত দুই বছর ধরে বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (এফআইআই) ভারতীয় বাজার থেকে শেয়ার বিক্রি করে মূলধন তুলে নিচ্ছেন। চলতি জুলাই মাসেও সেই ধারা অব্যাহত। কেবল এই মাসেই এখনও পর্যন্ত এফআইআই'রা মোট ১১,৭২৮.৯৫ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছেন। যুদ্ধের দিনগুলিতে সোনার দাম সেভাবে না বাড়লেও ভারতের সোনা আমদানিতে খুব একটা ভাঁটা পড়েনি।

অন্যদিকে, বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থনৈতিক বৃদ্ধি মন্থর হতে পারে। এর ফলে ভারতের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ঘাটতি এবং ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ঘাটতি আরও বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। (উল্লেখ্য, এফডিআই, পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট, বিদেশি ঋণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারের পরিবর্তন ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের অন্তর্ভুক্ত।)

জুলাই মাসে প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্থার ত্রৈমাসিক ফলাফল মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। এইচডিএফসি ব্যাংক, ইনফোসিস, টিসিএস এবং অ্যাক্সিস ব্যাংকের মতো বড় সংস্থাগুলি বিনিয়োগকারীদের হতাশ করেছে। পাশাপাশি আদানি গ্রিন এনার্জি এবং করোমণ্ডল ইন্টারন্যাশনালের ফলাফলও ভালো হয়নি। সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও প্রত্যাশার চেয়ে ভালো ফল করেছে আইসিআইসিআই ব্যাংক, ইটুই নেটওয়ার্ক, উজ্জীবন স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক, ভেল এবং হিন্দুস্থান জিংক।

ভারতীয় শেয়ার বাজারের জন্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা। তেলের অস্বাভাবিক দামবৃদ্ধির ফলে ইতিমধ্যেই তীব্র চাপের মুখে পড়েছে অটোমোবাইল, পেইন্টস, টায়ার, অয়েল অ্যান্ড গ্যাস এবং ফার্টিলাইজারের মতো ক্ষেত্রগুলি। মূল্যবৃদ্ধি হলে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে ফিন্যান্সিয়াল (ব্যাংকিং ও এনবিএফসি), রিয়েল এস্টেট এবং ক্যাপিটাল মার্কেট সেক্টরেও।

কেবল ভারত নয়, সমগ্র এশীয় বাজারেই এই মুহূর্তে ধস নেমেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়ে অতিরিক্ত উন্মাদনার কারণে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন দেশ থেকে টাকা তুলে নিয়ে তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপানে ঢালছিলেন। তবে সম্প্রতি অস্থিরতার কারণে কেবল এক মাসেই দক্ষিণ কোরিয়ার বাজার ২১ শতাংশ এবং তাইওয়ানের বাজার ৫ শতাংশ পতন দেখেছে। বিনিয়োগকারীরা এখন সেখান থেকেও টাকা তুলে নিতে চাইছেন। দীর্ঘমেয়াদে যা ভারত বা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির জন্য কিছুটা ইতিবাচক হতে পারে।

বিগত শুক্রবার যে কোম্পানিগুলি তাদের নিম্নস্তর ছোঁয় তার মধ্যে রয়েছে গোডিজিট, ইউটিআইএএমসি, ইন্ডিয়া মার্ট, টাটা এলেক্সি, আরভিএনএল, আইআরএফসি, জুভিলান্ট ফুড, রিলায়েন্স প্রভৃতি। ৫২ সপ্তাহে উচ্চতা ছুঁয়েছে লরাস ল্যাব, নুভামা ওয়েলথ, সোনা বিএলডব্লিউ প্রভৃতি।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

সপ্তাহভর পতনের পর সেনসেক্স এবং নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৭৬০৫৯.৭৭ এবং ২৩৭৬৭.৪৫ পয়েন্টে। পাঁচদিনের লেনদেনে দুই সূচক খুইয়েছে যথাক্রমে ২০৯১.৬৮ এবং ৫৬৬.৮৫ পয়েন্ট। বিগত সপ্তাহে শেয়ার বাজারের ঘুরে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি ফের ধাক্কা খেয়েছে। এই পতনের রেশ আগামী সপ্তাহে কমতে পারে। যা বিনিয়োগকারীদের কাছে লগ্নির বড় সুযোগ হতে পারে। ওঠানামা চললেও ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হতে পারে শেয়ার বাজার। এই বিষয়টি বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। এই কঠিন সময়ে শেয়ার বাজারে টিকে থাকার লড়াইতে জোর দিতে হবে। যে কোনও ভুল পদক্ষেপ বড় লোকসানের কবলে ফেলতে পারে লগ্নিকারীদের।

শেয়ার বাজারের পতনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ। বিগত দুই সপ্তাহ ধরে টানা হামলা করছে আমেরিকা। আরও বড় হামলার ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর পাশাপাশি ইরান সমর্থিত জঙ্গি গোষ্ঠী হুতি সৌদি আরবের ট্যাংকারে হামলা চালিয়ে যুদ্ধের তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। সংঘাতের তীব্রতা আরও বাড়লে অশোধিত তেলের দাম আরও বাড়বে। যার বিপুল প্রভাব পড়তে পারে দেশের অর্থনীতিতে। এই আশঙ্কায় ধস নেমেছে শেয়ার বাজারে। আমেরিকার নতুন করে যুদ্ধ বিরতি নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব ইরান বাতিল করায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে।

কয়েক সপ্তাহ চুপ থাকার পর ফের ট্যারিফ নিয়ে মাঠে নেমেছে আমেরিকা। চলতি সপ্তাহে জেনেরিক ড্রাগসে ১০০ শতাংশ ট্যারিফ বসানোর কথা ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। এই ঘটনা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ট্রাম্প প্রশাসনের মূল নীতিতে এখনও রয়েছে ট্যারিফ। যা সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

অন্যদিকে মার্কিন বন্ড ইল্ডের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। বন্ড ইল্ড বাড়লে এদেশ থেকে লগ্নি সরিয়ে মার্কিন বন্ডে লগ্নির প্রবণতা বাড়বে। আগামী দিনে তাই আরও লগ্নি তুলে নিতে পারে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। ফলে ধাক্কা খেতে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

অন্যদিকে সোনা-রুপোর দাম ফের স্থিতিশীল হচ্ছে। টানা সংশোধনের পর এই দুই মূল্যবান ধাতুর দাম অনেকটাই কমেছে। আগামী দিনে ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে সোনা-রুপোর দাম।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **টাটা পাওয়ার** : বর্তমান মূল্য-৩৭৪.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৬৫/৩৪২, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৩৫৫-৩৭০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৯৬৩৩, টার্গেট-৪৮০।
- **টাইটান** : বর্তমান মূল্য-৪৬৭৭.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৭৩৩/৩৩০৩, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৪৪০০-৪৬০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪১৫২১৭, টার্গেট-৫৭০০।
- **রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ** : বর্তমান মূল্য-১২৭৮.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬১২/১২৪৯, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১২০০-১২৬০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৭২৯৪৫৮, টার্গেট-১৫৩০।
- **এইচডিএফসি ব্যাংক** : বর্তমান মূল্য-৭৪২.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০২০/৭২৬, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৭১০-৭৩৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৪৪২৯৪, টার্গেট-৯৪৫।
- **মাদারসন** : বর্তমান মূল্য-১৪৪.৫৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৫৫/৯০, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-১৩৫-১৪০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৫৩৬১৯, টার্গেট-১৭০।
- **সিজি পাওয়ার** : বর্তমান মূল্য-৮৬৭.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৯৮১/৫২৫, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৮০০-৮৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩৬৬৬৩, টার্গেট-১০৫০।
- **মেরিকো** : বর্তমান মূল্য-৮৫৫.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৭৩/৬৯০, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৮১০-৮৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১১০৮৯, টার্গেট-৯৮৫।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

হাওড়ার ফুড পার্কে আমূল তাদের 'আমূল বেঙ্গল ডেয়ারি প্রকল্প' স্থাপন করছে। ১৯ জুলাই প্রস্তাবিত কারখানার ভূমিপুজোয় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শা। এই কারখানায় প্রতিদিন প্রায় ১০০০ মেট্রিকটন অর্থাৎ ১০ লক্ষ কেজি দই এবং অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন করবে আমূল। এটি হবে বিশ্বের বৃহত্তম দই উৎপাদনকারী কারখানা। এর পাশাপাশি এই কারখানায় দৈনিক ১০ লক্ষ লিটার প্যাকেটজাত দুধ ও ২ লক্ষ লিটার ইউএইচটি দুধ, ১ লক্ষ লিটার আইসক্রিম, ২০ মেট্রিকটন পনির, ১০ মেট্রিকটন ঘি এবং ১০ মেট্রিকটন মিষ্টি। এই কারখানায় কাঁচামাল সরবরাহ করে উপকৃত হবেন প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার দুগ্ধ উৎপাদক এবং পশুপালক। কয়েক দশক আগেও দেশের মধ্যে শিল্পে প্রথম সারিতে ছিল এই বাংলা। বিগত কয়েক দশকের খরা কাটিয়ে ফের শিল্পোদয়ের দিশা দেখাতে পারে এই 'আমূল' প্রকল্প।

জ্যামিংয়ের টানে

গানে বন্ধুর খোঁজ

সংগীত ও আড্ডার মেলবন্ধনে জ্যামিং কালচার এই শহরে বরাবরই জনপ্রিয় ছিল। এখন আরও দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে 'কমিউনিটি জ্যামিং কালচার'। অচেনা মানুষকে চেনা, নতুন বন্ধু তৈরি করা, সমস্ত সীমাবদ্ধতা এড়িয়ে গানে গানে এক সুরে সবার সঙ্গে ভেসে চলার মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাচ্ছেন সকলে। খোঁজ নিলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : এক সন্ধ্যায় শহরের এক ক্যাফেতে বসে গিটারে টুংটাং করছিলেন অভিষেক ভট্টাচার্য। একদল এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কী গান করেন?' মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাতেই আসে গান গাওয়ার আবদার। গান শুরু হতেই একে একে সবাই সুর ধরল অভিষেকের সঙ্গে। সকলকে শুনে আরও কয়েকজনও এগিয়ে এলেন। রীতিমতো 'জ্যামিং' শুরু হল। কখনও বাংলা ব্যান্ডের গান আবার কখনও ফোক, এইভাবে একে একে গান চলতে থাকল অনেকক্ষণ। সেই একদল তরুণের সঙ্গে বন্ধুত্বও হল অভিষেকের, এরপর ধীরে ধীরে কখনও বাড়ির ছাদে, কখনও কোনও বন্ধুর বাড়িতে চলতে থাকল জ্যামিং সেশন, যা এখনও চলছে।

১৯৩০-এর দশকে আমেরিকার জ্যাজ বাদকরা কাজের সময় শেষে বা গভীর রাতে কোনও ক্লাবে একত্রিত হয়ে মূলধারার বাইরে নিজেদের মতো করে সুর নিয়ে নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা বা ইম্প্রোভাইজেশন করতেন। ধারণা করা হয়, এই স্বতঃস্ফূর্ত সুরের মিলনমেলাকে 'সেম সেশন' বলা হত, যা পরবর্তীতে উচ্চারণের ভুলে 'জ্যাম সেশন' রূপ নেয়।

মূলধারা একই থাকলেও জ্যামিং এখন আরও উচ্চপর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে। অচেনা মানুষরা যাতে আরও বেশি সংখ্যায় এক জায়গায় হয়ে জ্যামিংয়ের মাধ্যমে গানে মেতে উঠতে পারে, সে কারণে বিভিন্ন শো আয়োজিত হচ্ছে শহরে। আয়োজকরাও বলছেন জ্যামিংয়ের বেশ জনপ্রিয়তা রয়েছে। শুধুমাত্র একটা 'কিক'-এর প্রয়োজন হয়। এক-দুটো গানে সেই ভাবটা সবার মধ্যে চলে এলেই একে একে সবাই তাতে জুড়ে যায়।

অগাস্টে এমনই এক অনুষ্ঠানে যাওয়ার টিকিট কেটেছেন দেশবন্ধুপাড়ার সুরভি জোয়ারদার। সুরভি মুম্বইয়ের এক বান্ধবীর কাছে এমন জ্যামিং শো-এর গল্প শুনেছেন। এই শহরে কখনও দেখেননি। কলেজ পড়ুয়া সুরভি বন্ধুদেরও বলেছেন টিকিট কাটতে। যদিও তাঁর কথায়, 'বন্ধুরা না গেলেও অসুবিধা নেই, আমি একাই যাব। এমন একটা জায়গায় বন্ধু হতে সময় লাগবে না। আমি তো খুব জোরে জোরে জ্যামিংয়ের গানে গলা মেলাব সেদিন।'

এদিকে, সৌরভ সান্যাল দিনভর পিঠে গিটার নিয়ে ঘোরেন। স্বপ্ন একদিন বড় গাইয়ে হবেন। যেখানেই সুযোগ পান গিটার বাজিয়ে গাইতে শুরু করেন। গান শুনে এগিয়ে আসেন অনেকে। এই সুবাদে অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্বও হয়েছে। তাঁদের সঙ্গেই মাঝেমধ্যে জ্যামিংয়ের আসর বসান বাঘা যতীন পার্ক কিংবা ডাবগ্রামের সূর্যনগর মাঠের পাশে। সেখানে গাওয়া হয় একের পর এক মনপসন্দ গান। কখনও বন্ধুত্বের, কখনও ছেড়ে যাওয়ার, কখনও বা অন্যকিছু। বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি কোনও ভাষার বাধ্যবাধকতা নেই। সৌরভ বলেন, 'জ্যামিংয়ে কোনও সীমাবদ্ধতা নেই, যাঁরা গান ভালোবাসেন তাঁরা চলে আসেন। তাঁরাও আমাদের সঙ্গে সুর মেলান। সবার জন্যই যেন এটা একটা থেরাপির কাজ করে তখন।'

রেট্রো গান, কেকে-র গান কিংবা বাংলা ব্যান্ডের গান একটা 'কিক' দেয় গানের শিক্ষক এবং গীতিকার অরিজিৎ পালকে। ক্যাফেতে জ্যামিংয়ের সময়টা তাঁর কাছে বেশ নস্টালজিয়ার। সেখানে একসঙ্গে গাইতে গাইতে এমন অনেক বন্ধুবান্ধব হয়েছেন, যাঁরা আজ রীতিমতো অরিজিতের পরিবারে পরিণত হয়েছেন। এখন তাঁর বাড়িতে সেই বন্ধুদের অবাধ যাতায়াত। অরিজিৎ বলছিলেন, 'জ্যামিংয়ে সবার গানের ঝুলি থেকে গানের আদানপ্রদান হয়। সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এখানে অংশগ্রহণ করেন। সবাই ভীষণ ভালোবেসে কাছে এসে জ্যামিংয়ে যোগ দেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় গানের জগতের অনেকের সঙ্গে আলাপের পর মনে হয়েছে আমরাও একদিন জ্যামিং করতে পারি, এবং করেছিও। গানের জগতের অনেকের সঙ্গে জ্যামিংয়ের মাধ্যমে আমার পরিচয় হয়েছে।'

এইভাবে গানের তালে তাল মেলাতে মেলাতে সম্পূর্ণ অপরিচিতরাও এখন হয়ে উঠছেন বন্ধু। যান্ত্রিক জীবনের নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে মানসিক প্রশান্তি এবং মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরির অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে এই জ্যামিং সেশনগুলি।

> সোশ্যাল মিডিয়ায় গানের জগতের অনেকের সঙ্গে আলাপের পর মনে হয়েছে আমরাও একদিন জ্যামিং করতে পারি এবং করেছিও। অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।
>
> **– অরিজিৎ পাল**

> জ্যামিংয়ে কোনও সীমাবদ্ধতা নেই, যাঁরা গান ভালোবাসেন তাঁরা চলে আসেন। তাঁরাও আমাদের সঙ্গে সুর মেলান। সবার জন্যই যেন এটা একটা থেরাপির কাজ করে তখন।
>
> **– সৌরভ সান্যাল**

> জ্যামিংয়ে যোগ দিতে মুম্বই যাচ্ছি। বন্ধুরা না গেলেও অসুবিধা নেই আমি একাই যাব। এমন একটা জায়গায় বন্ধু হতে সময় মনে হয় খুব একটা লাগবে না।
>
> **– সুরভি জোয়ারদার**

বেআইনি নির্মাণ ভাঙল পুরনিগম

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধুপাড়ায় একটি আবাসনের একতলার বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দিল পুরনিগম। শনিবার সকালে পুরকর্মীরা ওই আবাসনের পার্কিং এলাকায় অবৈধভাবে তৈরি করা দোকানঘরগুলি ভেঙে দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুরনিগমের এই অভিযানের ফলে প্রোমোটারের প্রতারণার শিকার হওয়া সাধারণ মানুষের অসহায়তা ও আর্থিক ক্ষতির বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে। ভুক্তভোগী বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রোমোটারের চক্রান্তের কারণেই আজ সাধারণ ক্রেতাদের চরম ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। তাই দোষী প্রোমোটারের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন তাঁরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১৬ বছর আগে ওই আবাসনের পার্কিং এলাকাটি প্রোমোটারের কাছ থেকে কিনেছিলেন আটজন ব্যক্তি। পরবর্তীকালে সেই পার্কিং স্পেসের সামনের অংশে কয়েকটি দোকানঘর তৈরি করা হয়। এক ব্যক্তি তাঁর কেনা জায়গার একটি অংশে সেলুন ভাড়া দেন। কিন্তু জায়গা ভাড়া দেওয়া নিয়ে ওই সেলুন মালিকের সঙ্গে জায়গার মালিকের বিবাদ শুরু হয়। একটি আবাসিক ভবনে কীভাবে দোকান চলতে পারে, তা নিয়ে বছর তিনেক আগে পুরনিগমে অভিযোগ জানান অনুষ্টুপ দত্ত নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা। পুরনিগমে এ নিয়ে একাধিকবার শুনানি হয়। গত মার্চ মাসেই ওই অবৈধ পার্কিংয়ের জায়গার নির্মাণ ভেঙে দেওয়ার কথা ছিল। অবশেষে শনিবার সকালে পুরকর্মীরা সেখানে অভিযান চালিয়ে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেন।

অভিযোগকারী অনুষ্টুপ দত্ত বলেন, 'বিল্ডিং প্ল্যান ও সেল ডিড অনুযায়ী ওই আবাসনের গ্রাউন্ড ফ্লোরের পুরোটাই গ্যারাজ। কিন্তু সেখানে অবৈধভাবে দোকানপাট চলছিল। এর বিরুদ্ধে পুরনিগমে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ জানিয়ে আসছিলাম। পুরনিগম অবশেষে যথাযথ পদক্ষেপ করায় তাদের সাধুবাদ জানাই।'

এদিকে, পুরনিগমের এই অভিযানের পর প্রোমোটারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পার্কিং স্পেসের মালিকরা। আটজন মালিকের অন্যতম তথা স্থানীয় বাসিন্দা রাজীব চন্দের অভিযোগ, '১৬ বছর আগে যখন জায়গাটি কিনেছিলাম, তখন প্রোমোটার আমাদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেছিলেন। জায়গাটি যে ওপেন গ্যারাজ, তা বিক্রি করার সময় আমাদের বলা হয়নি। প্রোমোটার গোটা পার্কিং এলাকাটিকে ঘিরে, ভাগ করে সকলের কাছে বিক্রি করেছিলেন।' সাধারণ মানুষের অসহায়তার কথা তুলে ধরে রাজীববাবু আরও বলেন, 'শহরজুড়ে মুনাফার লোভে প্রোমোটাররা এভাবে অবৈধ নির্মাণ করে বিক্রি করছেন। কিন্তু কারও লাইসেন্স বাতিল হচ্ছে না। অভিযোগ, কাটমানি দিয়ে প্রোমোটাররা পার পেয়ে যাচ্ছেন। আর কষ্টার্জিত টাকায় সেই জায়গা কিনে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।'

- দেশবন্ধুপাড়ায় একটি আবাসনের পার্কিং এলাকায় অবৈধ দোকান ভেঙে দিল পুরনিগম
- ১৬ বছর আগে প্রোমোটারের কাছ থেকে ওই পার্কিং স্পেস কিনেছিলেন আটজন ব্যক্তি
- প্রোমোটার তথ্য গোপন করে ওপেন গ্যারাজের জায়গা বিক্রি করেছিলেন বলে অভিযোগ
- পুরনিগমের অভিযানে বড়সড়ো আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন ওই জায়গার ক্রেতারা

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সংশ্লিষ্ট ভবনের প্রোমোটার সুদীপ্ত ভৌমিক। তাঁর সাফাই, 'নিয়ম মেনেই পার্কিংয়ের জায়গাটি ভাগ করে গ্যারাজ হিসেবে বিক্রি করেছিলাম। কিন্তু সেখানে দোকানঘর ভাড়া দেওয়া নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। নিজেদের স্বার্থে কেউ কেউ পার্কিংয়ের জায়গাটি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করছিলেন। সেই কারণেই পুরনিগম তা ভেঙে দিয়েছে।'

দেশবন্ধুপাড়ায় আবাসনের অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিচ্ছেন পুরকর্মীরা।

থানায় বিক্ষোভ চিকিৎসকদের

মারধরে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার দাবি

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৫ জুলাই : হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মারধরের ঘটনায় মূল অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার না হওয়ায় পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভে ফেটে পড়ল চিকিৎসক মহল। ঘটনার প্রতিবাদে এবং নিরাপত্তার দাবিতে শনিবার ইসলামপুর থানার মূল গেট আটকে বিক্ষোভ দেখালেন চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের আশ্বাসে এদিনের মতো আন্দোলন স্থগিত হলেও, সোমবারের মধ্যে অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার না হলে মঙ্গলবার থেকে জোরদার আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে চিকিৎসকদের দুটি সংগঠন। এদিকে, আন্দোলন চলাকালীন সাংবাদিকরা ছবি তুলতে গেলে আইসি সাংবাদিকদের ক্যামেরা বন্ধ করার নির্দেশ দেন এবং ক্ষোভের মুখে পড়ে নিজের ব্যর্থতার দায় সাংবাদিকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর এই আচরণে হতভম্ব হয়ে পড়েন আন্দোলনকারীরাও। পুলিশ সুপার রাকেশ সিং আইসির এই মন্তব্য 'যথাযথ নয়' বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি আশ্বস্ত করেছেন যে, ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ হাসপাতালের নার্স, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের একটা অংশ থানায় পৌঁছায়। সেখানে গিয়ে তাঁরা জানতে পারেন, মূল অভিযুক্তদের কাউকেই পুলিশ এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এর পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্বাস্থ্যকর্মীরা। বিচারের দাবিতে ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড হাতে থানার মূল গেট আটকে মাটিতে বসে ধর্না শুরু করেন তাঁরা। হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টা পুলিশি নিরাপত্তা ও অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে স্লোগান উঠতে থাকে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে ইসলামপুর থানার আইসি শোভন কর্মকার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলতে আসেন। তখনই শুরু হয় উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়।

শনিবার ইসলামপুর থানায় চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিক্ষোভ।

আন্দোলনের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকরা ছবি ও ভিডিও করার সময় আচমকাই আইসি তাঁদের ক্যামেরা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশে মন্তব্য করেন, 'আপনাদের জন্যই এতকিছু হচ্ছে।' আইসির এই আচরণে ক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীরা তাঁর সঙ্গে আলোচনায় নারাজ মনোভাব দেখান। তাঁরা সাফ জানিয়ে দেন, পুলিশ সুপার নিজে এসে আশ্বস্ত করলে তবেই আন্দোলন স্থগিত হবে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে কিছুক্ষণের মধ্যেই থানায় পৌঁছান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা। আন্দোলনকারীদের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর এদিনের মতো আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস-এর রাজ্য সহ সম্পাদক পার্থ ভদ্র থানায় দাঁড়িয়ে বলেন, 'হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টা পুলিশ মোতায়েনের দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। তবে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের বিষয়ে পুলিশ নির্দিষ্ট করে কিছু বলেনি। তাই আমরা সোমবার পর্যন্ত সময় দিয়েছি। সোমবারের মধ্যে অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার না হলে মঙ্গলবার আলোচনাসাপেক্ষে পরবর্তী আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করা হবে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'পরবর্তীতে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে আমরা সকলে হাসপাতাল ছেড়ে বেরিয়ে যাব, বাকিটা পুলিশ বুঝবে।'

- হাসপাতালে চিকিৎসক নিগ্রহে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে থানায় বিক্ষোভ
- সোমবারের মধ্যে অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি
- চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে রোগীর পরিবারের অভিযোগ থাকায় মৃতের ময়নাতদন্ত রায়গঞ্জ মেডিকেলে

ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন-এর ইসলামপুর শাখার সম্পাদক সায়ন্তন কুণ্ডুর প্রতিক্রিয়া, 'গত এক বছরে আমাদের সঙ্গে একের পর এক এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ বারবার শুধু আশ্বাস দিয়েই কাজ সেরেছে। এবার আমরা শেষ দেখে ছাড়ব। সোমবারের মধ্যে অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার না হলে মঙ্গলবার পরিস্থিতি যে দিকেই মোড় নিক, তার দায়িত্ব আমরা নেব না।'

অভিযুক্তরা বিহারের বাসিন্দা হওয়ায় বিহার পুলিশের সহযোগিতা ছাড়া তাদের গ্রেপ্তার করা কার্যত কঠিন বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও পুলিশ সুপার রাকেশ সিং বলেছেন, 'একজনকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। বাকিদেরও দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে। হাসপাতালে পুলিশি নিরাপত্তা স্থায়ী করে দেওয়া হয়েছে।' সাংবাদিকদের টার্গেট করে আইসি'র মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ সুপার বলেন, 'এটা কেমন কথা? সাংবাদিকদের জন্য তো আর রোগী মারা যায়নি। আপনারা তো কোনও অশান্তিও করেননি। আমি নিজে বিষয়টি দেখে নেব। ভুল বোঝাবুঝি ঠিক নয়।'

অন্য একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ফিরোজা খাতুনের ময়নাতদন্ত এদিন ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে হয়নি। হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, নার্স ও চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে রোগীর পরিবারের অভিযোগ থাকায় বিতর্ক এড়াতে পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

তোলাবাজির অভিযোগে ধৃত

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশন সংলগ্ন বিভিন্ন দোকান থেকে তোলাবাজির অভিযোগ এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃত সুজাতা সরকার সাউথ কলোনি এলাকার বাসিন্দা। ওই মহিলার বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ তুলে নিউ জলপাইগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি কৌশিক কর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অভিযোগ, শুক্রবার দুপুরে ওই মহিলা জনাদশেক বহিরাগতকে নিয়ে এনজেপি স্টেশন সংলগ্ন কয়েকটি দোকানে গিয়ে হম্বিতম্বি করেন। তাছাড়া নিউ জলপাইগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির অফিস বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেন বলেও অভিযোগ। এরপরেই বিষয়টি নিয়ে ব্যবসায়ীরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পরে শুক্রবার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করেন।

উচ্ছেদের আশঙ্কা

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : আতঙ্কে দিন কাটছে আরও দুই ওয়ার্ডে রেল কলোনিতে থাকা বাসিন্দাদের। শনিবার রেলের তরফে পুরনিগমের ৪ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডে রেলের জমিতে গড়ে ওঠা আদর্শনগর, বিবেকানন্দনগর এবং স্বামীনগরে গড়ে ওঠা রেল কলোনিতে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়। রেলের জায়গা দখল করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন বস্তি এলাকায় উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, রেলের উন্নয়নের জন্য তাঁরা জায়গা ছাড়তে রাজি। তবে তাঁদের পুনর্বাসন দেওয়া হোক। কয়েকদিন আগে পুরনিগমের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে রেলের তরফে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল।

আজ শহরে

- শিলিগুড়ি ইংগিত আয়োজনে নবম প্রশান্ত মজুমদার স্মৃতি নাট্য উৎসব। তৃতীয় দিনের নিবেদন থিয়েলাইট (কলকাতা) প্রযোজনার 'ফিদায়েঁ' এবং মালদা থিয়েটার প্ল্যাটফর্মের 'সারারাত্তির'। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে দীনবন্ধু মঞ্চে।

শিলিগুড়িতে শিক্ষা ভবনের জন্য মন্ত্রীর কাছে দরবার

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : শিলিগুড়িতে একটি 'শিক্ষা ভবন' তৈরির দাবি ফের জোরালো হল। এই শিক্ষা জেলার বিভিন্ন দপ্তর এক ছাদের তলায় আনতে এবং প্রতি মাসে ভাড়ার বিপুল খরচ বাঁচাতে উদ্যোগী হয়েছেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকরা। দীর্ঘদিন ধরে থমকে থাকা এই প্রকল্প দ্রুত রূপায়ণের দাবিতে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। আগামী অগাস্ট মাসে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে এনিয়ে একটি বৈঠকও হওয়ার কথা।

বর্তমানে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিভিন্ন দপ্তর শহরের পৃথক পৃথক স্থানে ভাড়াবাড়িতে চলছে। পুরনিগমের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়াইএমএ মাঠের পাশে বন্ধ থাকা ১ নম্বর শিশু বিদ্যালয়ে এই শিক্ষা ভবন তৈরির পরিকল্পনা হয়। প্রস্তাবিত এই ভবনে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক), জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক), অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের সমস্ত অফিস, প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ কার্যালয় সহ শিক্ষা দপ্তরের আরও কয়েকটি অফিসকে এক ছাদের তলায় নিয়ে আসার রূপরেখা তৈরি হয়েছিল। ভবনটি তৈরিতে কত টাকা খরচ হতে পারে, তার একটি আনুমানিক বাজেট ও প্রাথমিক রিপোর্ট ২০২১ সালে শিক্ষা দপ্তরে জমা পড়ে। পরবর্তীতে ২০২৫ সালের শেষের দিকে ভবন তৈরির কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য শিক্ষা দপ্তরের কাছে আবেদন জানানো হয়। কিন্তু এতকিছুর পরেও কাজ কিছুই এগোয়নি এবং প্রস্তাবিত স্কুল ভবনটি বর্তমানে অত্যন্ত বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

কাজের সুবিধা এবং বাড়িভাড়া সাশ্রয়

১ নম্বর শিশু বিদ্যালয়ে নতুন ভবন তৈরির প্রস্তাব।

নতুন সরকারের আমলে প্রকল্পটি যাতে আলোর মুখ দেখে, সে বিষয়ে আশাবাদী আধিকারিকরা। শিলিগুড়ির জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) তরুণকুমার সরকার জানান, এক ছাদের তলায় শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার সমস্ত দপ্তর এলে প্রশাসনিক কাজের যেমন সুবিধা হবে, তেমনই ভাড়ার জন্য সরকারের বিপুল টাকা বেঁচে যাবে। সেই কথা মাথায় রেখেই শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এই আবেদন জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) কানাইলাল দে জানান, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী এই শিক্ষা ভবন তৈরির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে শুনেছেন এবং আগামী অগাস্ট মাসে এ বিষয়ে পুনরায় একটি বৈঠক হবে।

গ্রেপ্তার ১

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মাটিগাড়ার একটি খেলার মাঠ থেকে ১৭ বোতল কাফ সিরাপ ও ১৭৬টি সিডেটিভ ড্রাগ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম শেরিং লামা। তিনি মিরিকের বাসিন্দা। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে খবর, পাচারের উদ্দেশ্যেই ওই তরুণ রাতের অন্ধকারে মাঠে ঘোরাঘুরি করছিলেন।

গাড়ির নয়া স্টুডিও

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের গ্রাহকদের বিশ্বমানের গাড়ির পরিষেবা দিতে শিলিগুড়িতে কৌশল হুন্ডাই উদ্বোধন করল অত্যাধুনিক 'কার ডিটেলিং স্টুডিও'। শোরুম চত্বরে এই নতুন স্টুডিওর উদ্বোধন করেন মাটিগাড়া থানার আইসি মনজিৎ সরকার। গাড়ির মেকানিক্যাল মেরামতির পাশাপাশি তার বাহ্যিক সৌন্দর্যের যত্ন নিতেই এই উদ্যোগ। এই বিশেষ স্টুডিওটি সম্পূর্ণ ধুলোমুক্ত, নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা এবং নিখুঁত আলোকসজ্জায় সজ্জিত, যা প্রিমিয়াম অটোমোটিভ পরিষেবার জন্য একেবারে আদর্শ। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, গ্রাহকদের এক অনন্য ও আপগ্রেডেড অভিজ্ঞতা দেওয়াই এই স্টুডিওর মূল লক্ষ্য। এখন থেকে মেকানিক্যাল কাজ এবং গাড়ির সৌন্দর্যায়নের জন্য গ্রাহকদের আর আলাদা জায়গায় যাওয়ার দরকার নেই। এক ছাদের নীচেই মিলবে সম্পূর্ণ সমাধান।

মুক্তির দাবি

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : সিপিএম নেতা লাহেক আলির নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে মিছিল ও সভা করল সিপিএম। শনিবার দলের ৩ নম্বর এরিয়া কমিটির এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক তিলক গুন, প্রাক্তন কাউন্সিলার দীপ্ত কর্মকার।

পৃথিবীর পাঠশালা

লন্ডন সেতু আমেরিকায়

উনিশশো আটষট্টি সালে রবার্ট ম্যাককালো নামের এক আমেরিকান ব্যবসায়ী এক অদ্ভুত কাজ করেছিলেন। তিনি নিলামে বিখ্যাত পুরোনো লন্ডন সেতু কিনে নেন। এরপর সেই বিশাল পাথরের সেতুর প্রতিটি টুকরো সাবধানে খুলে জাহাজে করে আমেরিকার অ্যারিজোনা মরুভূমির এক হ্রদের ধারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আবার জোড়া লাগিয়ে সেতুটিকে আগের রূপ দেওয়া হয়। আস্ত একটি ঐতিহাসিক সেতু কিনে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়ার এমন ঘটনা বিশ্বে আর দ্বিতীয়টি নেই।

সৈকতে পড়ে থাকা মৃতদেহ

উনিশশো আটচল্লিশ সালে অস্ট্রেলিয়ার সমারটন সৈকতে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায়। লোকটির পকেটে একটি ছেঁড়া কাগজের টুকরো ছিল, যাতে লেখা ছিল তামাম শুদ। এটি ফার্সি ভাষার শব্দ, যার অর্থ শেষ। লোকটির পরিচয় বা মৃত্যুর কারণ পুলিশ আজ পর্যন্ত জানতে পারেনি। সুটকেসে থাকা সংকেত এবং বইয়ের ছেঁড়া পাতা ঘিরে তৈরি হওয়া এই রহস্যময় ঘটনা অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অমীমাংসিত রহস্য।

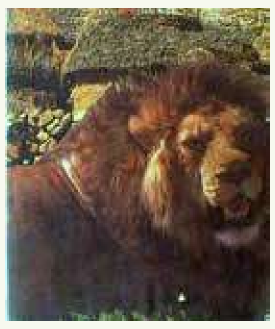

সাভোর মানুষখেকো সিংহ

আঠারোশো আটানব্বই সালে কেনিয়ার সাভো অঞ্চলে রেললাইন তৈরির সময় এক চরম আতঙ্ক দেখা দেয়। দুটি অতিকায় পুরুষ সিংহ রাতের অন্ধকারে শ্রমিকদের তাঁবুতে ঢুকে শিকার করতে শুরু করে। এরা প্রায় একশোর বেশি মানুষকে মেরেছিল। সাধারণ সিংহের চেয়ে এদের চেহারা আলাদা ছিল এবং এদের কোনও কেশর ছিল না। বহু চেষ্টার পর অবশেষে এক ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার এই দুই মানুষখেকো সিংহকে গুলি করে মারতে সক্ষম হন।

সবচেয়ে বিষাক্ত সাপ

অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে বাস করা ইনল্যান্ড তাইপান হল পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত সাপ। এদের এক ছোবলে যে পরিমাণ বিষ থাকে তা দিয়ে অনায়াসে একশোজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মৃত্যু হতে পারে। এদের বিষ মানুষের স্নায়ু, পেশি এবং রক্তকে একযোগে আক্রমণ করে। ভাগ্য ভালো যে এরা খুব লাজুক স্বভাবের হয় এবং মানুষের সামনে প্রায় আসেই না।

তিস্তার অধিকার বাঁচাতে রাস্তায় নামল পাহাড়

লেপচাদের মহামিছিল

রংপো (সিকিম), ২৫ জুলাই : কান্না বা আক্ষেপের দিন শেষ। এবার পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চরম ক্ষোভ আর প্রতিবাদের ভাষা। উন্নয়নের মোড়কে মেগাওয়াটের নেশায় তিস্তার গলায় কংক্রিটের যে ফাঁস পরানো হয়েছে, তা এবার যে কোনও মূল্যে ছিঁড়ে ফেলতে একজোট হয়েছেন পাহাড়ের ভূমিপুত্ররা। পরিবেশবাদী সংগঠন 'অ্যাফেক্টেড সিটিজেনস অফ তিস্তা'-র ডাকে শুক্রবার উত্তর সিকিমের জংগু এলাকার ফিদাং গ্রাম থেকে শুরু হয়েছে 'তিস্তা রাইটস' পদযাত্রা। সোমবার পর্যন্ত টানা চারদিন ধরে রুক্ষ পাহাড়ি পথ ভেঙে চলবে এই ৯০ কিলোমিটারের মহামিছিল। হাতে প্ল্যাকার্ড, চোখেমুখে বারুদ— দাবি একটাই, ডিনামাইট আর বুলডোজারের আস্ফালন অবিলম্বে বন্ধ করো। তিস্তাকে তার নিজের নিয়মে, নিজের ছন্দে বইতে দাও।

শুক্রবার উত্তর সিকিমের জংগু এলাকার ফিদাং গ্রাম থেকে এক লেপচা পুরোহিত বা 'বংথিং'-এর প্রথাগত রীতিনীতির মধ্যে দিয়ে এই প্রতিবাদের সূচনা হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গিয়াৎসো লেপচার নেতৃত্বে মূলত ভূমিপুত্র লেপচাদের এই মিছিল এদিন মঙ্গন, ডিকচু, সামডং ও সিংথাম পেরিয়ে সিকিম-বাংলা সীমান্তের রংপো-তে এসে পৌঁছেছে। আগামীকাল রবিবার এই মিছিল পৌঁছাবে মেল্লি এবং আগামী সোমবার তিস্তা ও রঙ্গিতের পুণ্যসংগম 'ত্রিবেণি'-তে এক চূড়ান্ত প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দীর্ঘ পদযাত্রার সমাপ্তি ঘটবে।

তিস্তা বাঁচাতে পদযাত্রা। উত্তর সিকিমের জংগু এলাকায়।

কিন্তু হঠাৎ কেন আবার এই মরিয়া লড়াই? গত ২০ জুলাই নামচি জেলায় এনএইচপিসি-র তিস্তা স্টেজ-৬ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গে ধস নেমে একাধিক শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু পাহাড়ের পুঞ্জীভূত ক্ষোভে নতুন করে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। ২০২৩ সালের ৪ অক্টোবরের কালরাতে দক্ষিণ লোনাক হ্রদ ভেঙে চুংথাংয়ের তিস্তা স্টেজ-৩ ড্যাম ভেসে যাওয়ার স্মৃতি আজও দগদগে। সেই প্রলয়ে অন্তত ৫৫টি তাজা প্রাণ হারিয়ে যায় এবং মানচিত্র থেকে মুছে গিয়েছিল প্রায় ১০০টি গ্রাম।

প্রকৃতির এই লাগাতার প্রতিশোধের পরেও টনক নড়েনি প্রশাসনের। তাই এবার আন্দোলনকারীদের দাবি অত্যন্ত জোরালো ও স্পষ্ট। প্রথমত, জংগুতে প্রস্তাবিত ৫২০ মেগাওয়াটের তিস্তা স্টেজ-৪ এবং ২৮০ মেগাওয়াটের পানান জলবিদ্যুৎ প্রকল্প অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। দ্বিতীয়ত, স্টেজ-৪ এবং স্টেজ-৫'এর মধ্যবর্তী পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকাটিকে নদীরক্ষা অঞ্চল বা 'রিভার স্যাংচুয়ারি' হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। তৃতীয়ত, ২০২৩ সালের হড়পায় তিস্তা অববাহিকার ভৌগোলিক রূপরেখা ও বাস্তুতন্ত্র সম্পূর্ণ বদলে যাওয়ায়, পুরোনো সমস্ত প্রকল্পের জন্য নতুন করে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা করতে হবে।

প্রবল বর্ষণের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে এগিয়ে চলা এই মিছিলে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং 'সিকিম ভুটিয়া লেপচা অ্যাপেক্স কমিটি'-র মতো নাগরিক সংগঠনগুলি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানাচ্ছে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে গোটা রুটেই কড়া নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ। সোমবার ত্রিবেণিতে মিছিল শেষে নিজেদের দাবিদাওয়া সংবলিত একটি চূড়ান্ত স্মারকলিপি সিকিম রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেবে অ্যাক্ট নেতৃত্ব। ৯০ কিলোমিটারের এই দীর্ঘ পদযাত্রা আজ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে- ড্যাম, সুড়ঙ্গ আর কর্পোরেট লোভের চেয়ে প্রকৃতির শক্তি ঢের বেশি। নদীর টুঁটি চিপে ধরে পাহাড়ের বুকে আর যাই হোক, শান্তিতে ঘুমানো যায় না।

এটিএম কাউন্টারে প্রতারণার জাল

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : অভিনব কায়দায় আর্থিক প্রতারণা শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে। তার জেরেই ৮ হাজার টাকা খোয়ালেন নিউ চামটার বাসিন্দা দীপঙ্কর বর্মন। এরপরই মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

গত বৃহস্পতিবার শিবমন্দির এলাকার এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম থেকে টাকা তুলতে গিয়েছিলেন দীপঙ্কর। কার্ড ঢোকানোর পরে হঠাৎ মেশিনটি 'হ্যাংগ' করে যায়। বারবার লেনদেন বাতিলের বোতাম টিপেও কোনও সাড়া পাননি তিনি। এদিকে, তাঁর ডেবিট কার্ডটি তখন মেশিনের ভেতরেই আটকে ছিল। ঘটনায় রীতিমতো হকচকিয়ে যান ওই উপভোক্তা। কোনও উপায় না দেখে এটিএমের কাউন্টারে 'হেল্পলাইন' হিসেবে দেওয়া নম্বরে ফোন করেন দীপঙ্কর। অভিযোগ, ফোনের ওপার থেকে সাহায্যের নাম করে ৪ সংখ্যার পাসওয়ার্ডটি হাতিয়ে নেওয়া হয়। এরপর তাঁকে বাগডোগরায় গিয়ে ব্যাংকের শাখায় যোগাযোগ করতে বলেন প্রতারক।

এদিকে, বাগডোগরার দপ্তরে গিয়ে কোনও সুরাহা হয়নি তাঁর। শিবমন্দিরের এটিএম কাউন্টারে ফিরে আসেন তিনি। আর ফিরেই তাঁর চক্ষু চড়ককগাছ! দীপঙ্কর দেখেন, উধাও হয়ে গিয়েছে তাঁর ডেবিট কার্ডটি। সঙ্গে অ্যাকাউন্ট থেকেও তুলে নেওয়া হয়েছে ৮ হাজার টাকা। এরপরই তিনি বুঝতে পারেন, প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

দীপঙ্করের দাবি, 'হেল্পলাইন' হিসেবে নিজের নম্বর সাঁটিয়ে রেখে অদূরেই গা-ঢাকা দিয়েছিলেন প্রতারক। সাহায্যের অছিলায় পাসওয়ার্ড হাতিয়ে নেওয়ার পরই কৌশলে তাঁকে এটিএম কাউন্টার থেকে দূরে পাঠিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পরে ডেবিট কার্ডটি মেশিন থেকে বেরিয়ে এলে, প্রতারক টাকা হাতিয়ে চম্পট দেন।

ঘটনার তদন্তে নেমে এটিএম-এর সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অভিযোগ, একই কায়দায় এর আগে ওই এটিএমে প্রতারিত হয়েছিলেন আরও একজন উপভোক্তা।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : শনিবার চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায় নির্মাণকাজে ব্যবহৃত একটি গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক বাইকচালকের। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত বাইকচালকের নাম রাজু ছেত্রী (৪০)। তিনি কালিম্পংয়ের বাসিন্দা।

এদিন দুপুরে কালিম্পং থেকে শালবাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন রাজু। চেকপোস্ট পার হতেই ঘটে বিপত্তি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বাইক ও নির্মাণকাজে ব্যবহৃত গাড়িটি পাশাপাশি যাচ্ছিল। আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক নিয়ে পড়ে যান তিনি। মুহূর্তের মধ্যে নির্মাণকাজে ব্যবহৃত গাড়ির পেছনের চাকা তাঁর মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই রাজুর মুখের অংশ পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। কী কারণে চলন্ত অবস্থায় তিনি পড়ে গেলেন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনার পরই স্থানীয়রা গাড়িটিকে ঘিরে ফেলে। পুলিশ গিয়ে চালককে পাকড়াও করে গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে। ধৃতকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। দেহ পাঠানো হয় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে থানায় ছুটে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতের স্ত্রী।

এলাকায় পথ সম্প্রসারণের কাজ চলায় প্রচুর ভারী গাড়ি যাতায়াত করছে। ফলে নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

নামচিতে ভূমিধসে মৃত ২, জখম ৪

সিকিম, ২৫ জুলাই : সিকিমের নামচি জেলার বারফাংয়ে শনিবার ভূমিধসে মৃত্যু হয়েছে দুই ব্যক্তির। জখম হয়েছেন চারজন। মৃতদের নাম লালবাহাদুর রাই (১৮) এবং মনবাহাদুর গুরুং (৬১)। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান স্থানীয় বিধায়ক রিক্সাল দোরজি, নামচির জেলা শাসক অনুপ তামলিং।

জানা গিয়েছে, সদা এবং ফামটাম এই দুটি গ্রামের সংযোগকারী রাস্তায় ধস পরিষ্কারের কাজ চলছিল। তখন উপর থেকে আরও বোল্ডার ও কাদামাটি শ্রমিকদের ওপরে পড়ে। ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। জখম অনিল রাই, মোহনবাহাদুর ছেত্রী, মহেন্দ্র রাই এবং সোমন ওয়াংদি ভুটিয়াকে উদ্ধার করে নামচি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং শোকপ্রকাশ করেছেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন।

ব্যবসায়ী কমিটি

বাগডোগরা, ২৫ জুলাই : বাগডোগরা ব্যবসায়ী সমিতির অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয় শনিবার। কনভেনার হয়েছেন দীপকুমার ঘোষ। গত ২ জুলাই সমিতির সভাপতি অরুণ ঘোষ পদত্যাগ করে কমিটি ভেঙে দেন। এবারে বিজেপির উদ্যোগে নতুন করে কমিটি গড়ার প্রক্রিয়া চলছে।

শুরু পুরনিগমের

প্রথম পাতার পর

উপস্থিতিতে বৈঠক হয়েছে। সেখানে পুরনিগমের বর্তমান ওয়ার্ডভিত্তিক মানচিত্র তুলে ধরা হয়। কোন ওয়ার্ড কীভাবে ভাঙা যেতে পারে সেই বিষয়েও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রাথমিক ধারণা নেওয়া হয়েছে। বৈঠক থেকে বেরিয়ে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের এক আধিকারিক বলেছেন, সবে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এদিন প্রাথমিক আলোচনা হল। আগামীতে আরও অনেক বৈঠক ও আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের বাইরেও বিভিন্ন অংশে গত কয়েক বছরে নগরায়ণ হয়েছে। যার মধ্যে মাটিগাড়া ব্লকের উপনগরী সহ পাথরঘাটা এবং চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন কিছু এলাকাকে পুরনিগমে অন্তর্ভুক্তির দাবিও রয়েছে। গৌতম দেব মেয়র থাকাকালীন পুরনিগমের ওয়ার্ড বৃদ্ধি ও কিছু এলাকার সংযোজন নিয়ে একটি প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

তবে, রাজ্যে সরকার বদলের পরেই বাজেটে শিবমন্দিরকে পুরসভা করার ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় বিধায়ক আনন্দময় বর্মনের বক্তব্য অনুযায়ী, মাটিগাড়া ব্লকের ছ'টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং নকশালবাড়ি ব্লকের আপার এবং লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে এই পুরসভা হবে। অর্থাৎ মাটিগাড়ার কোনও অংশ শিলিগুড়ি পুরনিগমে অন্তর্ভুক্ত হোক, এটা তিনি চান না। অন্যদিকে, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর বিধানসভার মধ্যে থাকা ডাবগ্রাম-১, ২ এবং ফুলবাড়ি-১, ২ গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে পৃথক পুরসভার দাবিতে সরব হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'শিলিগুড়ির সঙ্গে আর সংযোজন নয়, এই অঞ্চলকে আলাদা পুরসভা করতে হবে।' এই পরিস্থিতিতে বর্তমান মানচিত্রে থাকা ৪৭টি ওয়ার্ড ভেঙে পুনর্বিন্যাস হবে, নাকি নতুন এলাকা সংযোজন হবে সেই জল্পনাও রয়েছে।

ফুলেশ্বরীর চর দখল করে বসতি

নির্মাণ ভাঙার হুঁশিয়ারি শিখার

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : 'বুলডোজার দাওয়াই' বিধায়কের। ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীরামপল্লিতে ফুলেশ্বরী নদীর চর দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ নির্মাণ আর্থমুভার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায়।

রাজ্যের মিনি সচিবালয় উত্তরকন্যা এবং ডাবগ্রাম শিল্পতালুক সংলগ্ন এলাকায় নদীর চর দখল করে প্রায় ৫০০টি ঘরবাড়ি গড়ে উঠেছে। অভিযোগ, তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসনকালে শাসকদলের নেতাদের সক্রিয় মদতে এখানে জনবসতি গড়ে উঠেছে। সম্প্রতি এলাকাটি পরিদর্শনের পর বিধায়ক এই উচ্ছেদ এবং জমি দখলের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেন। অন্যদিকে, নদী দখলের জেরে সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে এলাকায়।

গত কয়েক বছরে এই এলাকায় তৈরি হয়েছে পাকা রাস্তা, চওড়া নিকাশিনালা। সোলার লাইটের মতো নানা সরকারি সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে নদীর চর এলাকায়। বিধায়ক শিখার অভিযোগ, তৃণমূলের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং ল্যান্ড মাফিয়াদের জমি কেনাবেচায় সুবিধা করে দিতেই সরকারি অর্থ খরচ করে এই পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যাঁরা এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, রাজ্য সরকার তাঁদের খুঁজে বের করে কড়া পদক্ষেপ করবে। কাউকে রেয়াত করা হবে না।' শুধু চর দখল নয়, নদীর কিছুটা অংশ বুজিয়ে ফেলার অভিযোগও রয়েছে।

নদীসংলগ্ন এই এলাকায় বর্তমানে একাধিক পাকা বাড়ি এবং ভাঙাড়ির ব্যবসা গড়ে উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দা নাজিমা বেগম ও মহম্মদ ইকবাল জানান, তাঁদের মধ্যে কেউ পাঁচ বছর, কেউ আবার ১৫ বছর ধরে বসবাস করছেন। বর্ষার সময় এলাকায় জল জমে যাওয়ার বাইরে এতদিন তেমন কোনও বড় সমস্যায় পড়তে হয়নি কাউকে। তাঁদের স্বীকারোক্তি, তৃণমূলের আমলে টাকার বিনিময়ে তাঁরা এই চরের জমি পেয়ে বাড়িঘর তৈরি করেছেন। যথারীতি পাকা রাস্তা ও আলোর সুবিধা পেয়েছেন। সরকারি পাট্টা পাওয়ার আশায় তাঁরা নামও নথিভুক্ত করেছিলেন বলে জানান কয়েকজন। তবে এখন রাজ্যের ক্ষমতায় রাজনৈতিক পালাবদল ঘটায় উচ্ছেদের আশঙ্কায় তাঁরা। উচ্ছেদের ক্ষেত্রে পুনর্বাসন পাবেন কি না, তা নিয়েও সংশয়ে প্রায় প্রতিটি পরিবার।

তবে জমি দখলের অভিযোগ প্রসঙ্গে তৃণমূলের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ রায়ের দাবি, কবে এবং কীভাবে এই দখলদারি হয়েছে, সে বিষয়ে তাঁর কোনও কিছু জানা নেই। নদীর একাংশ বুজিয়ে অবৈধ দখলদারি রুখতে প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয়, এখন সেটাই দেখার।

জেন জেডের ধাক্কায় ইস্তফায় বাধ্য ধর্মেন্দ্র

প্রথম পাতার পর

মোদি জমানায় ২০১৮ সালে 'মি টু' আন্দোলনের জেরে এমজে আকবরের পদত্যাগের পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার জনরোষের মুখে পড়ে কোনও মন্ত্রী ইস্তফা দিলেন। তবে আকবরের চেয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে ধর্মেন্দ্রর গুরুত্ব বহুগুণ বেশি। কৃষক আন্দোলন কিংবা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা এনআরসি-র প্রতিবাদের সময়ের মতো দেশদ্রোহী ও ডিপস্টেটের চক্রান্ত বলে দাগিয়ে দেওয়ার খেলা এবার ব্যর্থ হয়েছে।

চিরাচরিত রুদ্ধদ্বার বৈঠকে দরকষাকষির বদলে মিম, সোশ্যাল মিডিয়ায় রিলস আর শাণিত ব্যঙ্গে তরুণরা যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তার সামনে সরকারের আইটি সেলও মুখ থুবড়ে পড়ে। বিশেষ করে ২০ জুলাইয়ের সংসদ চলো অভিযানে পুলিশের লাঠিচার্জ ও পেলেট গান ব্যবহারের পর পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। প্রিয়াংকা গান্ধি একে ভারতীয় যুবশক্তির জয় বলে আখ্যা দিয়েছেন।

রাহুল গান্ধি আবার প্রশ্ন তুলেছেন, প্রতিবাদী পড়ুয়াদের দিকে পেলেট বন্দুক চালানোর নির্দেশ কে দিয়েছিলেন? এই প্রশ্নে আগামী সপ্তাহে সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর ছক কষছে কংগ্রেস। প্রবীণ বিজেপি নেতা মুরলীমনোহর যোশীও 'বেটার লেট দ্যান নেভার' বলে পরোক্ষে নিজ দলকে খোঁচা দিয়েছেন।

আত্মবিশ্বাস যন্তরমন্তরে

প্রথম পাতার পর

এই সরকারের কেউ পদত্যাগ করে না। দ্যাখো, পদত্যাগ হয়। আমরা করে দেখালাম।' মঞ্চের নীচে উপস্থিত জনতা সমস্বরে স্লোগান তুলল, 'হয়, হয়, পদত্যাগ হয়।'

অভিজিৎ এরপর হাতে তুলে নেন সেই পোস্টার, যাতে আছে নিট-ইউজি'র প্রশ্নপত্র ফাঁসের পর আত্মঘাতী ২০ পড়ুয়ার ছবি ও নাম। একে একে প্রত্যেকের নাম উচ্চারণ করে তিনি বলেন, 'তোমাদের মৃত্যুর জন্য যিনি দায়ী ছিলেন, তিনি আজ পদত্যাগ করেছেন।' গোটা যন্তরমন্তর তখন স্তব্ধ। অনেকের চোখে জল। যদিও সময় গড়াতেই গোটা যন্তরমন্তর মেতে উঠল উৎসবে।

'চক দে ইন্ডিয়া' গানের তালে শুরু হল হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর নাচ। কেউ জাতীয় পতাকা ওড়াচ্ছেন, কেউ 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি তুলছেন, কেউ ঢোল-ডাফলি বাজাচ্ছেন। আন্দোলনের শুরু থেকে সংঘর্ষ, কাঁদানে গ্যাস, আহত হওয়ার রক্তাক্ত স্মৃতি পার হয়ে যেন বিজয় উৎসবে। অনেকে আম্বেদকরের প্রতিকৃতি হাতে জাতীয় সংগীত গেয়ে উদযাপনে শামিল হলেন।

'এটাই গণতন্ত্র' বলে মন্তব্য করলেও এই জয়কে আন্দোলনের শেষ বলে মানতে নারাজ অভিজিৎ। ককরোচ জনতা পার্টির দুই মুখপাত্র সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কা দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগৎপ্রকাশ নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের পর জানিয়ে দিয়েছেন, এরপর দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন হবে। স্পষ্ট করে তাঁরা জানিয়েছেন, হিন্দু-মুসলমানের বিভাজনের রাজনীতি আর করতে দেওয়া হবে না।

হরিয়ানার একদল তরুণ ফেরার মুখে বার্তা দিয়ে গেলেন, বারবার ফিরে আসতে হবে। যন্তরমন্তর তরুণসমাজকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। আর কোনও প্রতারণায় তাঁরা ভুলতে নারাজ। শিক্ষায় দুর্নীতির প্রতিবাদ থেকে যেন তারুণ্যের আরও অনেক আন্দোলনের জন্ম দিয়ে গেল যন্তরমন্তর। সেই মনোভাবের প্রতিধ্বনি যেন অভিজিতের মুখে, 'ককরোচদের সঙ্গে লাগার চেষ্টা করবেন না।'

হাওড়ার আন্দুলের বাসিন্দা, দিল্লির ছাত্রী সৃষ্টি মজুমদার জানালেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসে তাঁর ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন মাঝপথে থমকে গিয়েছিল। ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের খবর শুনেই মাটিতে বসে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেন। চোখের জল মুছতে মুছতে বলেন, 'হয়তো এবার সত্যিই বদল আসবে।' হাতে সংবিধান নিয়ে বিআর আম্বেদকরের মূর্তির সামনে মাথানত করে শ্রদ্ধা জানান দীপকে।

বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুককে। তাঁর কথায়, ২৬ দিন ধরে দেশের যুবসমাজের জন্য ওয়াংচুকের গান্ধির মতো সত্যাগ্রহই গোটা দেশকে জাগিয়েছে। ইতিহাসে এই আত্মত্যাগ নৈতিক শক্তির বিরল উদাহরণ হয়ে থাকবে।

যদিও শুক্রবার সকালের ছবিটা ছিল ভিন্ন। তরুণ প্রজন্ম স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল, ধর্মেন্দ্র প্রধানকে সরানো না হলে আন্দোলন চলবে। যন্তরমন্তরে ভিড় বাড়ছিল। আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করছিলেন, দিল্লি পুলিশ খাদ্য সরবরাহকারী অ্যাপ নির্ভর সংস্থার প্রতিনিধিদের এলাকায় ঢুকতে বাধা দিচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে জানানো হচ্ছিল, আন্দোলনস্থলে খাবারের সংকট তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে খাবার পাঠানোর আবেদনও করা হয়।

আশপাশের একাধিক মেট্রো স্টেশনের প্রবেশপথ বন্ধ ছিল, গোটা এলাকা ঘিরে ছিল বিপুল পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী। শেষপর্যন্ত মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকের আগেই পরিস্থিতি বদলে যায়। ধীরে ধীরে কনট প্লেস এবং যন্তরমন্তর থেকে ভিড় সরতে শুরু করে। দীর্ঘদিন পর দিল্লি মেট্রোর সমস্ত স্টেশনের প্রবেশদ্বার খুলে দেওয়া হয়। হাজার হাজার মানুষ রাজীব চক মেট্রো স্টেশনের দিকে যেতে থাকেন। ভিড়ে সামান্য বিশৃঙ্খলা হলে সীমিত লাঠিচার্জও ঘটে।

কেন্দ্রীয় সরকার তরুণদের দাবিগুলি নীতিগতভাবে মেনে নেওয়ায় ৩৬ দিন ধরে চলা আন্দোলনের ইতিহাসের সাক্ষী থাকল যন্তরমন্তর।

গুন্ডা দমন আইন

প্রথম পাতার পর

আইন পাশ করে। যে আইনে শুধুমাত্র সন্দেহের বশে কাউকে এক বছর পর্যন্ত বিনা বিচারে আটক রাখতে পারে পুলিশ। ওইসময় তিনি আইনত সাহায্য নিতে পারবেন না। মামলা করলেও গ্রাহ্য হবে না। দোষ প্রমাণ হলে সরকারি সম্পত্তি নষ্টের জন্য অভিযুক্তের সম্পত্তি নিলাম করে তা আদায় করতে পারে সরকার।

শুক্রবারের অশান্তি ও সাংবাদিক নিগ্রহে অস্বস্তিতে মিছিলের উদ্যোক্তরা। বামপন্থী ও অতি-বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির পাশাপাশি মিছিলে শামিল হয়েছিল ককরোচ জনতা পার্টি। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'কর্মসূচিটা ছিল ককরোচ পার্টির। তার মধ্যে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা ঢুকে গিয়ে আন্দোলনকে হাইজ্যাক করেছেন।' ককরোচ পার্টির মুখপাত্র সৌরভ দাস এক বিবৃতিতে পালটা জানিয়েছেন, অশান্তির জন্য দায়ী বামেরাই।

মুখ্যমন্ত্রী তাদের দোষারোপ করায় বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দাবি করেছে। সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী বলেন, শুক্রবারের ঘটনার সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সম্পর্ক নেই। মিছিলে বহিরাগত ঢুকিয়ে পরিকল্পিতভাবে হামলা করা হয়েছে। এসএফআই-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্যের দাবি, 'এঁরা কেউ ছাত্র নন, বাম আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করার জন্যই পরিকল্পিতভাবে এই হামলা করা হয়েছে। আমরা চাই দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক।'

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের আবার অভিযোগ, 'গতকাল ধর্মতলায় বিজেপি লোক ঢুকিয়ে আন্দোলনকে কলুষিত করেছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।' পুলিশের ওপর হামলা ও সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদে শনিবার বিধানসভায় কালো ব্যাজ পরে প্রতিবাদ জানান বিজেপি বিধায়করা। তবে সরকারের নজর যে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের দিকে, তা শুক্রবার স্পষ্ট হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'শুক্রবারিরা হামলা করেছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলতেন, শুক্রবার ওরা একটু-আধটু এরকম করেই থাকে।'

সিপিআই(এমএল) লিবারেশন নেতা পার্থ ঘোষের মতে, 'তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই দুষ্কৃতীরা বিশেষ সম্প্রদায়ের ছিল, তাহলেও সার্বিকভাবে মুসলিম সমাজের ওপর অভিযোগ করা যায় না। মুখ্যমন্ত্রীর মতো দায়িত্বশীল পদে থেকে এই বার্তা রাজ্যের অসাম্প্রদায়িক বাতাবরণকে নষ্ট করে।'

কালচিনির সীমা

প্রথম পাতার পর

তা ৪-৫ বছর আগের কথা। ইতিমধ্যে ১০টি গান লিখেছি।' তাঁর লেখায় থাকে আদিবাসী সমাজের নবীন প্রজন্মের চাওয়াপাওয়া, ভালোবাসার কথা আর সচেতন করার বার্তা। চা বাগানের শ্রমিকদের সুখ-দুঃখের কাহিনী তাঁর গানে জীবন্ত হয়ে ওঠে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান নিয়েই তিনি গান লিখেছেন। হোলি উৎসব নিয়ে লেখা তাঁর গান ইতিমধ্যে প্রশংসিত হয়েছে।

কালচিনি ছাড়াও ডুয়ার্সের অনেক চা বাগানে এখন যে কোনও উৎসবে গান গাইতে আর মাদল বাজানোর ডাক আসে সীমার। তবে সবসময় ছুটি পাওয়া যায় না। তাই কাজের চাপে থমকে যায় সংগীত সাধনা।

বিয়ের কথা উল্লেখ করতেই সলজ্জ সীমা বললেন, এখনও তেমন কোনও পাত্র পাইনি। তাই বিয়ে করিনি। তবে আগামীদিনে সংগীত জগতেই ডুবে থাকতে চান সীমা। নিজের গানের মাধ্যমে সাদরি ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তিনি।

গত বছর শিলিগুড়ির ফুলবাড়িতে রাজ্য পুলিশের তরফে পুলিশ আইডল সংগীত প্রতিযোগিতায় সীমা সেমিফাইনালে পৌঁছান। কথা বলার ফাঁকেই গুনগুন করে শোনালেন নিজের লেখা গান- 'সোনা কে দিন উগা, সোনা কে দিন উগা/ হামরে হেইকে ভারতবাসী সোনাকে দিন উগা' (সোনার মতো দিন ফিরিয়ে আনো তোমরা সবাই। আমরা ভারতবাসী, তাই দেশকে সোনার মতো গড়ে তুলতে হবে আমাদেরই)।

কোথাও যেন সীমার কাজের আদর্শ আর গানের ভাষা মিলেমিশে এক হয়ে যায়।

রংদার
রোববার

15 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৬ জুলাই ২০২৬ পনেরো

শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়

রঙ্গন রায়

নদীর জল কখনও থামে না, এটা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু নদীর জল যে প্রতিদিন একটু একটু করে তার পাড় বদলে ফেলে, সেটা ক'জন খেয়াল করি? কিংবা যদি ধরি ভাষার কথাই, সে-ও তো যুগ যুগ ধরে বদলে ফেলে তার রূপ, আঙ্গিক। মানুষের জীবন অনেকটা যেন, ঠিক তেমনই। আমরা রোজ যে পথে হাঁটি, সেই পথটাই যে প্রতিদিন একটু একটু করে সরে যাচ্ছে ভিন্নদিকে, সেটা টের পাই অনেক পরে এসে। আর যখন পেছন ফিরে দেখার অবকাশটুকু মেলে, তখন আর চিনতেই পারি না জায়গাটাকে।

উত্তরবঙ্গের ঘরে ঘরে এখন এই নিঃশব্দ সরে যাওয়ার গল্প। কেউ শিলিগুড়ি থেকে বেঙ্গালুরু, কেউ জলপাইগুড়ি থেকে দিল্লি, আবার কেউ বা কোচবিহার থেকে কেরল। কিন্তু সব গল্পই যে বড় শহরের দিকে যাবে, তা তো আর নয়! কারও কারও গল্প যায় উলটো দিকেও— শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে, ভিড় ছেড়ে নিস্তব্ধতার দিকে। আমাদের আজকের গল্পটা সেই দ্বিতীয় দলের।

বারান্দার এককোণে দাঁড়িয়ে, দূরদূরান্ত থেকে আসা পরিশ্রান্ত ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে তরুণ দেখতে পেয়েছিল, কতগুলো কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে। সে নিজের শরীরের দিকে তাকায়।

বাবার মৃত্যুর পর আর্থিকভাবে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়া এক তরুণের জীবনে ঠিক কী কী ঘটনা ঘটতে পারে? প্রতিনিয়ত চাকরির চেষ্টায় সাধের ছবি আঁকার প্যাশনকে লাটে তুলে দেওয়া ছাড়া, আর কীই বা করার থাকে তার? নিজের অবস্থা দেখে সেই তরুণের মনে পড়ে সিদ্ধার্থর কথা। না, বুদ্ধদেব নয়। এই সিদ্ধার্থ আমাদের সকলেরই ভেতরে রয়েছে। যা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়দের যতটা ছিল, আজকের তরুণেরও ততটাই আছে।

তরুণ খোলা চোখে তাকায় আর দেখতে পায় কতগুলো কঙ্কাল। অপেক্ষা করছে কখন ডাক আসবে। কিংবা বলা যায়, অপেক্ষা করতে করতে তারাই কঙ্কাল হয়ে গেছে, তবুও ডাক কিছুতেই আসছে না। তীব্র অনটন আর ডিপ্রেশনে চুরমার হয়ে যাচ্ছে যুবসমাজ। খুব গরম। প্রচণ্ড ভিড়। পর্যাপ্ত বসার জায়গা নেই। তবুও সবাই দাঁড়িয়ে আছে; ঠায়। কারণ দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে।

তরুণ প্রথম যেবার ইন্টারভিউ দিতে যায়, তাদেরও ঠিক এভাবেই, দু'ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। আর তখনই প্রথম, বারান্দার এককোণে দাঁড়িয়ে, দূরদূরান্ত থেকে আসা পরিশ্রান্ত ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে তরুণ দেখতে পেয়েছিল, কতগুলো কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে। সে নিজের শরীরের দিকে তাকায়। দেখে নিজেও কখন যেন চাকরির অপেক্ষা করতে করতে কঙ্কাল হয়ে গেছে। খুব ইচ্ছে করছিল সিদ্ধার্থর মতো গটগট করে হেঁটে গিয়ে টেবিল-ফেবিল উলটে দিয়ে আসে, কর্তৃপক্ষের কলার চেপে ধরে বলে, 'আপনারা কি মানুষ!'

সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' সিনেমা ভর করে তাকে। জেব্রা-ক্রসিং ধরে হেঁটে যাওয়া সিদ্ধার্থর, বা একটা পাখির ডাকের সন্ধান করতে থাকা সিদ্ধার্থর, কিংবা স্বপ্নে দেখা এক সমুদ্র-বালিয়াড়িতে বসা চেয়ার, টেবিল সহ ইন্টারভিউ বোর্ড, আর নক্সাল ভাই টুনু দাঁড়িয়ে আছে ফায়ারিং স্কোয়াডে, আর সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে একটা ট্যাক্সি, যার ড্রাইভারকে ধরে উদুম ক্যালাচ্ছে উত্তাল জনতা, তারই ঠিক সামনে অজস্র ক্যামেরাম্যান, বোন তপু মডেল সেজে দাঁড়িয়ে আছে, আর উড়ন্ত চুল নিয়ে তাকিয়ে শুধুই দেখে যাচ্ছে সিদ্ধার্থ। কিংবা আমাদের গল্পের তরুণ। আসলে সে বড় অসহায়। সে কিচ্ছু করতে পারে না। দ্রুতগামী ট্রেনের মতো বদলে যাচ্ছে দৃশ্য। গুলি খেয়ে পড়ে থাকা ভাইয়ের কাছে ছুটে আসছে নার্সের পোশাক পরা বোন তপু; এবং তপু উঠে দাঁড়িয়ে তাকাতেই, ফের সেই পাখিটির অচেনা ডাক– যার সন্ধান করে বেড়াচ্ছে সিদ্ধার্থ বা আমাদের তরুণ, আর সেই পাখিই বোনকে বদলে দিচ্ছে প্রেমিকার মুখে। অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে থাকা সে তরুণ একটাই কথা উচ্চারণ করছে তখন— 'ও! তুমি!'

তারপর জলপাইগুড়ি ছাড়ার ট্রেন ছেড়ে দিল বিকট শব্দে, আর ক্রমশই প্ল্যাটফর্ম সরে সরে যাচ্ছিল; জীবন যেভাবে সরে সরে যাচ্ছে তরুণের হাত থেকে, সে কিছুই করতে পারছে না, সেইভাবে।

এরপর ষোলোর পাতায়

স্রোত

অদৃশ্য নদীর মতো প্রবহমান জনজীবন, মূলস্রোতের বিপরীতে হাঁটার দুর্লভ স্পর্ধা আর নদী-মানুষের চিরায়ত মিথোজীবী মেলবন্ধন; এই তিনের অনুপম সখ্যেই উত্তরবঙ্গের অন্তহীন বিস্তার। শহুরে কোলাহল ছেড়ে শিকড়ের টানে ঘরে ফেরা কিংবা ঐতিহ্যের হাত ধরে নিজস্ব ভূগোলে, সেখানে টিকে থাকে এক নিরন্তর যাত্রা যেখানে প্রতিটি অক্ষর জীবনের শাশ্বত ধারার এক-একটি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

নিজস্ব বিশ্বাসে গড়া এক অচেনা পৃথিবী

সুবীর সরকার

আমাদের সমাজজীবনকে দূর থেকে দেখলে মনে হয় তা যেন একমুখী কোনও নদী। চারপাশের অধিকাংশ মানুষই প্রচলিত ধারার অনুকূলে গা ভাসিয়ে দেন। গতানুগতিক সেই চেনা পথে হাঁটতে হাঁটতে একসময় আস্ত একটা জীবন ফুরিয়ে যায়, অথচ সমাজজীবনে স্থায়ী কোনও চিহ্ন বা দাগ রেখে যাওয়ার সুযোগ তাঁরা পান না। তবে জনপ্রিয় পথই সবসময় একমাত্র সঠিক পথ নয়। ইতিহাসের গতিপথ লক্ষ করলে দেখা যায়, এমন কিছু মানুষ সবসময়ই থাকেন যাঁরা প্রচলিত ধারার বিপরীতে হেঁটে সমাজ ও সংস্কৃতিতে গভীর দাগ রেখে যেতে সমর্থ হন। ভিড়ের স্রোতে অন্ধের মতো হাঁটা নয়, বরং নিজের অন্তরের বিশ্বাস ও সততার সঙ্গেই তাঁরা জীবনে চলতে শেখেন। আমাদের এই উত্তরবঙ্গজুড়েই এমন কিছু মানুষ কাজ করে চলেছেন, যাঁরা বরাবর প্রথার বাইরে হেঁটে নিজেদের কর্মপ্রয়াসকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন।

উত্তরের লোকসংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াইয়ে কোচবিহার জেলার সীমান্তঘেরা জনপদ ভোটবাড়ির শচীমোহন বর্মন এক পরিচিত নাম। কিশোর বয়সে কবিতা লিখে তিনি একবার এক বর্ষীয়ান সাহিত্যিকের কাছে গিয়েছিলেন নিজের লেখার মূল্যায়ন পেতে। কিন্তু সেই সাহিত্যিক লেখাটি পছন্দ না হওয়ায় তা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। সেই আকস্মিক আঘাত তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। গ্রামগঞ্জের নতুন লেখকদের হাত ধরে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কিছু করা

এমন কিছু মানুষ সবসময়ই থাকেন যাঁরা প্রচলিত ধারার বিপরীতে হেঁটে সমাজ ও সংস্কৃতিতে গভীর দাগ রেখে যেতে সমর্থ হন। ভিড়ের স্রোতে অন্ধের মতো হাঁটা নয়, বরং নিজের অন্তরের বিশ্বাস ও সততার সঙ্গেই তাঁরা জীবনে চলতে শেখেন।

প্রয়োজন বলে সেদিনই উপলব্ধি করেছিলেন। সেই ভাবনা থেকেই তিনি গড়ে তোলেন 'মুক্তচিন্তা অনুশীলন কেন্দ্র'। সেখান থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকা। নতুন কলমগুলোকে আলোয় নিয়ে আসার জন্য তিনি সাহিত্য আসরের আয়োজন করেন। পাশাপাশি উত্তরের লোকজীবনের নানা উপাদান, মুখোশ, বাদ্যযন্ত্র, লোকশিল্পীদের পরিচিতি ও ছবি সংগ্রহ করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'মুক্তচিন্তা মিউজিয়াম'। লোকসংগীত ও লোকনাট্যের প্রশিক্ষণ শিবিরের পাশাপাশি নিয়মিত সেমিনারের আয়োজনও করেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শচীমোহন নিজে এক কুশলী শিল্পী। গানের পাশাপাশি নানান বাদ্যযন্ত্র বাজাতেও সমান পারদর্শী। শিক্ষকতার পেশা থেকে অবসর নেওয়ার পর নিজের অবসরকালীন প্রাপ্ত পুরো অর্থটাই তিনি সম্পূর্ণভাবে এই লোকসংস্কৃতি চর্চার কাজে লাগিয়েছেন।

এই ধারারই আরেক শিল্পী আলিপুরদুয়ার জেলার অসম সীমান্তে দীর্ঘকাল ধরে কাজ করে চলা শান্তিরাম রাভা। দারুশিল্প, ভাস্কর্য ও লোকমুখোশ নির্মাণের মধ্য দিয়ে তিনি লোকসংস্কৃতির এক ভাণ্ডার তৈরি করেছেন। কাঠ খোদাই করে নৈপুণ্যে তিনি ফুটিয়ে তোলেন সমস্ত শিল্পকর্মগুলো। পাশাপাশি প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে নির্মাণ করেন নানান ধরনের লোকমুখোশ। কালী, শিব ও চণ্ডীর পাশাপাশি রাভা সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত নানান ঐতিহ্যবাহী মুখোশ তিনি নিজহাতে তৈরি করেন। শুধু কাঠ নয়, লাউয়ের খোলের ওপর দক্ষতায় মুখোশ আঁকার কাজও করে থাকেন।

লোকশিল্পের এই নিবিড় চর্চার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন আরও অনেকে। শিলিগুড়ির শিবমন্দিরের মার্টিনা সিংহ সম্পূর্ণভাবে ডুবে আছেন ভাওয়াইয়া গান সাধনায়। গানই তাঁর জীবনের মূল সাধনা।

এরপর ষোলোর পাতায়

নদী মানুষ, মানুষ নদী এক রূপকল্প

ডঃ গৌতম সরকার

একটা প্রাচীন শরীরের নাম উত্তরবঙ্গ। এই শরীরের ভিতর অন্তহীন সময় ধরে অনেক শিরা ও ধমনী প্রবাহিত। এখানে প্রতিটি শিরার নাম আলাদা; কোনওটার নাম মানসাই, কোনওটার নাম তিস্তা, কোনওটার নাম করতোয়া... ধলপল, টাঙ্গন, তোর্ষা, মহানন্দা, মানদনী, যমুনা, ইছামতী, পুনর্ভবা, জলঢাকা ইত্যাদি। এ-সব মায়ানদী। এ-সব আদ্যানদী...

একদিন পুনর্ভবা নদী থেকে সদ্য স্নান সেরে এক সাদা পুরুষ উঠে এসেছিল। ভরভরে ও উজ্জ্বল। নাম ছিল অতীশ দীপঙ্কর। হাতে ত্রিপিটক। গায়ে চীবর। তিনি দিনাজপুরের একটা পূর্ণ ফাঁকা মাঠ, গগনে দীপ্ত সূর্য নিয়ে বসে পড়লেন। আর তন্ত্রময় হাতে ত্রিপিটক ঘেঁটে তৈরি হল নানা মঠ; যেমন সীতাকোট, জগদ্দল বিহার। সেদিন উত্তরের শরীরে আঁকা হয়েছিল নানা তন্ত্রের যন্ত্র। ভূতে আর প্রেতে তাণ্ডব জুড়েছিল। মানুষ সেদিন নদীর মতো চোখ দিয়ে কায়া সাধনা দেখেছিল। আর উত্তরে যত নদী ছিল সবাই গেয়ে উঠেছিল – 'বুদ্ধং শরণম গচ্ছামি'। হাঁটা পথে সাদা পুরুষদের কথন শুনতে কত মানুষ নদী হতে এসেছিল। তারা মিলিয়ে গেল। কত শোক আর যন্ত্রণা ধূলিকণা হয়ে আকাশের বড় বড় বৃষ্টি ফোঁটা হয়ে গেছিল শুধু আবার ঝরে পড়ার লোভে। কত মানুষ বিহার যাপন করল!

এই তো সেদিন, মরা গঙ্গার পাড়ে এসেছিল নদিয়ার নিমাই। মালদার রামকেলিতে ছিল তাঁর অন্তরতুতোরা; রূপ ও সনাতন। চৈতন্যের ডাকে সেদিন কত মানুষ নদী হয়ে গেছে। কত মানুষ নদীর পাড়ে সাঁতরে ওঠার তালিম নিয়েছে। ওরা সবাই জানে এই নদী সাঁতরে পার হলে মানুষ নদী হওয়া যায়। তারপর কতেক মানুষে সন্ন্যাসীতে এই স্থানের নাম দিল গুপ্ত বৃন্দাবন।

ভবা গোঁসাই গত রামকেলিমেলায় যাওয়ার পথে বলে গেছিল -- এবারের মেলায় গোঁসাইনি নিয়ে ফিরবে। সে দিনরাত শরীরকে বৃক্ষরূপ দিতে সাধন করে কিন্তু সাধনসঙ্গিনীর বড় অভাব।

আমি বললাম, গোঁসাই রামকেলিমেলায় কেন? ওখানে সঙ্গিনী কি কুড়িয়ে পাওয়া যায়?

ভবা গোঁসাই বলল, মরা গঙ্গায় স্নান সেরে আমবাগানে সারসার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওরা। মাথায় ঘোমটা টানা। শুধু বাঁহাতের কনিষ্ঠা আঙুল বের করে রাখে; সেই আঙুল দেখে পচ্ছন্দ করে নিতে হয় সাধনসঙ্গিনী...

এমন আরও কত কথা বলে গেলেন ভবা। বাউল হয়ে ঘুরে বেড়ালেন নদীর এই স্রোত ওই স্রোতে। কখনও বৈঠা হাতে নিলেন কখনও শূন্যে ছেড়ে দিলেন। এই স্রোত শুধু মানুষ নয় মানুষের ইতিহাস বয়ে নিয়ে চলে। এক আজুল জল নিয়ে ওতে ওঁত পাতলে কত দীর্ঘ কান্না, গীতিময় কাহিনী শোনা যায়। একদিন ভবাও চলে যায় সেই ধারায়। সঙ্গে খোলকরতাল নিয়ে কীর্তন করতে করতে ছুটে যায় ভক্তবৃন্দের দল।

বেহুলা আজ মরা নদী।

এখানে-ওখানে শ্যাওলা। সাপের গর্ত। মাছরাঙার বাসা। ধার কেটে কেটে ঘর হয়েছে। দু'-একটি ছোট মাপের আধখাওয়া পোড়ো বাড়ি। জায়গায় জায়গায় চটে যাওয়া বিয়ারের বোতল সিগারেটের আধখানা অংশ। তারই পাশে একটি গ্রাম আর একটি বিস্তীর্ণ শ্মশানঘাট। এই গ্রামের আনাচে-কানাচে এখনও বেহুলার অভিশাপ-বাণী ঘুরে বেড়ায়। আজ এ বাড়ির বৌকে পরে ওই বাড়ির বৌকে জাপটে ধরে। বর মারা যায়। তারপর থেকে ওরা বৈধব্য যাপন করে। এখন ওরা সবাই দোষ দেয় পূর্বপুরুষদের।

প্রতিটি শিরার নাম আলাদা; কোনওটার নাম মানসাই, কোনওটার নাম তিস্তা, কোনওটার নাম করতোয়া...ধলপল, টাঙন, তোর্ষা, মহানন্দা, মানদনী, যমুনা, ইছামতী, পুনর্ভবা, জলঢাকা ইত্যাদি।

তারা নাকি বেহুলার প্রতি অন্যায় করেছিল... আর তারপর থেকে সধবারা দ্রুত বানভাসি হয়ে যায়। তারপর থেকে কত মানত কত তন্ত্র কত যজ্ঞ! কিন্তু সেই নাগপাশ শাপমোচন হয় না...

এই উত্তরের নদীর ধারে বসে থাকলে কত কথা শোনা যায়। হাওয়ায় ভেসে আসে করতোয়ার নদীর পাড়ের ক্ষত্রিয়ত্বের ইতিকথা। অবহেলিত মানুষের কথা। রাজা থেকে প্রজা হয়ে যাওয়ার কাহিনী। ঘরছাড়া মানুষের কান্না। বাথানের কথা। মহিষের কথা। হাতি ও মাহুতের মায়াজাল। মহাকালের চক্র। যে চক্রে এ জমির নদী মানুষ ও শরীর ঘোরে...

সেই চক্রের ফলে গরম হয়ে ওঠে গর্ভ। সেখান থেকে গজিয়ে ওঠে মানুষ আর ঘর।

আমাদের বাউদিয়া রায় গেয়ে ওঠে – 'ধিকো ধিকো মইশালরে। মইশাল ধিকো গাভুরালি...'

তার দুঃখ একটু বেশি গভীর ও গাভিন হলে গলায় সুর তোলে – 'আজি ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে...'

এসব গানে উত্তরের মাটি নরম হয়ে ওঠে। অঙ্কুর হয়ে মাথা তোলে শাল, পলাশ, তাল, শিরীষ, পানপাতা ঘর... উত্তরের জঙ্গল। পাখিরা ডিম দেয়। পোকা আনে। বাচ্চা বড় করে। পিঁপড়ে সার দিয়ে মাটির আরও গভীরে বাসা বাঁধে...

উর্বর হয় শরীর
ফসল দেয়
পাকে
ফসল পাকার গান হয়ে ওঠে খনগান...

মানুষ খুটার গান বাঁধে। মুখোশ গড়ে রাম, রাবণ, হনুমান, জম্বান, ভদ্রকালীর। বনবাসী রাম গেয়ে ওঠে –

'ও ভাই লক্ষ্মণরে
চলো যাই ভাই বনবাসে
বনে গিয়ে কাল কাটাম রে...'

একটা ছোট নদী তুলাই। তার উঁচু পাড়। বাসা বেঁধে আছে মাছরাঙারা। ডিম পাড়ে। কেওয়াতলার ছেলেরা ছুটে যায় ডিম সংগ্রহ করতে। হইহই করে ডিম সংগ্রহ করে রান্না করে। বনভোজন সারে...

দুই পাড়ের বালির চর। সেই চরে ছোট পোকারা গর্ত খুঁড়ে নদীর রস গায়ে মাখে। বাসা বানায়। সন্তান দেয়। ওরা বলে বালিপোকা। খেলা শুরু করে; কে কত পোকা সংগ্রহ করে কৌটায় ভরতে পারে।

পাগল ওরা সব পাগল...

আর এক পাগলা নদী। নাম ফুলহর। প্রতিবছর এত আদর দেয় ভূতনির মানুষদের! ঘর ভাঙে। জমি কেড়ে নেয়। ওদের গরিব করে তোলে। গৃহহীন করে। তৈরি হয় স্বদেশে পরবাসী মানুষ। এরই পাড়ে আছে চাঁইরা। ওরা বিয়েতে এই নদীর পাড়ের মাটি কেনে। সেই মাটি দিয়ে তৈরি হয় ছায়ামণ্ডপ ও উনুন। ওরা বিয়েতে আমন্ত্রণ করে এই মাটি এবং নদীকে।

এরপর ষোলোর পাতায়

যাহা বলিব সত্য বলিব

মৌসুমী মজুমদার

বারো মাসে তেরো পার্বণের সঙ্গে বেশ মাখোমাখো আর একটি পরব যোগ হলে কেমন হয়? এই দহন দিনে চোখে সর্ষে ফুলের জায়গায় শয়নে স্বপনে জাগরণে শুধু একটি জিনিসই নয়ন সম্মুখে ঘুরে ঘুরে আসে। তার সঙ্গে আমার পিরিতি? সেই জন্মের সময় থেকেই—

নাহ্!! বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেল? বেশ শুধরে নিলাম।

জ্ঞান হওয়া থেকেই তার প্রতি এক গভীর মোহ। আবার অক্ষর পরিচয়ের শুরুটাও মন্দ ছিল না। ঠিক আছে আর জটিল ধাঁধায় ঘুরপাক খেতে হবে না।

'আ - এ আমটি আমি খাব পেড়ে' এখান থেকেই মিষ্টিমধুর সম্পর্কের রসায়ন জমে ক্ষীর। শ্যামের পিরিতির মতো এই ভালোবাসাতেও কোনও খামতি নেই। সখি কেবা শুনাইল 'আম' নাম? সে তুমি যতই বলো, ওরে আর খাস নে রে, খাস নে। বসন্তে কোকিলকে বলে দেখত, ওরে তুই থাম, আর ডাকিস নে! তার বয়েই গেছে শুনতে তোমার ভাষণ।

'কাকস্য পরিবেদন' বলে একটা কথা আছে না? আমার ক্ষেত্রে বোধহয় সেটাই প্রযোজ্য। যতই অজুহাত দেখাও না বাপু, আম বৈরাগ্যের কোনও লক্ষণ আমাতে খুঁজে পাবে না। ভরা আমের মরশুমে আমকে নিয়ে একটু আমোদ করব না? আমি আম খাব না? স্বাদে-গন্ধে জিভে জল– আর পাগল পাগল মন।

মধুফল আমের টানে সম্রাট আকবর থেকে রবিঠাকুর, বিদ্যাসাগর কে নেই লিস্টে? সাপের মতো জিভ লকলক না করলেও নোলাটা আমার ভালোই।

সেই বোশাখে মুকুলকে স্বাগত জানিয়ে হাপিত্যেশ করে বসেছিলাম। জ্যৈষ্ঠ আসায় তো কথাই নেই, আমের মজায় না মজলে হবে? গ্রীষ্মকে বড্ড ভালোবাসি। একটিই কারণ– অগ্নিবান যতই জ্বালা ধরাক, সব কষ্টে প্রলেপ দেয় আম। সে কাঁচাই হোক কি পাকা, ওনার জাদুকরি ক্ষমতা অসীম।

তোমাদের আর নতুন করে কী বলব, বৈশাখের তীব্র দহনের জ্বালায় জ্বলে গলদঘর্ম হতেই, ঢাকঢোল পিটিয়ে কালবৈশাখীর আগমন। শৈশবের ঝড়-বৃষ্টির দিনগুলোতে, মা-ঠাম্মার চোখ এড়িয়ে দুপুর হোক কি সন্ধে ভাইবোন আর পাড়ার বন্ধুরা মিলে দে ছুট। ভেজা মাঠে আম কুড়োনোর মজা আর ঠাম্মার বানানো আমসত্ত্ব চুরি করে খাওয়ার যে কী সুখ। মিথ্যে বলার অপরাধে শাস্তি বরাদ্দ ছিল কানমলা, বকুনি।

ছেলেবেলার সেই চালাকির ফল কিনা জানি না, কোমর বেঁধে যতবারই আমের আচার বা আমসত্ত্ব বানানোর প্রস্তুতি নিয়েছি, অবধারিতভাবে অকৃতকার্যের শিরোপা জুটেছে। রান্নাবান্নায় কোনও কালেই খুব একটা আগ্রহ ছিল না। খুব শখ করে, যতই খুন্তি হাতা কড়াইয়ের ঠোকাঠুকি করি না কেন, ভাগ্যের পরিহাসে, এ জন্মে 'বেগুন' অপবাদ ঘোচার আর কোনও আশা নেই।

-এআই

'কোনও গুণ নাই তার কপালে আগুন...' দেবী অন্নপূর্ণার স্বামীর পরিচয়ের মতো এর গূঢ় অর্থ দয়া করে কেউ খুঁজতে যাবেন না।

তবে? এত আমোদ কীসের?

কে আম নিয়ে আমোদ করে না বলুন তো? আম নিয়ে সত্য কথা বলতে গেলে আনন্দের বাজারে উপস্থিত হতেই হত। দারুণ অগ্নি যতই বর্ষিত হোক, আমজনতার দরবারে আম সত্যের কথা না বললে আমার আবার আম হজম হবে না। এই ছাপোষা জীবনে প্রকৃতির একদিকে স্নিগ্ধতা-সৃষ্টির সমাহার, আর অন্যদিকে রুদ্র রূপের হাতছানি। দাঁড়িপাল্লার ভার কোন দিকে বেশি সে পথে না গিয়ে, এই অমৃত সমান ফলটিকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলে মন্দ কী? তবে যাই বলো বাপু, এই সবের মধ্যে আমার মতো সকলের মনেই কি আম আকর্ষণ সৃষ্টি করে? রকমারি আমের সম্ভারে পাগল করা ঘ্রাণে ম-ম করছে ফলের বাজার। তাদের বাহারি নাম, গন্ধ, বর্ণ ও রূপের প্রলোভনের ফাঁদে আর কেউ না পড়লেও আমি তো প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি।

রসরঙ্গ

এবার বলতেই পারো, 'ঘ্রাণেন অর্দ্ধ ভজনং...' আমি ওই অর্ধ উদরপূর্তির দলে পড়ি না। তাই বেশ আয়েশ করেই রসাস্বাদনের জন্য যা যা করণীয় সব করতে রাজি। হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম, বাজারের হিমসাগর, চৌসা, গোলাপখাস, ল্যাংড়া আরও কত প্রজাতির আম, তাদের নজরকাড়া রং আর তেমনই নামের বহর। আমের স্বাদে-গন্ধে মুগ্ধ হয়ে পণ্ডিতেরা আমের সুন্দর সুন্দর অলংকারে সাজিয়েছেন। চমৎকার সেসব নাম।

'নামে কী আসে যায়?' শেক্সপিয়র মহাশয়ের মতো তোমরা প্রশ্ন করতেই পারো? আমার মতে, আমের ক্ষেত্রে, ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ, বর্ণ-গন্ধ নির্বিশেষে এর প্রয়োজনীয়তা আছে বৈকি? নানা রঙে ভরা আমার এই বঙ্গভূমি। সেখানে আমের রকমফের থাকবে না, তাই হয়? বেশ উচ্চস্তরে বসে আছেন আলফানসো আর মিয়াজাকি। বাকিরাও কেউ কম যান না। এ বলে আমায় দেখ তো ও বলে আমায়।

গোলাপখাস, হিমসাগর, আম্রপালি, গোলাপভোগ, ক্ষীরশাপাতি, হাঁড়িভাঙা, মোহনভোগ, লক্ষ্মণভোগ, আশ্বিনা, কাঁচামিঠা, গৌরমতি, মল্লিকা। আম শুধু যে 'লাখে এক', 'বৌ ভুলানো' বা 'জামাই পছন্দ' হয় না, তা নয়— বৃন্দাবনী, বিবি, ছাতু ভিজালি, চিনিখোর, ইঁদুর চাটা, তোতাপুরি, মতিচুর, সিন্দুরিও হয় গো। এবার আম বাবাজীবনও বলবে, শ্রীকৃষ্ণের মতো আমারও নামের মহিমা কিছু কম নয়। আমের রাজনীতি বড় কঠিন বুঝলে? ল্যাংড়া নিজেকে সেরা বললে, হিমসাগর বলবে সে রাজা, আর ফজলির ভাষায়, 'আমার সাইজটাই যথেষ্ট!' যাগ্গে, এবার আম আদমি, আমদরবারে এসে উপস্থিত। বেশ কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নেড়েচেড়ে আম দেখবে, ঘ্রাণ নেবে তারপর ভাববে কোনটি কতটা নেবে।

তবে আমার ঠাম্মার মতো যদি জানতে চেয়েছ, তোমার আম সত্যিই ল্যাংড়া তো? 'দিদা হেইডা কী কও? ল্যাংড়া না হইলে কী ঝাঁকায় কইরা উবায় আইনতে হয়?' এরপর প্রথম দফার অধিবেশন শুরু, পার্সের ওজন বুঝে দরাদরি। দামের টানাটানি খেলার দফারফা করে, পাওনাগন্ডা মিটিয়ে, আবার প্রয়োজনে কিছু টাকা বাকি থাকলেও, কুছ পরোয়া নেহি গোছের ভাব দেখিয়ে, বগলদাবা করতে পারলেই কেল্লা ফতে। আমেরাও সপরিবারে বাক্সবন্দি বা থলে বোঝাই হয়ে সযত্নে রওনা দেয় নতুন ঠিকানায়।

এই বেচাকেনা, খাওয়া ও খাওয়ানোর অপার আনন্দের রসে যিনি বঞ্চিত তাকে বোঝানো কি আমার কম্ম?

ইনি হলেন ফলের রাজা আম। তার রাজত্বে আজকালকার মায়েদের এখন কাঁটাচামচই ভরসা। আধুনিক মায়েদের স্মার্ট বাচ্চাদের হাতে-মুখে জামায় আমের রসের মাখামাখি ও নোংরা হওয়া থেকে বাঁচাতে তাদের সজাগ দৃষ্টি। খুব সচেতনে ছুরি দিয়ে আমের ছাল ছাড়িয়ে, টুকরো করে কেটে, প্লেটে সাজিয়ে দিলেই হল। না হলে হাত বাড়ালেই বন্ধু জুসার রয়েছে, চোখের পলকেই জুস হাজির— গ্লাসে গ্লাসে স্ট্র সহযোগে সেবনের অপেক্ষায়। যাক বাবা হাত-নাক, মুখ, জামাকাপড়ে আর আমের স্পর্শ পেতে হল না।

ম্যাজিক জানত মা-ঠাম্মারা। আধাপাকা আম চালের ড্রামে রেখে দিত পাকানোর জন্য।

আমাদের মতো দস্যুরা সেই আম বের করে নেওয়ার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ওঁত পেতে বসে থাকত। দাঁত দিয়ে ফুটো করে— সে চোষাই হোক, ল্যাংড়া কি হিমসাগর চুষে চুষেই হাপিস। আর আমের প্রতি কামড়ে যেমন রাজসিক স্বাদ, তেমনি আঁটি চুষে, চেটে খেয়ে যে সাদা করেনি, সে তো ফলের রাজদরবারের প্রধান স্বাদ থেকেই বঞ্চিত।

এত পাঁচালি শোনার পরে, শরীরের কথা বাদ গেলে হবে না? 'আম খান মেদ ঝরান'। আমার কথা নয়। কে বলেছে? সত্যি বলছি এই মুহূর্তে নাম মনে করতে পারছি না। ইনি শুধু ভিটামিন এ থেকে সি-তেই সীমাবদ্ধ নন। বহুগুণের আধারও। ফাইবার এবং অন্যান্য পুষ্টির সঙ্গে প্রাকৃতিক শর্করা সম্ভবত বেশি থাকে। আমার মোটা মাথায় এইটুকুই বলতে পারি, যাদের শর্করা শত্রু তুল্য তারা ভেবেচিন্তে খাবেন।

দুঃখের বিষয় একটাই সারাবছরে তিন মাসই আম পাবেন। নয় মাস মাথা ঠুকে মরলেও পাবেন না। হজমের সমস্যা, ক্যালোরি এত কিছু না ভেবে, অল্প খান ভালো খান। শুনেছেন কি? গোলাপ জলের সঙ্গে আমের রস লাগালে নাকি ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়? ত্বকে বয়সের ছাপ পড়ে না। ভালো কথা, কিন্তু মেমসাহেব হওয়ার সাধ এ জন্মে অপূর্ণ রয়ে গেলেও, রূপটানের জন্য আমকে নষ্ট করতে আমি রাজি নই। আমার আবার লোভটা একটু বেশিই কিনা!!

এই দেখুন রোদ আম বাজারে যাত্রার পথে, গল্পের মাঝেই কেমন এক পশলা বৃষ্টিতে কাকস্নান হয়ে গেলাম। এই স্নানযাত্রার কথায় একটা গল্প মনে পড়ল, বলি?

রথযাত্রা নয়, আমস্নানের কথা। ছোটবেলায় দেখতাম আম খাওয়ার অনেক আগেই, বিশেষ করে কেনা আমগুলো সসপ্যানে বা বালতিতে ভিজিয়ে রাখতেন মা-ঠাম্মারা। ঠাম্মা বলতেন তোমরা স্নান করে এসো, ওরাও স্নান করে নিক। এখন বুঝতে পারি ক্ষতিকর কেমিকেলের থেকে রেহাই পেতে শরীর, মন-পেটকে সতেজ রাখতে আমস্নানের প্রয়োজনীয়তা। আম আমাদের স্মৃতিবিজড়িত আনন্দের প্রতীক। এর স্বাদ আস্বাদনের সময়টি বড়ই ক্ষণস্থায়ী। একটু আয়েশ করে ভোজনরসিকরা রসাস্বাদন করতে না করতেই, আষাঢ় মাসের বিদায়ের ঘণ্টাধ্বনিতে— আমার ঘরে আমের আমদানি বন্ধ হয়ে যাবে, একথা ভাবতেই প্রাণ ব্যথাতুর।

আমের কোনও বিকল্প আছে কি? জানি না। মাত্র তিন থেকে চারটে মাস এই ফলকে নিয়ে আবেগের সমুদ্রে ভাসলে ক্ষতি কী? কাঁচা থেকে পাকা, মিষ্টি থেকে টক ছাড়াও রকমারি পদ নিয়ে বাঙালির জীবনে শান্তি-অশান্তির লাটাইটা যার হাতে, তার খোঁজ চলছে। 'সবার উপরে মানুষ সত্যের...' মতো সব ফলের উপরে আম সত্য।

'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে...' যে প্রেমের টানে সে বেঁধেছে, সত্যিই বলছি—

আমের সঙ্গে প্রেমের বড়ই মিল —

দুটোই ঠিক সময়ে না পেলে কাঁচা লাগে, আর বেশি দেরি করলে পচে যায়!

ঠাকুমার পাকঘর

চেল নদীর বোরোলি পাতুরি

অনাদৃতা দেব দত্ত
উদ্যোগপতি
শিলিগুড়ির বাসিন্দা

শুক্রবার বিকেলে ক্রান্তির ছোট হাটটা বেশ জমে ওঠে। গ্রামের জেলেদের জালে ধরা মাছ, উঠোনের শাক, মাচার লাউ আর হাঁস-মুরগির ডিম নিয়ে জনাকয়েক মানুষ বসেন সেখানে। সেদিন ঠাকুরদার হাতের খলই খুলতেই বেরিয়ে এসেছিল চেল নদীর ক'টা রুপোলি বোরোলি মাছ। মাছের চেহারা দেখে ঠাকুমার দারুণ ডাগর চোখ ইয়া বড় হয়ে গেল। মুচকি হেসে বলেছিলেন, 'আজ নয়, কাল দুপুরে রান্না হবে।' খলইয়ের মুখ খুলে সেই মাছ আম গাছের এক নীচু ডালে ঝুলিয়ে রাখা হল।

অগ্রহায়ণের ওশে ঠিক পরের দিন সেই মাছগুলো আরও ঝকঝকে লাগত। রান্নাঘরের পেছনের জাংলা থেকে লকলকে লাউডগার কচি পাতা তুলে এনে তৈরি হত বোরোলি মাছের লাউ পাতায় পাতুরি। সময়ের চাকা ঘুরেছে, ব্যস্ততা বেড়েছে, কিন্তু এমন রান্নার সুবাস আর শেকড়লগ্ন স্বাদের জাদুকরি টান কোনও দিন ফিকে হয় না। এক থালা গরম ভাতের সঙ্গে সেই পাতুরির প্রথম গ্রাস যেন ফিরিয়ে আনে ফেলে আসা রোদেলা দুপুরের নিখাদ আনন্দ।

উপকরণ : বোরোলি মাছ, সমপরিমাণ কালো ও সাদা সর্ষে, ছোট্ট এক টুকরো আদা, কাঁচা লংকা, নুন, হলুদ গুঁড়ো এবং সর্ষের তেল।

প্রণালী : দু'রকম সর্ষে, আদা ও চারটে কাঁচা লংকা সামান্য নুন দিয়ে পাটায় মিহি করে বেটে নিতে হবে। এবারে ওই মশলার সঙ্গে নুন, হলুদ গুঁড়ো ও সর্ষের তেলে মাছগুলো ভালো করে মেখে নিতে হবে। লাউ পাতাগুলো একটা একটা করে ভালো করে ধুয়ে, তাতে মশলা মাখানো দুটো করে মাছ রেখে পাতাগুলো মুড়িয়ে সুতো দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিতে হবে। এবারে কড়াইয়ে অল্প সর্ষের তেল গরম করে পাতায় মোড়া মাছ একেবারে ঢিমে আঁচে এপিঠ-ওপিঠ দশ মিনিট করে ঢেকে রান্না করতে হবে, যাতে পাতার বাইরের অংশটা একটু পুড়ে সুন্দর গন্ধ বের হয়। গরম ভাতের সঙ্গে লাউ পাতা সমেত বোরোলি মাছ মেখে খাওয়ার সেই স্বাদ অনবদ্য বললেও কম।

পুরনো দিনের দারুণ সমস্ত রান্নার খবর নিয়ে হাজির 'ঠাকুমার পাকঘর'। অংশীদার হতে পারেন আপনিও। ঠাকুমা, দিদিমাদের কাছে শোনা পুরনো সমস্ত রান্নার খবর ভাগ করে নিতে পারেন আমাদের সঙ্গে। লেখা (ইউনিকোড ফন্টে) সহ সেই রান্না ও আপনার ছবি পাঠান ubsrobbar@gmail.com ঠিকানায়

শাশ্বত রাত্রির বুকে

পনেরোর পাতার পর

যে ছেলে তিস্তাপাড়ে জীবনের অর্ধেকটা সময় কাটিয়ে ফেলেছে, তার কাছে সেদিনের কুয়াশা-ঘেরা জলশহর অন্যান্যদিনের চেয়েও অনেক বেশি ঘন মনে হচ্ছিল।

শেষ অবধি মালদা? মালদা যাওয়ার কথা শুনে বন্ধুরা ঠাট্টা করেছিল, 'ওদিকে তো আম ছাড়া কিছুই নেই! আর আছে বীভৎস গরম। লোকে মালদ্বীপ যায় চাকরি নিয়ে, আর তুই কি না যাচ্ছিস মালদায়?' তরুণ হেসেছিল এই কথায়। যার কোনও কথা বলার থাকে না, সে সব জায়গায় হেসে ফেলে। কিন্তু মনে মনে জানত, দু'বছর ধরে চাকরির খোঁজে ঘুরেও যখন কিছুই জোটে না, তখন আম/গরমের দেশেও যদি একটা মাস্টারি জোটে, সেটাই বা কম কী।

এখানে একটা কথা বলে রাখি, বাংলার অর্থনীতির যে ছবিটা পরিসংখ্যানে দেখা যায় না, সেটাই দেখা যায় এই ধরনের ছোট ছোট যাত্রায়। একটা ছেলে যখন নিজের শহর, নিজের নদী, নিজের মা আর প্রেমিকাকে ছেড়ে একটা অচেনা গ্রামে পাড়ি দেয়, তাও শুধুমাত্রই পেটের দায়ে, তখন সেটা কোনও সরকারি রিপোর্টেই ধরা পড়ে না।

এই উত্তরবঙ্গেরই অজস্র তরুণ, আমাদের গল্পের সেই তরুণের মতোই অসুস্থ মা-কে মামাবাড়িতে রেখে, প্রায় ভেঙে পড়া ঘর-বাড়ি তালা দিয়ে, ভূত আর মাকড়সার পাহারায় রেখে পাড়ি জমায় দূর অনন্তে। যেখানে নেই মায়ের স্নেহ, যেখানে নেই প্রিয় প্রেমিকার অতলস্পর্শী প্রেম।

মায়ের হাতের আলুর দম আর 'ফোন করিস' বলাটুকু ছাড়া, সেই শেষ রাতে বিশেষ কোনও কথাই হয়নি মায়ের সঙ্গে। প্রেমিকা শুধুই বলেছিল, অপেক্ষার প্রতিশ্রুতি সে দিতে পারছে না। তরুণ তর্ক করেনি; কারণ যে ছেলে নিজের আগামীকাল সম্পর্কে নিশ্চিত নয়, তার মুখে বড় প্রতিশ্রুতি মানায় না।

মালদার ঝলঝলিয়া স্টেশন থেকে বাস, ম্যাজিক, তারপর অনেকটা পথ হাঁটা। ঘন ঘোর বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে, লালমাটির রুখোপথ আর আম বাগান পেরিয়ে, চোখে পড়ল সেই লৌহকপাটগেট— সারদা তীর্থম। রামকৃষ্ণ মিশনগুলোর একখানা নিজস্ব ভূগোল থাকে, যেটা ভারতের যে প্রান্তেই যান না কেন, একই রকম লাগে— বিশাল প্রাঙ্গণ, ধবধবে সাদা মন্দিরঘর, সার বেঁধে বৃক্ষের সারি, সাধু-নিবাস, অতিথি-আবাস, হস্টেল। যে মঠের ভাবনা জন্মেছিল সিদ্ধার্থ অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের মস্তিষ্কে। যুগ যুগ ধরে কত-শত ছাত্রদের শিক্ষা দিয়ে গেছে বৌদ্ধবিহার। রামকৃষ্ণ মিশনকে তরুণের ঠিক তেমনই মনে হয়। তাই তরুণের কাছে জায়গাটা অচেনা ঠেকছিল না মোটেই। যেন যুগ-যুগান্তর ধরে এখানেই তো ছিল সে!

তারপর দিন গড়াতে থাকে। যেভাবে গড়ায় জীবনের স্রোত। বাংলার গল্প, ইতিহাসের সাল-তারিখ, ভূগোলের জটিল মানচিত্র, ভোরের প্রার্থনা, ছাত্রদের হইচই, বিকেলের খেলা, সন্ধ্যারতি— তরুণ মিশে যেতে লাগল আশ্রমের সহজ ছন্দে। এমন সহজে সে মিশে যাচ্ছিল, যে নিজেই অবাক হচ্ছিল মাঝেমধ্যে। শহরের ছেলে গ্রামে গিয়ে এত তাড়াতাড়ি মানিয়ে নেয়, এমনটা তো সচরাচর হয় না!!

মাসখানেক পর হেডমাস্টার স্বামী আত্মপ্রাণানন্দজি তরুণকে ডেকে পাঠালেন। টেবিলে রাখা একটা পুরোনো হলদে কাগজ দেখিয়ে বললেন, 'এটা দেখো তো।'

মার্কশিট। নিজের নাম, নিজের চেনা রোল নম্বর, লাইফ সায়েন্সে একশোয় একশো, আর পরীক্ষকের সইয়ের জায়গায় স্বয়ং স্বামী আত্মপ্রাণানন্দজির হাতের সই।

'ক্লাস ফাইভ থেকে টেন আশ্রমেই তো তোমার পড়াশোনা। হস্টেল শেষে জলপাইগুড়ি চলে যাওয়ার পরও এখানকার প্রতিটি মহারাজ প্রতিটি শিক্ষক তোমাকে মনে রেখেছেন কিন্তু!'

তরুণ কিছুক্ষণ কথা খুঁজে পায়নি। এতদিন ধরে যে নিজপরিচয় গোপন রাখার প্রাণপণ চেষ্টা সে করেছিল, যাকে সে ভাবছিল নেহাতই কপালজোরে পাওয়া একখানা চাকরি, সেটা আসলে একটা ভুলে যাওয়া শৈশবের ঋণ? যেটা ফিরে এসেছে ঠিক তখন, যখন সবচেয়ে বেশি করে দরকার ছিল তার!

আবারও সিদ্ধার্থর কথা এখানে না মনে পড়ে উপায় নেই— চাকরির খোঁজে ঘুরে বেড়ানো সেই ছেলেটাও যেমন প্রতিটি ব্যর্থতায় নিজের শিকড় থেকেই সরে গিয়েছিল একটু একটু করে, আমাদের গল্পের তরুণও তো তেমনই হতে পারত! কিন্তু তার শিকড় তাকে ছাড়েনি।

এই যে নিঃশব্দ ফিরে-আসা, এটাই বোধহয় উত্তরবঙ্গের আসল গল্প। আমরা ভাবি, ছেলেরা শহর ছেড়ে যাচ্ছে মানে হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কখনো-কখনো তারা এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছায়, যেখানে তাদের নিজেদের অতীতই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল; হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। অর্থনীতির ভাষায় একে বলতে পারি— 'রিভার্স মাইগ্রেশন'; কিন্তু জীবনের ভাষায় একে ঠিক কী বলা যায়, সেই শব্দটা এখনও তৈরি হয়নি।

সেই রাতে ছাদে একা দাঁড়িয়ে তরুণ বুঝেছিল, জীবনের বদলগুলো বেশিরভাগ সময় চোখে দেখা যায় না। তারা নদীর স্রোতের মতো নিঃশব্দে বয়ে যায়— কখনো-কখনো একই জায়গায় স্থির মনে হয়, অথচ প্রতি মুহূর্তে সেই জলটা বদলে যাচ্ছে। স্রোত কখনও থামে না। সে ঠিকই পাথর ডিঙিয়ে গড়ে নেয় নিজের পথ। যে পথে তরুণ হেঁটে ভেবেছিল একেবারে নতুন, সেই পথটা আসলে বহু আগে থেকেই চেনা ছিল তার। শুধু নিজেই ভুলে গেছিল। তখনই পল রোবস্যন গেয়ে ওঠেন, I'm tired of livin', but I'm scared of dyin', But ol' man river, he just keeps rolin' along.

জীবন আসলে নিশ্চিন্দিপুরে ফের ফিরে আসা অপুর মতো, কলকাতা থেকে বালুরঘাটে চলে যাওয়া সিদ্ধার্থর মতো, অথবা সত্যজিৎ রায়ের 'আগন্তুক' শ্রী উৎপল দত্তের মতো! যার মতে, স্ট্রাগল বাঙালির অতিপ্রিয় শব্দ হলেও সেটা মগজের পুষ্টি, মাংসপেশির পুষ্টি। আর এই পুষ্টির লোভেই নদী ছুটে চলে সমুদ্রমুখে, তার স্রোত কখনও থামে না।

এই পুষ্টির লোভেই ভাষা এগিয়ে যায় বিদেশি শব্দভাণ্ডারের কাছে, ভাষা কখনও মরে না। এই পুষ্টির লোভেই ঘর ছেড়ে জীবনের কাছে ছুটে চলে আজকের প্রজন্মের অজস্র মেধাবী তরুণ ও তরুণীরা। তারা চোখের আলোয় দেখে ফেলে চোখের বাহিরের সেই বদল। সেই স্রোত। সেই নীরব বয়ে চলা। সেই ওল্ড ম্যান রিভার।

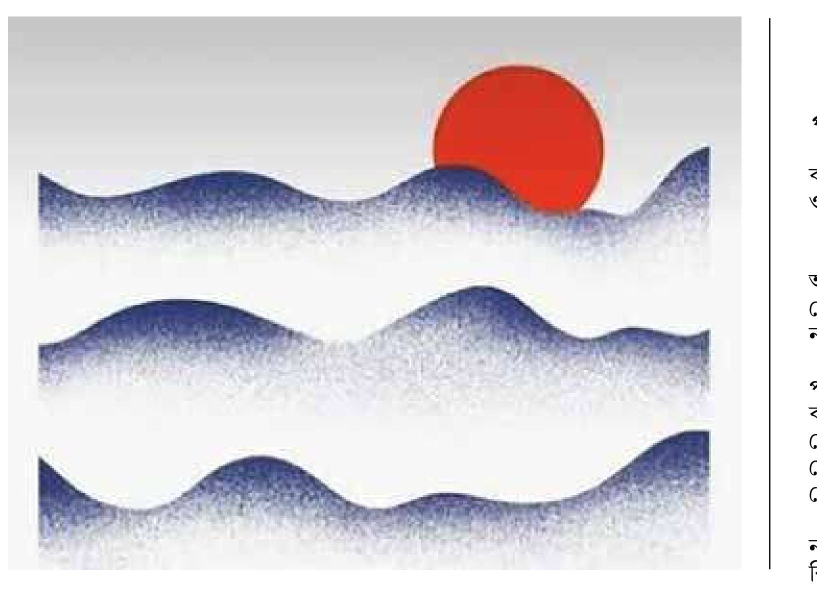

নদী এক রূপকল্প

পনেরোর পাতার পর

তারাও আসে পাত পেড়ে খাবার খায়। বহু পুরাতন এই সম্পর্ক। বহু পুরাতন মানুষ ও নদীর কথা...

সব শেষেও ওরা নদীকে মা বলে।

তবুও ওরা চেপ্টে থাকে নদীর পাড়ে। আবার ঘর বানায়। আবার চর কেটে জমি বের করে...কলাই বুনে। সর্ষে, পাট বোনে। নদীর মিঠা জলে ভাত রাঁধে, ডাল রাঁধে...

কিন্তু জানো; ভবা তুমি চলে যাওয়ার পর এই নদীও অসুস্থ হয়ে উঠেছে। নদীতে বানমাছ, শোল ও বুয়াল হাতড়ে পাওয়া যেত। নদীর চিটা মাটিতে মাথা ধুয়ে ফেলত। গায়ে মাখত। এখন ওরা দূরে সরে গেছে আরও বহুদূরে চলে গেছে...

যে পাখিরা আসত ওরাও আর আসে না। বাসা নেই, কূজন নেই। এখন শুধু বিষণ্ণ ভগ্নহৃদয়। ওরা যে কোথায় সরে গেছে আমি জানি না ভবা। তুমি তো এই শরীরের পুরাতন গাছ; খবর দাও... বলো একবার আসুক ওরা। বাসা বাঁধুক। পীড়িত করুক। শরীর গরম করুক।

তুলাইয়ের বুক শুকিয়ে গেছে। মরে গিয়ে কঙ্কালসার হয়ে গেছে। যে মানুষেরা নদী থেকে সাঁতরে সাঁতরে ঘর বানাল, গর্ভবতী হল সেই মানুষ তার বুকেই পা তুলে দিয়ে চাষ করছে।

জানো ভবা আমার ভারী কষ্ট।

ভারী যন্ত্রণা...

আমার গলাও ভারী হয়ে ওঠে। ভূপেন হাজারিকার আক্ষেপ আমারও হয়ে হয়ে ওঠে – 'ও গঙ্গা তুমি বইছ কেন?'

গুনগুন করি আর নদীর পাড়ের গাছ হবার জন্য স্বপ্ন দেখি...

ভবা আমিও যেন তোমার মতো হতে পারি।

এক অচেনা পৃথিবী

পনেরোর পাতার পর

ভাওয়াইয়া ও তুক্ষা গানকে বাঁচিয়ে রাখতে ময়নাগুড়িতে কাজ করে চলেছেন অনিন্দিতা রায়। নাটকের সৃজনশীল প্রয়োগ ঘটিয়ে নতুন প্রজন্মকে অভিনয়ে তালিম দিচ্ছেন কোচবিহারের কল্যাণময় দাস।

সমাজ সংস্কার ও মানবসেবা নিয়ে অন্য এক কর্মকাণ্ড গড়ে উঠেছে কোচবিহারের পার্থ অধিকারীর মাধ্যমে। সমাজের পিছিয়ে থাকা মানুষকে সমাজের মূলস্রোতের সামনে তুলে আনার ব্রত নিয়ে ২০০৯ সালে তিনি গড়ে তুলেছিলেন 'পা ফাউন্ডেশন'। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি ষোলোজন শিক্ষার্থীর দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁরই হাত ধরে এক মেধাবী ছাত্র আজ উচ্চতর গবেষণার সুযোগ পেয়েছেন। পড়াশোনার পাশাপাশি পার্থ নিয়মিত ঘুরে বেড়িয়ে উদীয়মান অথচ সুযোগবঞ্চিত খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করেন। তাঁদের মাঠে ফিরিয়ে আনতে তিনি নিজ দায়িত্বে বুট ও জার্সির মতো প্রয়োজনীয় খেলার সামগ্রী তুলে দেন। ফুটপাথের অবহেলিত বয়স্ক মানুষদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় চোখের ছানি অপারেশন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, প্রতিদিন তেরোজন মানুষের একবেলার খাবারের সংস্থান করা কিংবা সীমান্তের প্রত্যন্ত গ্রামের নারী ও ছোটদের হাতে বই পৌঁছে দেওয়ার মতো জনহিতকর কাজগুলো তিনি ধারাবাহিকতার সঙ্গে করে চলেছেন।

সমাজের প্রচলিত কাঠামোর প্রতি গভীর আস্থাহীনতা থেকে এক অন্যরকম পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিলেন মালদার হবিবপুরের চরণ বেসরা। অধুনা প্রয়াত এই মানুষটি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বাইরে দাঁড়িয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। নিম্নবর্গের মানুষের অবহেলিত ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে নতুনভাবে পুনর্নির্মাণের চেষ্টা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তাঁর প্রয়াণের পর সেই সংগ্রামী ধারাকে সামনে রেখেই মালদার বামনগোলা, গাজল ও সদর মালদাজুড়ে কাজ করে চলেছেন হরষিত বিশ্বাস, সুবোধ সূত্রধর ও জীবনকুমার সরকাররা। যে কোনও ধরনের মৌলবাদ ও অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার কর্মী হিসেবে পরিচিত। এই আদর্শের ওপর ভিত্তি করেই ১৯৯৮ সালে গাজোল ব্লকের মাশালদিঘি নামক গ্রাম থেকে নিরীশ্বরবাদী সমাজ গড়ার উদাত্ত ডাক দিয়ে তাঁরা গোটা অঞ্চলে সাড়া ফেলেছিলেন। সাহিত্যচর্চার জগতেও তাঁদের এই চিন্তার যথেষ্ট প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। সামাজিক কল্যাণের ব্রত নিয়ে নিজেকে পুরোপুরি উজাড় করে দিয়ে আর্তের সেবায় ছুটে বেড়ান তুফানগঞ্জের কৃষ্ণ চন্দ্র বর্মন।

ইতিহাস ও সভ্যতার শেকড় সন্ধানে যাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ির ডঃ কৃষ্ণ দেব। নয়ের দশক থেকে তিনি মুদ্রা, প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস অনুসন্ধান করে চলেছেন। সম্পাদনা করেন 'প্রবাহ তিস্তা তোর্সা' নামক একটি সাহিত্য পত্রিকা। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রয়েছে পৃথিবীর প্রায় ১৮৫টি দেশের দুর্লভ মুদ্রা ও কারেন্সি নোট। রয়েছে বাংলার আড়াই হাজার বছরের সুপ্রাচীন গঙ্গারিডি সভ্যতার প্রায় একশোটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের নমুনা। তাঁর এই বিশাল সংগ্রহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল পাঁচ ফুট ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি প্রাচীন ধান রাখবার বিশাল জালা, যার গায়ে মিথুনমূর্তি খোদাই করা রয়েছে। রয়েছে এক অত্যন্ত দুর্লভ প্রাচীন পুঁথি। আগামী প্রজন্মের গবেষক ও উৎসাহীরা যাতে ইতিহাস চর্চায় এগিয়ে আসতে পারেন, সেটাই তাঁর জীবনের স্বপ্ন।

দক্ষিণ দিনাজপুরের মাটি ও মানুষের টানে কাজ করে চলেছেন পেশায় শিক্ষক সমিত ঘোষ। তাঁর নেশা ও পেশার মূল সুর হল ঐতিহাসিক অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানের মাধ্যমেই তিনি বৃহত্তর দিনাজপুরের স্থানিক ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করার কাজে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর লেখা বেশ কিছু মূল্যবান বই প্রকাশিত হয়েছে এবং তিনি নিয়মিত লিখে চলেছেন নানান জার্নাল ও পত্রিকায়। স্থানিক ইতিহাস অনুসন্ধানের নিবিড় চর্চার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রকৃত ও শিকড়লগ্ন ইতিহাস মানুষের সামনে উন্মোচিত হোক এবং নতুন করে নির্মিত হোক, এটাই তাঁর ইতিহাস চর্চার মূল উদ্দেশ্য। উত্তরের ইতিহাস চর্চা ও স্থানিক গবেষণার সঙ্গে যুক্ত আরও অনেকে। কোচবিহারে বসে উত্তরের না বলা ইতিহাস নিয়ে গভীর অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন ঋষিকল্প পাল। মাথাভাঙ্গার রাজর্ষি বিশ্বাস অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে জারি রেখেছেন নিজ এলাকার স্থানিক চর্চা।

জনজাতি সংস্কৃতির ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে কাজ করে চলেছেন আলিপুরদুয়ার জেলার ভুটানঘাটের কাছাকাছি কার্তিকার বাসিন্দা কুরুখ ভাষার বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক বিমলকুমার টোপ্পো। আশি বছর বয়সেও তাঁর মেধা, মনন ও কলম সজাগ ও সক্রিয় রয়েছে। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি নিজের মাতৃভাষায় সাহিত্য সাধনা করে চলেছেন। নিজের সমাজের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জনমানসে তুলে আনবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। গল্প ও কবিতার বেশ কিছু বই তাঁর ঝুলিতে রয়েছে। এর মধ্যে তাঁর রচিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বই রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা উত্তরবঙ্গের জনজাতি সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি।

যাবতীয় প্রতিকূলতাকে পাশ কাটিয়ে নিরন্তর কাজ করে যাওয়ার আরেকটি উদাহরণ উত্তর দিনাজপুরের মনোনীতা চক্রবর্তী। সম্পাদনা করেন আন্তর্জাতিক মানের এক সাহিত্য পত্রিকা, 'দাগ'। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন ভাষার কবিতা, বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া গুণী ব্যক্তিত্বদের পুনর্জীবন এবং নারীর নিজস্ব সৃজনশীলতা ও লড়াকু জীবনকে তিনি এই পত্রিকার পাতায় ফুটিয়ে তোলেন। নতুন ও প্রান্তিক অনেক কলমকে জনসমক্ষে তুলে আনার কাজ করে চলেছেন নিরন্তর। এই ধারায় উত্তরবঙ্গজুড়ে আরও কিছু মানুষ নিজেদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বিগত উনচল্লিশ বছর ধরে দিনহাটা থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে হাতে লেখা একটি পত্রিকা নিয়মিত সম্পাদনা করে চলেছেন আমিনুর রাহমান, নাম যার 'বৈঠা'। আলিপুরদুয়ার থেকে সুরজিৎ বণিক নিজের স্বতন্ত্র প্রকাশনা 'বিয়ন্ড হরাইজন' নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। 'বুক ডট কম' নামক উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত থেকে রাজবংশী ও কামতাপুরি ভাষার দুর্লভ বই, পত্রিকা ও সংকলন নিয়ে উত্তরের সমস্ত বইমেলায় ঘুরে বেড়ান শচীন রায়।

প্রচলিত ধারার স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে উত্তরবঙ্গজুড়ে এই মানুষেরা নিঃশব্দে নিজেদের কাজ করে চলেছেন। লক্ষ্য খ্যাতি বা বস্তুগত প্রতিপত্তি অর্জন নয়। তাঁরা এমন কিছু স্থায়ী কাজ করতে চান যা আগামীদিনে বহু মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে। নিজেরা ইতিহাস হয়ে নয়, সযত্নে উত্তরবঙ্গের ইতিহাস গড়তেই তাঁরা মনপ্রাণ সঁপেছেন।

আবার বছর তিরিশ পরে

ছোটগল্প

অতনু বিশ্বাস

-এআই

পার্ক স্ট্রিটের ক্যাফেটার নাম অদ্ভুত— ‘বীন অ্যান্ড ব্যথা’। আগে নাম ছিল ‘বীন অ্যান্ড ব্রু’। কিন্তু মালিক বুঝেছিল মধ্যবয়সি শহুরে মানুষের কফির চাইতে ইমোশনাল সাপোর্ট বেশি দরকার। তাই নাম বদলেছে।

একটা টেবিলে চার পুরোনো স্কুলজীবনের সহপাঠী— অঞ্জনা, শ্রাবণী, নন্দা আর রাধা। স্কুল ছাড়ার পর এই তিরিশ বছর যোগাযোগ ছিল না যাদের। যোগাযোগটা এবার করেছে অঞ্জনাই, পনেরো বছর পর দেশে আসার সময় পুরোনো স্মৃতি জাবর কাটতে ইচ্ছে করেছে হয়তো।

প্রথম দশ মিনিট গেল পরস্পরকে দেখে শক কাটাতে।

‘ও মা অঞ্জনা! তুই তো একদম হলিউডের হিরোইন!’

‘তুই শ্রাবণী? হোয়াটসঅ্যাপ ডিপি-তে দেখে তো মনে হচ্ছিল এআই জেনারেটেড!’

শ্রাবণী একটু লজ্জা পেয়ে বলল, ‘আরে ফিল্টারটা ছেলে লাগিয়ে দিয়েছে।’ রাধা সঙ্গে সঙ্গে কারেকশন করল, ‘ছেলে লাগিয়ে দেয়নি, অ্যাপ্লাই করে দিয়েছে।’ সবাই বুঝল, রাধা একইরকম আছে। নন্দা বলেই ওঠে, ‘রাধা কিন্তু একটুও বদলায়নি।’ রাধা গর্ব করে বলল, ‘আমি এখনও সেই একই ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করি।’ শ্রাবণী ফিশফিশ করল, ‘আর একই রকমের গ্র্যাভিটি।’

এই চারজন স্কুলে বিখ্যাত ছিল ‘ফোর স্কোয়ার’ নামে। এখন চারজনের জীবন সত্যিই বর্গক্ষেত্রের চারটি ভিন্ন বাহুর মত।

অঞ্জনা বস্টনে থাকে, বড় প্রযুক্তি কোম্পানির উঁচুদরের এগজিকিউটিভ। তার লিঙ্কডইন প্রোফাইলটা এত বড় যে পড়তে গেলে টি-ব্রেক লাগে। বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে দু’বার। সন্তানহীন। ফেসবুকে তার ছবি দেখে মনে হয় জীবনে কোনও সমস্যা নেই। কখনও সুইৎজারল্যান্ডে স্কি করছে, কখনও আইফেল টাওয়ারের সামনে ওয়াইন হাতে দাঁড়িয়ে, কখনও মোটিভেশনাল উক্তি বলছে— ‘চুজ ইয়োরসেল্ফ। হিল ইয়োরসেল্ফ। লাভ ইয়োরসেল্ফ।’ কিন্তু বাস্তবে সে রাতে মাইক্রোওয়েভে খাবার গরম করতে করতে ফোনে অসম্পূর্ণ সিরিজটা চালিয়ে দেয়। সময় তবেই কাটে। কথা বলার মতো কেউ নেই।

সে একজন পার্টনার খুঁজছে প্রাণপণে। নানা ডেটিং অ্যাপে আছে সে, এমনকি একটা অ্যাপে— যেখানে পঞ্চাশোর্ধ্ব বাঙালিরা রবীন্দ্রসংগীতের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রেম করে। কিন্তু বস্টনের বাঙালি পুরুষদের তিনটে ক্যাটিগোরি তার চোখে পড়েছে। এক, যোগা নিয়ে পাগল। দুই, ক্রিপ্টোতে বিনিয়োগকারী। আর তিন, যারা পুরো এনার্জি খরচ করে মাছ রান্না করে, আবেগের ছিটেফোঁটাও নেই তাদের মধ্যে। অঞ্জনা একবার ডেটে গিয়ে ডিনারের পুরো সময়টা জুড়ে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে কত রকমের অ্যাপ্লায়েন্স আছে, আর সেগুলো তার জীবনকে কীভাবে বদলে দিয়েছে, তা নিয়ে লেকচার শুনেছিল। অঞ্জনা মনে মনে বলছিল, ‘আমার একজন মানুষ দরকার, অ্যাপ্লায়েন্স না।’

শ্রাবণীর বাড়ি গড়িয়াতে। সে সুখী গৃহবধূ। স্বামী ব্যাংকের চাকুরে। দুই ছেলে— একজন আইআইটি-তে পড়ছে, আরেকজন মেডিকেল এন্ট্রান্সের কোচিং নিচ্ছে। চার-পাঁচ বছর সে নিজের জন্য শাড়ি কেনেনি, কিন্তু বাড়িতে তিনরকম ওয়াটার বোতল আছে— টিউশনের, জিমের আর পরীক্ষার।

শ্রাবণী মুখে বলে, ‘আমার কোনও টেনশন নেই।’ কিন্তু ফোন চেক করে পাঁচ মিনিট অন্তর। ‘খাবার গরম করেছিস?’ ‘গ্যাস বন্ধ করেছিস?’ ‘ভাইকে মেরেছিস কেন?’ ‘ওয়াই-ফাই রাউটারে হাত দিবি না!’

তার রোমান্টিক জীবন মৃতপ্রায়। গত বিবাহবার্ষিকীতে সে স্বামীকে বলেছিল, ‘একটু রোমান্টিক হও তো!’ ভদ্রলোক ডেলিভারি অ্যাপ খুলে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘বিরিয়ানি অর্ডার করব?’

নন্দা বেহালায় থাকে। সরকারি হাসপাতালের নার্স। স্বামী ছোট প্রাইভেট কোম্পানিতে ততোধিক ছোট চাকরি করে। সংসারটা দাঁড়িয়ে আছে ইএমআই আর ডিসকাউন্ট কুপনের উপর। এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে সদ্য, অন্যজন কলেজে সেকেন্ড ইয়ার।

> বস্টনের বাঙালি পুরুষদের তিনটে ক্যাটিগোরি তার চোখে পড়েছে। এক, যোগা নিয়ে পাগল। দুই, ক্রিপ্টোতে বিনিয়োগকারী। আর তিন, যারা পুরো এনার্জি খরচ করে মাছ রান্না করে, আবেগের ছিটেফোঁটাও নেই তাদের মধ্যে।

নন্দা সবসময় হাসে। স্কুলে এতটা ছিল না। নার্সদের কি প্রোফেশনাল ট্রেনিং থাকে-- রোগী মরলেও ঠান্ডা হাসি রাখতে হয়-- শ্রাবণী ভাবতে থাকে। এমন অদ্ভুত চিন্তাভাবনা ওর মাথায় এখনও আসে।

‘আমাদের মোটামুটি ভালোই চলছে,’ নন্দা বলল। অবশ্যই সে বলেনি যে গতকাল ইএমআই-এর লোক এসে দরজায় দাঁড়িয়েছিল।

নন্দার স্বামী এখন শুধু নিজের মেডিকেল রিপোর্ট নিয়েই উদগ্রীব। ‘গত সপ্তাহে কোলেস্টেরল কমেছে, তাই আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল,’ নন্দা বলল।

‘হাউ সুইট,’ অঞ্জনা ইমোশনাল হয়। নন্দা মাথা নাড়ে। ‘সুইট না হাতি!’ তারপর বলল, ‘এইবার মাটন খেতে পারব।’

রাধা অবিবাহিত। স্কুল শিক্ষিকা। এখনও লোকজনের ব্যাকরণ শুধরে দেয়। তার হ্যান্ডব্যাগে এখনও অ্যাটেনড্যান্স রেজিস্টারের গন্ধ। ছাত্রদের বলে, ‘তোমাদের জেনারেশন শেষ।’

সে গর্ব করে বলে, ‘আমি স্বাধীন থাকতে চেয়েছিলাম।’ এটা কিন্তু পুরো সত্যি নয়। কলেজে একবার প্রেম এসেছিল। কিছুদিন পর ছেলেটা বলে, ‘ইউ আর টু ডমিনেটিং।’ সেই থেকে রাধা ঠিক করেছে সে পুরো পৃথিবীকেই ডমিনেট করবে।

তবু সেও এখন গোপনে পার্টনার খুঁজছে। কিন্তু বিয়ের বাজারে তার অভিজ্ঞতা শোকাবহ। পাড়ার কাকিমারা আর ইস্কুলের সিনিয়ার কলিগরা মূলত দু’ধরনের প্রস্তাব আনে। এক, ‘এক ভদ্রলোক আছে। একটু সুগার, অল্প ব্লাড প্রেশার, টাক সামান্য, কিন্তু মানুষ খুব ভালো।’ দুই, ‘একজন আছেন, স্ত্রী মারা গেছেন, ছেলে দুবাইতে, মেয়ে ব্যাঙ্গালোরে, আর উনি হারমোনিয়াম বাজান।’

ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটেও প্রোফাইল খুলেছিল রাধা। নিজের বর্ণনায় লিখেছিল— ‘স্বাধীন, শিক্ষিত, সাহিত্যপ্রেমী।’ প্রথম মেসেজ এসেছিল— ‘রান্না পারেন?’ দ্বিতীয়টা—‘আপনি কি আমার মায়ের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবেন?’ তৃতীয়টা—‘আমি আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী। মাঝে মাঝে অতিজাগতিক শক্তি অনুভব করি।’ সেইদিনই অ্যাপটা আনইনস্টল করেছিল সে। কিন্তু পরদিনই আবার ইনস্টল করে।

ওয়েটার এগিয়ে আসে। কিছু একটা অর্ডার করতে হবে। ‘ওয়ান ক্যাপাচিনো,’ অঞ্জনা বলল। শ্রাবণী বলল, ‘যেটা সবচেয়ে সস্তা।’ নন্দা জিজ্ঞেস করল, ‘চা আছে?’ রাধা বলল, ‘সুগার আলাদা দেবে। আগের বার গ্লুকোজ দিয়ে দিয়েছিল।’

তারপর শুরু হল সত্য-মিথ্যার লাইভ উৎসব।

অঞ্জনা বলল, ‘লাইফ ইজ গ্রেট নাউ।’ মিথ্যে। কোনও কারণ নেই, তবু রাতে একা শুয়ে সে প্রাক্তন স্বামীদের সোশ্যাল মিডিয়ায় নজরদারি করে।

শ্রাবণী বলল, ‘আমার সংসার পারফেক্ট।’ মিথ্যে। গত সপ্তাহে সে ছেলের অনলাইন ক্লাসের মাইক্রোফোন মিউট করতে গিয়ে ল্যাপটপ শাটডাউন করেছিল। তারপর...

নন্দা বলল, ‘আমার কোনও স্ট্রেস নেই।’ মিথ্যে। ইএমআই-এর তারিখগুলো সে জন্মদিন আর বিবাহবার্ষিকীর থেকেও ভালো মনে রাখে।

রাধা বলল, ‘আমি একা থেকে খুব হ্যাপি।’ সবচেয়ে বড় মিথ্যে। কারণ, রাতে টিভি বন্ধ হলে পুরো বাড়িটা এমন চুপচাপ লাগে যে ফ্রিজের আওয়াজও ইমোশনাল মনে হয়।

এরপর শুরু হল স্কুলের স্মৃতিরোমন্থন। কে কার ক্রাশ ছিল। কে টুকত। কে পিটি ক্লাসে পড়ে গিয়ে নাক ফাটিয়েছিল। কে নাটকে রোল পায়নি বলে কেঁদে ভাসিয়েছিল।

শ্রাবণী বলল, ‘মনে আছে? রাধা প্রিন্সিপালের সামনে বলেছিল-- নিউটন মাধ্যাকর্ষণ তৈরি করেছিল!’

রাধা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে ওঠে, ‘না! আমি বলেছিলাম ফরমুলেট করেছে!’

অঞ্জনা বলল, ‘তুই এখনও কারেকশন করিস?’

‘অবশ্যই করি। গত সপ্তাহে এক অটোচালককে সঠিক বাংলা শিখিয়েছি,’ বলে ওঠে রাধা। ক্যাফেটা কেঁপে উঠল হাসিতে।

পাশের টেবিলের এক মধ্যবয়সি ভদ্রলোক বারবার তাকাচ্ছিল এদিকে। অঞ্জনা ফিশফিশ করল, ‘দেখ, ওই লোকটা আমাদের দেখছে।’

চারজনই নড়েচড়ে বসল। রাধা চুলে হাত দিল। নন্দা লিপস্টিক লাগাল। অঞ্জনা বস্টনের উচ্চারণে কথা বলা শুরু করল।

লোকটা এগিয়ে এল। বলল, ‘এক্সকিউজ মি, এখানে মোবাইল চার্জার আছে?’ হতাশ হয়ে অঞ্জনা ক্যাপাচিনোতে আরও চিনি মেশাল।

কিছুক্ষণ পরে অঞ্জনা ফোন বের করে ডেটিং অ্যাপ দেখাল। ‘এই দ্যাখ, এই লোকটা এমআইটি-র প্রোফেসর।’

রাধা জুম করে বলল, ‘বায়ো-তে লিখেছে— স্যাপিওসেক্সুয়াল।’

নন্দা বলল, ‘সেটা কী পদার্থ রে?’

রাধা স্কুল শিক্ষিকার গাম্ভীর্যে বলল, ‘মানে যারা বুদ্ধিমান মানুষে আকৃষ্ট হয়।’

শ্রাবণী হেসে বলে, ‘তাহলে ওরা শেষে একাই থাকবে।’ চারজনের হাসিতে ক্যাফে কেঁপে উঠল আবার।

রাধা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, ‘জানিস, ছোটবেলায় ভাবতাম প্রিন্স চার্মিং আসবে। এখন বুঝি প্রিন্সরা মূলত ফ্যাটি লিভার আর ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি নিয়ে আসে।’

নন্দা বলল, ‘আর চার্মিং অংশটা অলীকবাবু।’

শ্রাবণী চোখ টিপে বলে, ‘আমার স্বামী এখন রোমান্সের কথা বললেই আমি সন্দেহ করি ইনসুরেন্স পলিসি নিয়ে কিছু একটা করতে চাইছে।’

অঞ্জনা হেসে বলল, ‘আমার দ্বিতীয় স্বামী ভ্যালেন্টাইন ডে-তে আমাকে কি গিফট দিয়েছিল জানিস? এয়ার পিউরিফায়ার।’ সবাই হেসে ওঠে।

দু’ঘণ্টা কেটে গেল। চারজনই বুঝল যে সবাই মিথ্যে বলছে, আবার সবাই সত্যিও বলছে। অঞ্জনা পেশাগত জীবনে এবং অর্থনৈতিকভাবে সফল, কিন্তু একা। শ্রাবণী মোটামুটি সুখী, কিন্তু যেন ফুরিয়ে গিয়েছে। নন্দা লড়ছে, কিন্তু হাসছে। রাধা স্বাধীন, কিন্তু বড় একা।

শেষে বিল এল। চারজনই একসঙ্গে বলল, ‘আমি দিচ্ছি!’ পাঁচ সেকেন্ড পরে চারজনই পার্স বন্ধ করল। তারপর অঞ্জনা আবার বলল, ‘আমি পে করছি।’ রাধা সঙ্গে সঙ্গে বলল, ‘না। তুই ডলারে আয় করিস বলে তুই-ই দিবি কেন? আমাদেরও সেল্ফ রেসপেক্ট আছে। আমরা আমাদের ভাগটা দেব।’ দু’মিনিট পরে তারা খুঁজতে লাগল ক্যাশব্যাকের কোনও অপশন আছে কি না।

বাইরে তখন হালকা বৃষ্টি। চারজন দাঁড়িয়ে। অঞ্জনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ‘পারফেক্ট পার্টনার বলে হয়তো সত্যিই কিছু নেই।’

দুঃখের হাসি হেসে রাধা বলল, ‘আছে রে। কিন্তু তারা সবাই বিবাহিত।’

নন্দা বলল, ‘আর যারা বিয়ে করেনি, তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় মোটিভেশনাল কোট দেয়।’

পাশ থেকে শ্রাবণী ফোড়ন কাটে, ‘অথবা হারমোনিয়াম বাজায়।’

চারজন এমন হেসে উঠল যে পাশের ট্রাফিক পুলিশ পর্যন্ত ঘুরে তাকাল।

তারপর কেউ ট্যাক্সি ধরল। কেউ ক্যাব। কেউ বাসে উঠল। কেউ বা মেট্রোতে। মোটকথা সবাই চলে গেল নিজের নিজের জীবনে।

ক্যাবে বসে অঞ্জনা ডেটিং অ্যাপ খুলল, একটা মেসেজ করল এমআইটি-র সেই প্রোফেসরকে। রাধা বাড়ি ফিরে একটা ম্যাট্রিমোনিয়াল অ্যাপ আনইনস্টল করল... তারপর আবার ইনস্টল করল।

মধ্যবয়সে কোলেস্টেরল বাড়তে পারে, মেটাবলিজম কমে যেতে পারে, চুল পড়ে যেতে পারে, কিন্তু আশা নামক জিনিসটা বোধকরি ভীষণ রকমের অদম্য। আশা মরে না।

উত্তরের সাহিত্যিক

উমেশ শর্মা

উত্তরবঙ্গের অনালোচিত বিষয়ই উমেশ শর্মার লেখালেখির জগৎ। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ ‘মুসলিম লোকগান : মুর্শিয়া’। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত গ্রন্থটির নাম হল, ‘অসুর শবর বেদে ইরানি কোরা জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি।’ প্রথম গ্রন্থ ‘জলপাইগুড়ির রায় বাহাদুর খান বাহাদুর’ পশ্চিমবঙ্গে পক্ষে ও বিপক্ষে সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। ‘বৈকুণ্ঠপুরের পূজা পার্বণ ও লোকাচারের ধারা’ সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ। জিলেপীগাউড়ির ইতিহাস : ডাঃ ক্যাম্বেলের বিবরণ’, ‘রেনির তরাই ডুয়ার্স’, ‘বেরুবাড়ির প্রতিরক্ষা আন্দোলন’ স্থানীয় ইতিহাস অনুসন্ধিৎসার ফসল। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার ক্ষেত্রানুসন্ধানের ফসল ছয় শতাধিক স্বাধীনতা সংগ্রামীর তথ্য সমৃদ্ধ জীবনীগ্রন্থ এবং ‘জলপাইগুড়ির ইতিহাস’ প্রকাশ করেছেন মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। la strada প্রকাশ করেছে ‘The History of Jalpaiguri’. সুবাস ঘিসিংয়ের সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রকাশিত ‘সুভাষিত সুবাস।’ কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায় ও সমরেশ মজুমদারকে নিয়ে প্রথম জীবনীকার তিনিই। এমনই একটি গ্রন্থ হল ‘স্মরণে ও মননে উপেন্দ্রনাথ ও সরোজেন্দ্রদেব।’ বাস্তুহারাদের নিয়ে রচনা করেছেন ‘ছিন্নমূল মানুষেরা’। ‘ জলপাইগুড়ি পৌরসভা : ১২৫ বছরের ইতিবৃত্ত’ তাঁকে খ্যাতি দিয়েছে। রায়কত বংশের ইতিহাস নিয়ে লিখেছেন ‘রায়কত বংশের রাজর্ষি’। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে ‘জলপাইগুড়ি জেলার দেড়শ বছরের স্মারক গ্রন্থ’। ‘উত্তরের আকাশ’ গল্পগ্রন্থ এবং ‘চিত্তে বৃত্তে ভাগচাষ’ ও ‘আরশোলার নীড়’ উপন্যাস দুটির সঙ্গে ‘জমাট উৎপ্রেক্ষা’ কাব্যগ্রন্থটি তাঁর কথা সাহিত্যচর্চার উজ্জ্বল নিদর্শন। উত্তরবঙ্গ সংবাদ সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নামী পত্রিকা ও বাংলাদেশের দৈনিক মানবকণ্ঠ পত্রিকা সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর পাঁচ শতাধিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ৭৮ বছরের মানুষটি সম্প্রতি তিনি বাংলাদেশের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ এমরান জাহানের সঙ্গে একটি সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ সম্পাদনার কাজে ব্যস্ত।

অণুগল্প

সময়ের ভোর

উৎপল সরকার

শীতের রাত। শহরের হাসপাতালের করিডরে কেবল সাদা আলো আর অদ্ভুত নীরবতা। ছাল ওঠা লোহার চেয়ারে বসে আছে অর্ক। ভেতরে অপারেশন থিয়েটারে তাঁর মা। দেওয়ালের ঘড়ির কাঁটা এগোচ্ছে ধীরে, কিন্তু অর্কের কাছে সময় যেন থেমে আছে। অ্যান্টিসেপটিকের গন্ধে পরিবেশটা আরও ভারী লাগছে।

পাশের চেয়ারে এক অচেনা মানুষ বসে। তাঁর হাতেও রিপোর্টের ফাইল, আঙুলগুলো অস্থিরভাবে কাগজ ছুঁয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘ভেতরে কে?’

অর্ক বলল, ‘মা।’

লোকটি মাথা নেড়ে বললেন, ‘আমার ছেলেও ভেতরে।’

দুজনেই চুপ করে বসে রইল। মাঝেমধ্যে নার্সরা দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। করিডরের শেষপ্রান্তে জানলার বাইরে অন্ধকার। অর্ক মনে মনে ছোটবেলার কথা ভাবছিল- মায়ের হাত ধরে স্কুলে যাওয়া, পরীক্ষার আগে সাহস দেওয়া, জ্বর হলে মায়ের সারা রাত জেগে থাকা। আজ প্রথমবার সে নিজেকে অসহায় মনে করছে।

হঠাৎ অপারেশন থিয়েটারের দরজা খুলল। ডাক্তার বেরিয়ে এসে বললেন, ‘চিন্তার কিছু নেই, অপারেশন সফল হয়েছে।’ অর্ক যেন প্রথমবার শ্বাস নিল। তাঁর বুকের ভেতর জমে থাকা পাথরটা সরে গেল। পাশে বসা লোকটির দিকেও ডাক্তার তাকিয়ে হালকা হাসলেন, ‘আপনার ছেলেও এখন নিরাপদ।’

দুজন অচেনা মানুষ একে অপরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। এই কয়েক ঘণ্টায় তারা একে অপরের ভয়, উদ্বেগ আর আশা ভাগ করে নিয়েছে। অনেকক্ষণ পরে অর্ক বাইরে বেরোতেই দেখল বাইরে ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটছে। আকাশে হালকা হলুদ রঙের আভা। অর্ক আকাশের দিকে তাকাল। বুঝল, কিছু রাত যত দীর্ঘই হোক, ভোর ঠিক আসে।

চাকা

শ্রুতি দত্ত রায়

একশোর নোটটা হাতে পেয়ে পীতাম্বরের রোদে পোড়া, তামাটে মুখটা যেন আলোয় ভরে উঠলো। আজ যদি ওকে না পেত, চরম দুর্দশায় পড়তে হত শ্রেয়সীকে। বিশেষত এই ধর্মঘটের দিনে। অথচ হাঁটুতে অসহ্য বাতের ব্যথার কারণে ডাক্তার দেখাতে যেতেই হত। গলির মুখের শুনসান টোটোস্ট্যান্ডে ভাগ্যিস দেখা মিলেছিল বৃদ্ধ পীতাম্বরের। মেইন রাস্তা এড়িয়ে, অলিগলি ঘুরিয়ে চেম্বারে পৌঁছিয়ে আবার শ্রেয়সীকে ফেরত এনেছিল বাড়ির দরজায়। শুধু সময় বেশ খানিকটা বেশি লেগেছিল, এই যা।

সেই মর্নিংস্কুলের দিনগুলি থেকে শ্রেয়সী শুরু করে চাকরি জীবন। একটা সময় পীতাম্বর ভাইয়ের রিকশাতেই চলত যাতায়াত। ছোট মফসসল শহরে তখন ওটাই ছিল জনগণের রথ। আর রিকশাওয়ালারা ছিল তাঁর সারথি। পেশির জোরে বনবন করে প্যাডেল ঘুরিয়ে পীতাম্বর বরাবর সময়মতো পৌঁছে দিত শ্রেয়সীকে ওর গন্তব্যে। ধীরে ধীরে দিন পালটালো। আধুনিক, গতিময় শহরজুড়ে বাড়ল টোটোর আধিপত্য। যন্ত্রের কাছে হার মানল বৃদ্ধ পীতাম্বরের শিরা ওঠা পা দুটো। সওয়ারি জোটেই না প্রায়। তবু অভ্যাসবশত গলির মোড়ে প্রতিদিন লাগায় ওর প্রিয় তিনচাকা। তাড়াহুড়োর সময় আজকাল শ্রেয়সীও পীতাম্বরকে না দেখার ভান করে হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়ে টোটোতে। অথচ সেই ক্ষয়ে যাওয়া প্যাডেল আর জং ধরা চেনে শ্রেয়সীকে বাঁচাল ওর পুরোনো সারথি।

কাঁধের গামছায় কপালের ঘাম মুছে বাহনের মুখ ঘোরালো পীতাম্বর। ‘এখন সবার বড় তাড়া দিদিমণি। তবু ইচ্ছে হলে এই বুড়োর রিকশাতেও চড়ো মাঝেমধ্যে। খুব আনন্দ পাব গো।’

ধীরে ধীরে গলির মুখে মিলিয়ে গেল একটা ভাঙাচোরা ক্ষীণ শরীর। শ্রেয়সী সদর দরজায় দাঁড়িয়ে রইল আনন্দ, দুঃখ, অসহায়তা মাখা একবুক মিশ্র অনুভূতি নিয়ে।

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে।
ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com

কবিতা

লাঞ্ছিত বর্ষায়

অনুভব সরকার

নিজের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছি
ঝলসে ওঠে ছুরি

গা পুড়ে যায় রহস্যময় জ্বরে

একলা তুমি নীরব থাকো
ভূমিষ্ঠ অক্ষরে-

গোপন তোমার স্নানের ভাষা
তৃষ্ণাকাতর চুল

রহস্যকে ওষ্ঠে রাখি ধরে

বিজন ঘাসের মায়ায় ঢাকা
লজ্জিত এক দ্বীপ-

বৃষ্টি নামে লাঞ্ছিত বর্ষায়

নিমজ্জন

স্বপন মজুমদার

আজকাল বুকের মধ্যে হঠাৎ বৃষ্টি নামে
আমি সমুদ্রবিহঙ্গ হয়ে যাই,
গভীর আবেশে জলের পাতায় মুখ রাখি,
শিহরনে কেঁপে ওঠে অন্য এক নদী
আকাশে তাকাই
সাদা বকের মতো তুমি উড়ছ ডানা মেলে,
তোমার লাবণ্যের আলো যেন এক গোপন ইশারা-
নেমে এসো জলের সুষমায়,
তোমার ছায়ার ওমে মুছে যাক সব দীর্ঘশ্বাস-
আমাদের এই জল-আকাশের মহাকাব্যে
অনন্তকাল বন্দি থাকুক এই নিমজ্জন।

বিবর্তনের মুহূর্তে

শর্মিষ্ঠা শেলী চক্রবর্তী

সম্পর্কের ভেতর জন্ম নিচ্ছে
বিভাজনের কালো দাগ। ক্রমশ।
বুদবুদের মতো ফেটে গিয়ে
মায়া বাতাসে বসতি গড়ছে কৃষ্ণ রেখা।
ক্রম বিবর্তিত হাওয়া মোরগেরা
মুখ ফেরাচ্ছে, মুখ ফেরাচ্ছে-
মুখোশের মুখ, মুখোশের সুখ,
ভালোবাসার বাটি চচ্চড়ি,
জন্মদিনের বাদামি কেক।

শিরদাঁড়া বেয়ে গড়িয়ে নামছে
বিদ্বেষ বিপ্লবের নগ্ন লাভা স্রোত।
চেনা কণ্ঠে জং ধরা পেরেকের ছোবল
খুবলে খাচ্ছে বিশ্বাসের নদী।

পালটে যাচ্ছে প্রান্তিক বসবাস, নদীপথ।

ফল

উজ্জ্বল আচার্য

তবে তাই হোক
সারাক্ষণ চেষ্টা করে যাব

তোমার দ্বারা এমনটা হবে
ভাবতেও অবাক লাগে

পৃথিবীটা তো গোল
ঘুরতে ঘুরতে সেই তো
আবার চলে এলে

অজ্ঞানতায় অঘটন ঘটালেও
দায় অস্বীকার করা যায় না

এখন শুধু ফলের আশায়
অপেক্ষা করা

শৈল্পিক গোল

রাজু সাহা

একটা তুমুল দৌড়ের ভেতর থেকে
শৈশব জেগে ওঠে।
মাঠের ঘাসরেণু
শরীরময় লেপটে থাকে।
গোল, গোল চিৎকারে
শৈশবের উল্লাস
জাগিয়ে রাখে রাতের পর রাত।

তুমুল দৌড়ের ভেতর
সবুজ মাঠ দেখতে পাই।
বুকের ভেতর
একটা গোলপোস্ট
হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এবার একটা শৈল্পিক গোল চাই।

‘ছোট’ দলের অসম লড়াইয়ের বিশ্বকাপ

২৮ বছর পর বিশ্বকাপে এসে ব্রাজিলকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছোয় নরওয়ে

শ্রুতায়ু ভট্টাচার্য

‘ফুটবল এত জনপ্রিয় তার অন্যতম কারণ হল, এখানে দুর্বল দলগুলোও শক্তিশালীদের হারিয়ে দিতে পারে’-২০২১ সালে ইউরোপের বড় দলগুলো ‘ইউরোপিয়ান সুপার লিগ’ নামক ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রস্তাবে রাজি হলে লিডস ইউনাইটেড সমর্থকেরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তাঁদের তৎকালীন প্রশিক্ষক মার্সেলো বিয়েলসার এই উক্তি দিয়ে। প্রস্তাবিত সেই প্রতিযোগিতায় ঠাঁই ছিল না অপেক্ষাকৃত ‘দুর্বল’ কোনও দলের। পাঁচ বছর পরে ২০২৬-এর পুরুষদের বিশ্বকাপ আরও একবার দেখিয়ে দিল সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের প্রাণপণ লড়াই, যার ফল ভুগতে হল স্বয়ং বিয়েলসাকেও। নবাগত কেপ ভের্দে কিংবা সৌদি আরবের মতো ‘ছোট’ দলের বিরুদ্ধে আটকে গিয়ে গ্রুপ পর্ব থেকেই বাদ গেল ধারে ও ভারে অনেক এগিয়ে থাকা তাঁরই প্রশিক্ষণাধীন উরুগুয়ে। ধাক্কা খেল ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকা আরও অনেক দল।

প্রথমবার ৪৮ দেশের বিশ্বকাপ নিয়ে অনেক মহলেই সংশয় ছিল। বিশেষ করে আফ্রিকা আর এশিয়া মিলে ১৯ দল সুযোগ পাওয়ায় অনেকেরই মনে হয়েছিল এত বেশি সংখ্যায় ‘ছোট’ দলের উপস্থিতি এবার হয়তো বিশ্বকাপের মাহাত্ম্য কমিয়ে দেবে। এই আশঙ্কাকে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে এবারের বিশ্বকাপ দেখিয়ে দিল তথাকথিত অনেক ছোট দলই বিশ্বমঞ্চে বড় দলগুলোর সঙ্গে টক্কর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। না, ‘অঘটনের বিশ্বকাপ’ একে বলা যাবে না। শেষ বিচারে বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল খেলেছে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে থাকা প্রথম চার দল। তবে সেটুকুই সব নয়। কেপ ভের্দে, মিশর, প্যারাগুয়ে, ডি আর কঙ্গো, ইকুয়েডর, সেনেগাল, ইরান কিংবা নরওয়ের মতো দলের লড়াই ফুটবলপ্রেমীরা এবার মনে রাখবেনই। ফিফা র‍্যাঙ্কিং দিয়ে যদিও সমস্তটা নির্ধারণ করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে তারকা খেলোয়াড়ের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে পিছিয়ে থাকা দলের বাকিরাও উজ্জীবিত হয়ে ভালো খেলেন। ২০২৬-এ সবদিক থেকে বিচার করলে সবাইকেই টেক্কা দেবে কেপ ভের্দে। দুই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেন ও প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়েকে রুখে দেওয়া এবং গতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে নব্বই মিনিট আটকে রাখার পরে এক্সট্রা টাইমে হার। বিশ্বকাপের আগে তাদের কোনও খেলোয়াড়কেই সম্ভবত ফুটবলপ্রেমীরা চিনতেন না। বিশ্বকাপ চেনাল বিপক্ষের সামনে দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে ওঠা বছর চল্লিশের গোলকিপার ভোজিনহাকে। মেসির আর্জেন্টিনার কাছে শেষ বত্রিশে হেরে গেলেও ওই ম্যাচেই সিডনি লোপেজ কেব্রালের বাঁক খাওয়ানো শট থেকে গোল এই বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা হয়ে থাকল। ডি আর কঙ্গোও দীর্ঘ ৫২ বছর পরে বিশ্বকাপ খেলতে এসে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো- সমৃদ্ধ পর্তুগালের থেকে এক পয়েন্ট ছিনিয়ে নিল। নকআউটে তারা লড়ে হারল শক্তিশালী ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। জার্মানির বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বে মরণবাঁচন খেলায় জয় তুলে নিল ইকুয়েডর। যদিও দলের তারকাদের নামের বিচারে তাদের তথাকথিত ছোট দল বলা চলে না, তবুও র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেকটাই এগিয়ে থাকা ডি ম্যানশ্যাফটদের বিপক্ষে তাদের জয় সমর্থকেরা দীর্ঘদিন মনে রাখবেন। জার্মানির বিদায়ও হল দক্ষিণ আমেরিকারই আরেক দেশ প্যারাগুয়ের কাছে হেরে, যদিও সে খেলায় রইল রেফারিং বিতর্ক। তবে প্যারাগুয়ে পরের ম্যাচে এই বিশ্বকাপের ‘ফেভারিট’ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে হার স্বীকার করলেও লড়াই করল জান বাজি রেখে। বাকি প্রতিপক্ষদের অনায়াসে হারিয়ে আসা ফ্রান্স মাত্র একটা গোল করতে পারল তাদের বিরুদ্ধে, পেনাল্টি থেকে দলকে জয়ের পথে নিয়ে গেলেন এমবাপে। সাদিও মানেদের সেনেগাল শেষ বত্রিশে ম্যাচের একটা বড় সময় ২-০ গোলে এগিয়ে থেকেও বেলজিয়ামের কাছে পরাস্ত হল। পরের রাউন্ডে আর্জেন্টিনার কাছে একইরকমভাবে হারতে হল মহম্মদ সালার মিশরকে। দুটো ম্যাচেই রেফারিং নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়ে গেল। হাল্যান্ড, ওডেগার্ডের মতো তারকাদের দল নরওয়ে ফুটবল কৌলীন্যের বিচারে বড় নাম না হলেও ব্রাজিলকে হারিয়ে তারা বুঝিয়ে দিল ‘ভাইকিং’রা বিশ্ব ফুটবলে তাদের উপস্থিতি জানান দিতেই এসেছে। হাল্যান্ড সর্বোচ্চ গোলদাতাদের দৌড়ে রইলেন বেশ কিছুদিন। কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক্সট্রা টাইমে হারতে হলেও আগামী কিছু বছর তারা যে বিশ্ব ফুটবলের আলোচিত নাম হয়ে থাকবে, তা নিয়ে সংশয় রইল না।

প্রথমবার বিশ্বকাপে এসে স্পেন, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনাকে চমকে দিয়েছে কেপ ভের্দে

মাঠের ভেতর রেফারিংয়ের ক্ষেত্রে ৫০-৫০ সিদ্ধান্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ‘বড়’ দলগুলোর পক্ষে যায়, বিশ্বকাপের ইতিহাস জুড়ে এ তো চেনা ছবি। তবে ‘ছোট’ দলগুলোকে লড়তে হয় মাঠের বাইরেও।

এই ম্যাচেও রেফারিং নিয়ে বিতর্ক হল। দক্ষিণ আফ্রিকা বেশ কিছু বছর পরে খেলতে এসে র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেক ওপরে থাকা দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে পরের রাউন্ডে যাওয়া নিশ্চিত করল। গ্রুপ পর্ব থেকে পরের রাউন্ডে যেতে পারল না ইরান, তবে ব্যাপক লড়াই করে কোনও ম্যাচ না হেরেই বিদায় নিলেন আলিরেজারা। বেলজিয়াম এবং ইজিপ্ট ম্যাচে বেশ কয়েকবার রেফারির চুলচেরা সিদ্ধান্ত বিপক্ষে যাওয়ায় তাদের নকআউটে যাওয়ার স্বপ্ন শেষ হয়ে যায়।

মাঠের ভেতর রেফারিংয়ের ক্ষেত্রে ৫০-৫০ সিদ্ধান্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ‘বড়’ দলগুলোর পক্ষে যায়, বিশ্বকাপের ইতিহাস জুড়ে এ তো চেনা ছবি। তবে ‘ছোট’ দলগুলোকে লড়তে হয় মাঠের বাইরেও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বৈরিতার জেরে ইরানের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়, ফুটবল দলের সদস্যদের নিরাপত্তার বিষয়ে একরকম হুঁশিয়ারি দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরানের অনুরোধে ফিফা তাদের মেক্সিকোয় বেসক্যাম্প করতে দেয়। অথচ তাদের খেলতে যেতে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই। গ্রুপ পর্বে প্রতিটা ম্যাচ শেষ হওয়ার পরে ক্লান্ত খেলোয়াড়দের ন্যূনতম ‘রিকভারি’র সময়ও দেওয়া হয় না, সীমানা ছেড়ে চলে যেতে হয় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে। অমানবিক এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁদের খেলতে হয়। ফিফার তরফে মৌখিক সান্ত্বনা বাক্য ছাড়া কোনও সাহায্য মেলে না। বিশ্বকাপে ঢুকতে দেওয়া হয়নি তাদের সমর্থকদেরও। প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই আফ্রিকার একাধিক দেশের সমর্থকদেরও ভিসা দেওয়া হয়নি। স্পেন ম্যাচে অসাধারণ পারফরমেন্সের পরে ভিসা পান ভোজিনহার মা। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের স্মৃতি হিসেবে কঙ্গোর প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং শহিদ বিপ্লবী প্যাট্রিস লুমুম্বা সেজে গ্যালারিতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা এমবোলাডিঙ্গাকে ইংল্যান্ড ম্যাচের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ভিসা দেওয়া হয়নি। সেনেগালের খেলোয়াড়েরা অভিযোগ জানিয়েছেন নিরাপত্তারক্ষীদের ভয়ানক বৈষম্যমূলক ব্যবহারের। বিশ্বকাপ শুধুই তো খেলোয়াড়দের নয়, ফিফা অনুমোদিত সোমালিয়ার রেফারি বিশ্বকাপে ম্যাচ পরিচালনা করতে এসে ফিরে গেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে সেদেশে ঢুকতে দেয়নি বলে। রাষ্ট্রনীতির দোহাই দিয়ে ফিফা সভাপতিও ব্যাপারটা চেপে গেলেন!

নবারুণ ভট্টাচার্য তাঁর ‘লাল কার্ড হাতে ছোট ছোট ফুটবল দলের গান’ শীর্ষক কবিতায় লিখেছিলেন, ‘ফাটা মাথা আর অবিচার বহন ক’রে আমরা খেলে যাই/ হতে পারি আমরা ছোট ছোট দল/ কিন্তু একজোট হলে আমরা/ ওদের চোয়াল ভেঙে দিতে পারি’। উন্নত প্রযুক্তি এবং নিয়মের কড়াকড়ির জেরে ফুটবল মাঠের ‘অবিচার’ এখন তর্কসাপেক্ষ। চুলচেরা বিশ্লেষণে অনেক সময় খেলার আত্মাই বিপর্যস্ত হয় বলে অনেকের ধারণা। আবার ব্রাজিলের কোচ কার্লো আন্সেলোত্তির মতো কেউ কেউ মনে করেন ফুটবলের বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীর নানা প্রান্তেই ফুটবলের প্রশিক্ষণ এবং ফুটবল কৌশল পৌঁছে যাওয়ায় ফুটবল দলগুলোর মধ্যে দূরত্ব কমে এসেছে। তথাকথিত বড় দল ও ছোট দলের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এতদিন তফাত ছিল সঙ্গতি এবং সুযোগের মাত্রার। এখন অনেক ‘ছোট’ দলের খেলোয়াড়েরাই উন্নত প্রশিক্ষণ পান, অনেকেই প্রথম সারির ক্লাব প্রতিযোগিতাগুলোয় খেলেন। সেদিক থেকে আগের তুলনায় পালটেছে ছবিগুলো। কিন্তু মাঠের বাইরের লড়াই? বিশ্বকাপে দল সংখ্যা সম্প্রসারণ করলেও ফিফা খুব বুনিয়াদি বিষয়গুলোয় হস্তক্ষেপ করতে ব্যর্থ হয়েছে। আয়োজক দেশের তরফে এত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও ভুগতে থাকা দলকে কোনও সুরাহা দিতে পারেনি। ক্লাবের খেলায় দিন দিন বেড়ে চলেছে বড় ও ছোট দলের দূরত্ব। ফুটবল কাঠামোজুড়ে ঘটে চলেছে পুঁজির কেন্দ্রিকরণ। সহজ কথায়, বেশি পুঁজির জোরে মুষ্টিমেয় ধনী ক্লাবগুলো কিনে নিতে পারে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাদের। বাকিদের লড়ে যেতে হয় সীমিত সামর্থ্য নিয়েই। এই পার্থক্য বেড়েই চলেছে। তবে বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে দল গঠনে সরাসরি সেরকম তারতম্য না হওয়ার একটা সুযোগ থাকে। তাও মাঠের ভিতর ও বাইরে ‘ছোট’ দলের জন্য বরাদ্দ থাকে এক অসম লড়াই। এসব জেনে-বুঝেও লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে পালায় না ছোট দলগুলো। কেপ ভের্দে কিংবা ইরানের খেলা তাই আশা জাগায় সীমিত সামর্থ্য দিয়েও আগামীতে বিশ্বজয় করে নেওয়ার।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে মাঠে থাকার অনুমতি পাননি ডি আর কঙ্গোর সমর্থক এমবোলাডিঙ্গা।

শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিশ্বকাপে একম্যাচও হারেনি ইরান।

ঈশান ঝড়ে বিজয় ‘তিলক’ ভারতের

৪৪ বলে ৮১ রান করে ভারতকে রানের পাহাড়ে তুলে দেন ঈশান কিষান। হারারেতে শনিবার।

ভারত- ২১৯/৫ জিম্বাবোয়ে- ১২৯ (১৭.৫ ওভারে)

হারারে, ২৫ জুলাই : হারের অস্বস্তি সরিয়ে তৃতীয় প্রচেষ্টায় অবশেষে সিরিজ জয়!

১৮তম ওভারে রিচার্ড এনগারাভার ক্যাচ রিঙ্কু সিংয়ের হাতে জমা পড়তে স্বস্তির ঝলক অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের চোখেমুখে। আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড জোড়া সিরিজে একটাও ম্যাচ জিততে না পারার হতাশা, সমালোচনা ঝেড়ে বিজয়-তিলক মেন ইন ব্লু-র।

সহজ প্রতিপক্ষ। যদিও লড়াইটা ছিল নিজেদের সঙ্গেই। টানা দুই ম্যাচে জিম্বাবোয়েকে গুড়িয়ে দিয়ে সিরিজ জয়ে সেই ‘চ্যালেঞ্জে’ উতরে গেলেন শ্রেয়স আইয়ার এবং তাঁর দল। বৃহস্পতিবার

অভিষেকের তিন উইকেট!

প্রথম ম্যাচে জয়ের কারিগর ছিলেন বৈভব সূর্যবংশী-মায়াঙ্ক যাদব। এদিনের নায়ক- ঈশান কিষান ও তিলক ভার্মা।

টসে হেরে প্রথমে ব্যাটিং। তৃতীয় ওভারে দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা (৮) ও বৈভব (২০) ডাগআউটে। সাজঘরে অজানা আশঙ্কার মেঘ। গত দুই সিরিজে ব্যাটিং ধসের ছবিও উঁকি মারছিল। যদিও সেই আশঙ্কার মেঘ কাটিয়ে ঝলমলে রোদ ঈশানের (৪৪ বলে ৮১) ব্যাটে। ফিনিশের দায়িত্বে তিলক (২৯ বলে অপরাজিত ৬০)।

ঈশান-তিলকের জোড়া ধামাকায় দুশোর গণ্ডি পেরিয়ে স্কোর পৌঁছে যায় ২১৯/৫-এ। ম্যাচ ও সিরিজের ভাগ্য কার্যত ওখানেই ঠিক হয়ে যায়। জিম্বাবোয়ে চেষ্টা চালিয়েও যে লক্ষ্যের ধারেকাছে পৌঁছোতে পারেনি। ভারতের তরুণ বোলিং ব্রিগেডের মিলিত প্রয়াসের ধাক্কায় ১৭.৫ ওভারে ১২৯ রানেই গুটিয়ে যায় সিকান্দার রাজার দল। ৯০ রানে ম্যাচ ও সিরিজ শ্রেয়সদের দখলে। রবিবার টিম ইন্ডিয়া নামবে সিরিজের ব্যবধান ৩-০ করে নেওয়ার।

ভারতীয় দলে এদিন একটাই পরিবর্তন। অশোক শর্মার জায়গায় যশ ঠাকুর। প্রাক্তন স্পিনার মুরলী কার্তিক ইন্ডিয়া ক্যাপ তুলে দেন যশের হাতে। প্রিন্স যাদব, মায়াঙ্ক যাদবের সঙ্গে যশ। তিন তরুণে পেস ব্রিগেডে সবচেয়ে অভিজ্ঞ পাঁচ ম্যাচ খেলা প্রিন্স! কোনও প্রতিকূলতা যদিও পথের কাঁটা হয়নি।

অভিষেক ম্যাচে যশ (৩০/২) প্রতিশ্রুতি রাখলেন। প্রথম ধাক্কা দেন যশই। বিপজ্জনক দেখানো ব্রায়ান বেনেটকে (১৯ বলে ৩২) আউট করে টি২০ কেরিয়ারে উইকেটের খাতা খোলেন। দ্বিতীয় শিকার তাডিওয়ানাশে মারুমানি (২৪)। ম্যাচ শেষে যশের মুখে পরিবারের কথা। জানান, এই পিচে কী লাইন-লেংথ হওয়া উচিত সেই গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পান অধিনায়কের থেকে।

জিম্বাবোয়ের টপ অর্ডারকে চাপে ফেলার কারিগর অবশ্য প্রিন্স। বাঁ পায়ের চোটের জন্য ১.২ ওভারের পরই মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন। কিন্তু আট বলের মধ্যেই ওপেনার বেন কুরানের (১) সঙ্গে ঝোলায় প্রতিপক্ষ অধিনায়ক রাজা (০)। প্রিন্স-যশ জুটির পর বাকি কাজটা সেরে নেন স্পিনাররা। রবি বিষ্ণোইয়ের (২০/১) সঙ্গে যে ভূমিকায় শামিল তিলক (৯/১) ও অভিষেক শর্মাও (১৭/৩)!

ব্যাটিং-অলরাউন্ডারের প্রয়োজনীয়তা দূরের চেষ্টা ভিভিএস লক্ষ্মণের। সেই চেষ্টার সুফল অভিষেক-তিলকের হাত ধরে। নতুন বিকল্পের সন্ধানও। পেস-স্পিনের সাঁড়াশি চাপের সামনে শুরুতে বেনেট ও মাঝে মারুমানি বাদ দিলে আর কোনও জিম্বাবোয়ে ব্যাটারের কাছে কোনও উত্তর ছিল না। নিটফল, ২২০-র জয় লক্ষ্যের সামনে ১২৯ রানেই গুটিয়ে যাওয়া।

« ঝোড়ো অর্ধশতরানের পথে রিভার্স ফ্লিক তিলক ভার্মার।

এদিন ম্যাচের শুরুটা হয় নবম ম্যাচে শ্রেয়সের প্রথম টস হার দিয়ে। গত আট ম্যাচে (আয়ারল্যান্ডে ২, ইংল্যান্ডে ৫, জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ) টসে জয় দিয়ে। তবে কয়েন যুদ্ধে প্রথম হারলেও তার কোনও প্রভাব পড়েনি এদিনের পারফরমেন্সে। সৌজন্যে ঈশান-তিলকের ধুন্ধুমার ব্যাটিং।

অভিষেক (৮) যদিও ফের প্রত্যাশা মেটাতে ব্যর্থ। দীর্ঘকায় ব্লেসিং মুজারাবানির পেসকে কাজে লাগাতে গিয়ে ক্যাচ দিয়ে বসেন। বৈভবকে দেখে মনে হচ্ছে, প্রথম ম্যাচে যেখানে শেষ করেছিলেন, সেখান থেকে শুরু করেছেন। তৃতীয় ওভারে টানা চার বলে তিনটি চার ও ছক্কাও হাঁকিয়ে সলতেও পাকিয়ে রাখেন। কিন্তু ওভারের ষষ্ঠ বলে এনগারাভার পালটা জবাবে ফিরতে হয় বিস্ময় বালককে (৯ বলে ২০)। বাড়তি বাউন্সে শট আকাশে।

২৯/২ থেকে ৬৬ রানের পার্টনারশিপে ইনিংস মেরামতির কাজ সারেন শ্রেয়স (২৫) ও ঈশান। সেই ভিতে দাঁড়িয়ে তিলক-ঈশানের ৯৪ রানে রানের বিস্ফোরক জুটিতে প্রতিপক্ষকে ব্যাটফুটে ঠেলে দেওয়ার কাজ সম্পন্ন। শতরান হাতছাড়া করলেও ৪৪ বলে ৮১ রানের সুবাদে সেরার পুরস্কার ঈশানের হাতে। টেম্পোটা বজায় রেখে স্কোরকে কার্যত জিম্বাবোয়ের নাগালের বাইরে নিয়ে চলে যান তিলক।

আন্সেলোত্তির ব্রাজিলের গন্তব্য হতে পারে কলকাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুলাই : জিকোর জাপান কিংবা লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনাকে ফিফা স্বীকৃত ম্যাচ খেলতে দেখেছে কলকাতা। এবার সেই একই পথে হেঁটে তিলোত্তমার বুকে পা রাখতে পারে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। জানা গিয়েছে, অক্টোবরের ফিফা উইন্ডোতে ভারতে একটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলার বিষয়ে ভারতীয়

বিশ্বকাপের হতাশা ভুলে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই

আয়োজকদের সঙ্গে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএফ) কথাবার্তা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। সব ঠিক থাকলে আগামী অক্টোবরে কলকাতাতেই দেখা যেতে পারে ভিনিসিয়াস জুনিয়ারদের সাম্বা-ঝড়।

চলতি বিশ্বকাপের ডামাডোলের মাঝেই এই নিয়ে আলোচনা অনেক দূর গড়িয়েছে। সিবিএফ সূত্রে খবর, সেপ্টেম্বরের শেষ এবং অক্টোবরের শুরুতে মোট তিনটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। ইতিমধ্যেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুইটি ম্যাচ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে- ২৫ সেপ্টেম্বর টাউন্সভিল এবং ২৯ সেপ্টেম্বর ব্রিসবেনে। তৃতীয় ম্যাচটির জন্যই ভারতকে বেছে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর এবং কাতারও এই ম্যাচটি আয়োজনের দৌড়ে ছিল। কিন্তু তাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে আপাতত ভারতের সঙ্গেই আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সিবিএফ। প্রতিপক্ষ কে হবে, তা এখনও চূড়ান্ত না হলেও, চুক্তি স্বাক্ষরের আনুষ্ঠানিকতা মিটলেই সরকারি ঘোষণা হয়ে যাবে।

কিন্তু হঠাৎ ভারতকে কেন বেছে নিল ব্রাজিল? এর মূল কারণ বিশ্বকাপের সময় ভারতীয় সমর্থকদের বাঁধভাঙা আবেগ। সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপে উত্তর কলকাতা সহ শহরের আনাচেকানাচে নেইমার, ভিনিসিয়াসদের বিশালাকার কাটআউট এবং ম্যুরাল তৈরি হয়েছিল। সমাজমাধ্যমের হাত ধরে সেই আবেগপূর্ণ ছবিগুলো পৌঁছে যায় সিবিএফ কর্তাদের কাছে। আর তাতেই মুগ্ধ হয়ে ভারতের মাটিতে খেলার আগ্রহ প্রকাশ করে তারা।

এবার কলকাতায় দেখা যেতে পারে ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের ম্যাজিক।

এবারের বিশ্বকাপটা অবশ্য ব্রাজিলের জন্য চরম হতাশার। গ্রুপ পর্ব এবং রাউন্ড অফ ৩২-এ ভালো খেললেও, শেষ ষোলোর লড়াইয়ে নরওয়ের কাছে হেরে বিদায় নিতে হয়েছে সেলেকাওদের। গোটা টুর্নামেন্টে ৪টি গোল এবং একটি অ্যাসিস্ট করে ভিনিসিয়াস নিজের নামের প্রতি সুবিচার করলেও, দলের পতন ঠেকাতে পারেননি। ১৯৯০ সালের পর বিশ্বকাপে এটাই ব্রাজিলের সবচেয়ে দ্রুত বিদায়। ষষ্ঠ বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নভঙ্গের পর দেশে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছেন কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। এই ফিফা উইন্ডোকে কাজে লাগিয়েই তাই দলকে নতুন করে গুছিয়ে নিতে চাইছেন তিনি।

এর আগে ১৯৭৭ সালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে নিউ ইয়র্ক কসমসের হয়ে ইডেন গার্ডেন্সে খেলে গিয়েছেন সর্বকালের অন্যতম সেরা পেলে। এরপর দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও ব্রাজিলের জাতীয় দল কখনও ভারতে খেলেনি। চুক্তি চূড়ান্ত হলে প্রায় পাঁচ দশক পর ফের কলকাতার বুকে ফুটবলের সেই চেনা ছন্দ দেখার সুযোগ পাবেন দর্শকরা। এখন শুধু দুই পক্ষের মধ্যে আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরের অপেক্ষা।

জিম্বাবোয়ে সিরিজ শেষে ‘পরীক্ষা’ গম্ভীরদের

রোহিতের অবসর জল্পনা ওড়ালেন শুক্লাও

মুম্বই, ২৫ জুলাই : ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়ার পর সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা। কয়েকদিনের ব্যবধানে ফের রোহিত শর্মার অবসরের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিল ভারতীয় বোর্ড। শুক্লা জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে হিটম্যানের অবসরের কোনও সম্ভাবনা নেই। জাতীয় দলের হয়ে খেলা চালিয়ে যাবেন।

ইংল্যান্ড সিরিজের মাঝেই রোহিতের অবসর ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়। খবর রটে যায়, গৌতম গম্ভীর-অজিত আগরকার জুটির বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় নেই প্রাক্তন অধিনায়ক। পরিষ্কার করে তা বলেও দেওয়া হয়েছে রোহিতকে। যদিও লর্ডসে ১১০ বলে ১৩৮ রানের জবাবি ইনিংসে আপাতত সেই প্রশ্ন ঠান্ডা ঘরে।

শুক্লা বলেছেন, ‘দলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ রোহিত শর্মা। সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে গুজব ছড়িয়েছিল অবসর নিয়ে। যার কোনও যৌক্তিকতা নেই। এই মুহূর্তে রোহিতের অবসরের কোনও সম্ভাবনা নেই। ভারতীয় দলের হয়ে খেলা চালিয়ে যাবে। আর ভারতীয় দল বর্তমানে ভালো খেলছে, জিতছে। এই দলে রদবদলের কোনও যুক্তি নেই।’

রোহিতের হয়ে যখন বোর্ড স্বয়ং ‘ব্যাট’ ধরছে, তখন গম্ভীরকে বসতে হচ্ছে অন্যরকম পরীক্ষার সামনে। আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড- জোড়া টি২০ সিরিজে একটা ম্যাচ জিততে না পারা, দলের জঘন্য পারফরমেন্সে ক্রিকেটারদের সঙ্গে কাঠগড়ায় টিম ম্যানেজমেন্টও। প্রবল সমালোচনার মুখে পর্যালোচনার কথা জানিয়েছিল বোর্ড। খবর, জিম্বাবোয়ে সিরিজের পরই রিভিউ কমিটি অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ও হেড কোচ গৌতম গম্ভীরকে নিয়ে বসতে চলেছে।

এখনই হয়তো কড়া পদক্ষেপ করা না হলেও ওডিআই বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। টিম নির্বাচন, টিম কম্বিনেশন থেকে টিম স্ট্র্যাটেজি- সবকিছু নিয়েই কাঁটাছেড়া হবে অগাস্টের শুরুতে হতে চলা সম্ভাব্য এই রিভিউ কমিটির বৈঠকে। যেখানে গুরুত্ব পাবে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপের প্রাথমিক রোডম্যাপ তৈরিও।

বোর্ড সচিব সইকিয়া এদিন বলেছেন, ‘আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড এবং চলতি জিম্বাবোয়ে সফরের পারফরমেন্স খতিয়ে দেখা হবে। দলের

> দলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ রোহিত শর্মা। সংবাদমাধ্যম ও সামাজিকমাধ্যমে গুজব ছড়িয়েছিল অবসর নিয়ে। যার কোনও যৌক্তিকতা নেই। এই মুহূর্তে রোহিতের অবসরের কোনও সম্ভাবনা নেই।
>
> -রাজীব শুক্লা (বিসিসিআই সহ সভাপতি)

একাধিক সাপোর্ট স্টাফের চুক্তির মেয়াদও শেষ হচ্ছে, যাঁদের পারফরমেন্সও পর্যালোচনা হবে। কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে, তা চিহ্নিত করার ওপর জোর দেব আমরা। জিম্বাবোয়ে সফরের পর অগাস্টের শেষে বৈঠক হবে।’ একইসঙ্গে আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে শ্রীলঙ্কা সফরের টেস্ট দল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন বোর্ড সচিব।

ইনফ্যান্তিনোর বিরুদ্ধে তদন্তে না আইওসি-র

জুরিখ, ২৫ জুলাই : ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে শুরু থেকেই চলছিল বিতর্ক। প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের কড়াকড়িতে দর্শক, রেফারিদের ভিসা দেওয়া হয়নি। পরে ইরানের ফুটবলার এবং সাপোর্ট স্টাফদেরও বেসক্যাম্প করতে দেওয়া হয়নি ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশে। প্রথাগত নিয়ম ভেঙে শুধুমাত্র ম্যাচের দিনই ইরান দলকে ঢুকতে দেওয়া হয় আমেরিকায়। এরপর রয়েছে রেফারিং নিয়ে অভিযোগ। আমেরিকার ফোলারিন বালোগানের লাল কার্ড দেখার জন্য পরের ম্যাচে নিষেধাজ্ঞা তুলে দেয় ফিফা। পরের দিন ট্রাম্প জানান নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়ার জন্য তিনি ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোকে ফোন করেছিলেন। এই সমস্ত বিষয় উল্লেখ করেই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক সংস্থায় (আইওসি) ইনফ্যান্তিনোর নামে অভিযোগ জানিয়েছিল ক্রীড়াজগতের মানবাধিকার সংস্থা ফেয়ারস্কোয়ার। তবে আইওসি জানিয়েছে, ইনফ্যান্তিনো আইওসি সদস্য হলেও ফিফা একটা স্বাধীন সংস্থা। তাদের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করার মতো ক্ষমতা আইওসি-র নেই। আইওসি আরও বলেছে, এটা নিশ্চিত করা ফিফার দায়িত্ব যাতে সমস্ত সিদ্ধান্ত সংস্থার নিজস্ব নিয়মনীতি মেনে নেওয়া হয়।

চোটের জন্য মাত্র ৮ বল করেই উঠে যান প্রিন্স যাদব। তার মধ্যেই ২ উইকেট নিয়ে জিম্বাবোয়েকে কোণঠাসা করে দেন তিনি।

> আমি দারুণ খুশি। দাপুটে জয়। আর এই জয়ে দলের প্রত্যেকেই অবদান রেখেছে। ঈশান ও তিলক দুর্দান্ত ব্যাটিং করল। ১৮০-২০০ এই পিচে আদর্শ স্কোর ছিল। সেখানে ২২০ (আসলে ২১৯) বাড়তি পাওনা। বোলাররাও সঠিক লাইন-লেংথে বল করেছে সারাক্ষণ। যার প্রতিফলন প্রতিপক্ষকে ১৩০-এর মধ্যে অলআউট করা।
>
> -শ্রেয়স আইয়ার

দলকে জিতিয়ে প্রিন্সদের প্রশংসায় ঈশান

হারারে, ২৫ জুলাই : চলতি বছর স্বপ্নের মতো কাটছে ঈশান কিষানের।

টি২০ বিশ্বকাপ হোক কিংবা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ, বাঁহাতি ব্যাটারের দাপট অব্যাহত। হারারে স্পোর্টস গ্রাউন্ডে তারই ঝলক সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে। ৪৪ বলে ৮১। বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের সুবাদে ম্যাচের সেরার শিরোপা। যদিও ঈশানের মুখে তরুণ বোলিং ব্রিগেডের প্রশংসা। মায়াঙ্ক যাদব, যশ ঠাকুর, প্রিন্স যাদবদের কথা।

ঈশান বলেছেন, ‘মায়াঙ্ক, প্রিন্স, যশদের ভালো পারফর্ম করতে দেখে ভালো লাগছে। ওদের উত্থানের নেপথ্যে দারুণ সব কাহিনী রয়েছে। আগামী দিনে ওরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।’ বাঁহাতি ব্যাটারের মতে, এই পিচে দুশো রান সহজ ছিল না। তাই খুশিটা আরও বেশি।

ঈশানের আরও মন্তব্য, ‘দলের জয়ে অবদান রাখতে পারা সবসময় বিশেষ অনুভূতি। পিচে অসমান বাউন্স ছিল। তবে ক্রিজে থিতু হয়ে গেলে বড় ইনিংসের লক্ষ্য থাকে। বলের ওপর চোখ রেখে নিজের শক্তি অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করেছি। একইসঙ্গে কোন বোলারকে টার্গেট করব সেটাও বুঝে নেওয়া জরুরি। ভালো লাগছে এদিন সেই লক্ষ্যে সফল আমি।’

দাপুটে জয়ে খুশি শ্রেয়স

তৃতীয় টি২০ আজ

জিম্বাবোয়ে বনাম ভারত

সময় : বিকাল ৪.৩০ মিনিট

স্থান : হারারে

সম্প্রচার : ইউনাইটচ৮ স্পোর্টস চ্যানেল ও ফ্যানকোড অ্যাপ

অধিনায়ক হিসেবে প্রথম সিরিজ জয়। রাখঢাক না করেই শ্রেয়স আইয়ার বলে দিলেন, ‘আমি দারুণ খুশি। দাপুটে জয়। আর এই জয়ে দলের প্রত্যেকেই অবদান রেখেছে। ঈশান ও তিলক (ভার্মা) দুর্দান্ত ব্যাটিং করল। ১৮০-২০০ এই পিচে আদর্শ স্কোর ছিল। সেখানে ২২০ বাড়তি পাওনা। বোলাররাও সঠিক লাইন-লেংথে বল করেছে সারাক্ষণ। যার প্রতিফলন প্রতিপক্ষকে ১৩০-এর মধ্যে অল আউট করা।’

গত জোড়া সিরিজে ভরাডুবি থেকে ঘুরে দাঁড়ানো। জয়ে ফেরার স্বস্তি থাকলেও শ্রেয়সের দাবি, অতীতে কী হয়েছে তা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। সামনের দিকে তাকানো দরকার। ফোকাস রাখা উচিত যখন যে চ্যালেঞ্জ, সুযোগ থাকবে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারে। রবিবার সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচ। শ্রেয়সের লক্ষ্য যে ৩-০, বলার অপেক্ষা রাখে না। আরও বলেছেন, ‘আগামীকাল নতুন দিন। নতুন করে শুরু করতে হবে। প্রিন্সের চোট রয়েছে। ফলে একাধিক পরিবর্তন হতে পারে প্রথম একাদশে।’

ভারতের দুর্দান্ত জয়ের আরেক কারিগর তিলকের কথায়, ‘মাঝের ওভারে ব্যাটিং পরীক্ষা ব্যাটারদের জন্য। শ্রেয়স আর আমি ২০০-র কথা বলছিলাম। সেখানে ২২০। ঈশান দুর্দান্ত ইনিংস খেলল। টপ অর্ডারে ব্যাটিং উপভোগ করি আমি। কিন্তু দলের প্রয়োজনে যে কোনও জায়গায় খেলতে প্রস্তুত। ফিনিশারের নতুন দায়িত্বে নিজেকে মানসিকভাবে তৈরি করেছি। আজ তার সুফলও পেলাম।’

ই-রিকশাচালকের হাতে ভারতের প্রথম পদক

গ্লাসগো, ২৫ জুলাই : আশা-নিরাশার দোলায় কাটছিল শুক্রবার। তারপর মধ্যরাতে (ভারতীয় সময়ে) ঝান্ডু কুমারের উদয়। বিহারের এই তরুণের হাত ধরেই গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে পদকের খাতা খুলল ভারত। অশোক কুমার মালিক-কার্তিক বুদিগিনারার কাছে পৌঁছেও আক্ষেপ নিয়ে ফিরেছিলেন। হতাশা কাটান ঝান্ডু। পুরুষদের হেভিওয়েট প্যারা পাওয়ার লিফটিংয়ে ১৩০.৯ পয়েন্ট নিয়ে তিনি ব্রোঞ্জ জয় করেছেন।

ঝান্ডু প্রথম প্রচেষ্টায় তোলেন ১৮১ কেজি। এরপর ১৯০ কেজি ওজনও তুলতে সক্ষম হন। কিন্তু ১৯৬ কেজি তোলার চেষ্টা করেও সাফল্য পাননি। নাইজিরিয়ার ইদ্রিস রিলুওয়ান ১৩২.৮ পয়েন্ট নিয়ে পেয়েছেন সোনা। রুপো জয়ের পথে ইংল্যান্ডের ম্যাথু হার্ডিংয়ের সংগ্রহ ছিল ১৩১.০ পয়েন্ট। এই ইভেন্টে আরও এক ভারতীয় প্রতিযোগী সুধীর শেষ করেন ছয় নম্বরে।

জন্ম থেকেই পোলিও আক্রান্ত ঝান্ডুর জীবনজুড়েই রয়েছে লড়াই। পারিবারিক আর্থিক অনটনের সঙ্গে লড়াই করতে একটা সময় বাবার সঙ্গে রাস্তার ধারে আলু-পেঁয়াজ বিক্রি করেছেন। করোনার সময় সংসার চালাতে বেছে নিয়েছিলেন ই-রিকশা। ২০২৩ সালে সেই ই-রিকশাও বিক্রি করতে হয় জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে নামার খরচ জোগাড়ে। কিন্তু সেই প্রতিযোগিতাতেই ঝান্ডুর প্রতিভা প্যারালিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী রাজিন্দার সিং রাহেলুর নজরে পড়ার পর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

> ভারতের প্রথম পদক জিততে পেরে খুব ভালো লাগছে। জাতীয় পতাকা দেখলেই গর্ব হয়। এই আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। প্রথমে বাড়িতে বাবা-মাকে ফোন করব। তারপর গৌতম ভাইয়াকে। যার সঙ্গে ছোটবেলা থেকে অনুশীলন করেছি।
>
> -ঝান্ডু কুমার, প্যারা পাওয়ার লিফটার

কমনওয়েলথ গেমসে হেভিওয়েট পাওয়ার লিফটিংয়ে ব্রোঞ্জ জয়ের পর ঝান্ডু কুমার।

কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের প্রথম পদক জয়ের জন্য ঝান্ডুকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, ‘পুরুষদের হেভিওয়েট প্যারা পাওয়ার লিফটিংয়ে ব্রোঞ্জ জিতে কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের পদকের খাতা খুলেছেন ঝান্ডু কুমার। তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন। তাঁর এই সাফল্য অসীম শক্তি, অটুট সংকল্প এবং বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রমের ফল। সব বাধা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন তিনি। তাঁর এই সাফল্য অসংখ্য ভারতীয়কে অনুপ্রাণিত করবে।’

গ্লাসগোয় পৌঁছে গেলেন সোনা জয়ে ভারতের বড় আশা নীরজ চোপড়া।

আর ঝান্ডু বলেছেন, ‘ভারতের প্রথম পদক জিততে পেরে খুব ভালো লাগছে। জাতীয় পতাকা দেখলেই গর্ব হয়। এই আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। প্রথমে বাড়িতে বাবা-মাকে ফোন করব। তারপর গৌতম ভাইয়াকে। যার সঙ্গে ছোটবেলা থেকে অনুশীলন করেছি।’

পুরুষদের প্যারা সুইমিংয়ে এস১৩ বিভাগে ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে কার্তিক চতুর্থ হয়েছেন। প্যারা পাওয়ার লিফটিংয়ে লাইটওয়েটে চতুর্থ স্থানে শেষ করেন অশোকও। তবে বক্সিং রিং থেকে এসেছে সাফল্যের খবর। গতকাল যদুমণি সিংয়ের পর শনিবার শচীন সিওয়াচ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন। ৫৫ কেজি বিভাগে যদুমণি ৫-০ ব্যবধানে জয় পেয়েছিলেন স্কটল্যান্ডের অ্যারন কুলেনের বিরুদ্ধে। এদিন যুব বিভাগে প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন শচীন ৪-১ ব্যবধানে হারিয়ে দেন কানাডার কিয়োমা আলি আহমেদিয়াকে।

লন বোলসে টানা তৃতীয় জয়ে সেমিফাইনালের আশা উজ্জ্বল করেন রূপা রানি তিরকে-পিংকি সিং। সেকশন ‘বি’-তে ইংল্যান্ডের মতো তাঁদেরও তিনটি জয় রয়েছে। মহিলাদের পেয়ার্সে টোঙ্গার প্যারিস বেকার ও মিলিকা নাথানের বিরুদ্ধে রূপারা প্রথম সেট ৫-২ ফলে জিতে নেন। কিন্তু পরেরটি হাতছাড়া হয় ৪-৬-এ। এরপর খেলা টাইব্রেকারে গড়ালে তাঁরা জয় হাসিল করেন।

শীর্ষে সাগ্নিক, সুনেত্রা

জলপাইগুড়ি, ২৫ জুলাই : জলপাইগুড়ি জেলা দাবা অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে, সারা বাংলা দাবা সংস্থার তত্ত্বাবধানে এবং জলপাইগুড়ি চেস প্লেয়ার্স পেরেন্টস ফোরামের সহযোগিতায় শহরের সেন্ট অ্যান্টোনি স্কুলে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট অনূর্ধ্ব-১৭ ওপেন অ্যান্ড গার্লস ফিডে রেটেড চেস চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬’। তৃতীয় দিনে ষষ্ঠ রাউন্ড শেষে ওপেন গ্রুপের শীর্ষে রয়েছেন সাগ্নিক হালদার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছেন সৌমিক বন্দোপাধ্যায় এবং অঙ্কিত দাস। অন্যদিকে, মেয়েদের গ্রুপে প্রথম স্থানে রয়েছে সুনেত্রা দে। দ্বিতীয় দেবপ্রিয়া মান্না ও তৃতীয় আত্রেয়ী দাস।

জিতল আরসি

ক্রান্তি, ২৫ জুলাই : নগরডাঙ্গা ইয়ুথ কর্নার ক্লাব ও পাঠাগারের ১৬ দলীয় নকআউট ফুটবলে শনিবার আরসি ইলেভেন ২-০ গোলে হারিয়েছে ওদলাবাড়ি বাবুয়োট দলকে। দুই গোল করে ম্যাচের সেরা হন নার্কো। রবিবার মুখোমুখি হবে সামসিং এবং ময়নাগুড়ি একাদশ।

অপ্রতিরোধ্য হাবাসকে হারিয়ে বড় ম্যাচ বাগানের

গোলের জন্য সাহাল আব্দুল সামাদকে (বাঁয়ে) অভিনন্দন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট অধিনায়ক শুভাশিস বসুর। শনিবার।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট- ১ (সাহাল)
ইস্টবেঙ্গল এফসি-০

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ জুলাই : ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজতেই দুটো হাত শূন্যে ছুড়ে দিলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের নবাগত হেড কোচ প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস। সবুজ-মেরুনে তাঁর প্রথম পরীক্ষাই ছিল ডুরান্ড কাপ ডার্বি। বড় ম্যাচে অপ্রতিরোধ্য আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন প্যানোস। এই জয় মোহনবাগানে তাঁর পায়ের নীচের জমিটাও শক্ত করবে।

শনিবার ডুরান্ড ডার্বিতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে ১-০ গোলে হারাল মোহনবাগান। জয়সূচক গোল সাহাল আব্দুল সামাদের। স্বদেশী ফুটবলারদের নিয়েই এদিন প্রথম একাদশ সাজিয়েছিলেন দুই কোচ। বিদেশিরা এলেন পরে। এদিন ম্যাচে শুরুর দিকটায় দুটো দলকেই বেশ অগোছালো মনে হচ্ছিল। বোঝাই যাচ্ছিল ডার্বির মতো হাইভোল্টেজ ম্যাচ খেলার জন্য কেউই প্রস্তুত নয়। বিশেষত, লাল-হলুদ ফুটবলারদের ফিটনেসে ঘাটতি চোখে পড়ল বারবার। এত অল্পদিনের অনুশীলনে তা খুব অস্বাভাবিকও নয়। শক্তির বিচারে ফেভারিট হিসেবেই নেমেছিল সবুজ-মেরুন। মাঠের লড়াইয়েও তার প্রভাব পড়ল। প্রথমার্ধে প্রাধান্য নিয়েই খেলল মোহনবাগান। সেখানে ইস্টবেঙ্গলের একমাত্র অস্ত্রই ছিল প্রতিআক্রমণ নির্ভর ফুটবল।

১৮ মিনিটে প্রথম ইতিবাচক সুযোগ মোহনবাগানের পক্ষে। টেকচাম অভিষেক সিংয়ের থ্রু ফাঁকায় পেয়ে যান কিয়ান নাসিরি। তাঁর নিখুঁত পাস বক্সে পেয়েছিলেন সাহাল। কিন্তু শট নিতে তিনি এতটাই সময় নিয়ে ফেলেন, ততক্ষণে তাঁর সামনে প্রাচীর তৈরি করে ফেলেছেন আনোয়ার আলিরা। এরপর সাহালের দুর্বল শট সহজেই রুখে দেন প্রভসুখান সিং গিল। ২২ মিনিটে টেকচাম অভিষেকের সেন্টার ফাঁকায় পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ মনবীর সিং। তাঁর দুর্বল হেডার তালুবন্দি করতে বিশেষ সমস্যায় পড়তে হয়নি প্রভসুখানকে। মিনিট খানেকের ব্যবধানে সাহালের শট বক্সের ভিতর জিকসন সিংয়ের হাতে লাগলেও তা রেফারির নজর এড়িয়ে যায়। সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা পেনাল্টির জোরালো আবেদন করলেও রেফারি তাতে কর্ণপাত করেননি। উলটোদিকে প্রথম ৪৫ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে ইতিবাচক সুযোগ একেবারে হাতেগোনা। গঠনমূলক ফুটবল তো দূর, বল পায়ে রাখতেই রীতিমতো হিমসিম খেলেন রোহিত কুমার, এডমুন্ড লালরিনডিকারা। ২৭ মিনিটে রোহিত দানুর বাড়ানো বল ধরে বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। তবে তাঁর শট দুর্দান্ত দক্ষতায় বিপন্মুক্ত করেন রাহুল ভেকে।

ইস্টবেঙ্গল এফসি-র সুযোগ নষ্ট দেখে আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শনিবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও ছবিটা বিশেষ বদলায়নি। ৫২ মিনিটে জয়সূচক গোল তুলে নেয় মোহনবাগান। কিয়ানের মাইনাস গোড়ালির ছোট্ট টোকায় সাহালকে দেন মনবীর। ফাঁকা জালে বল ঠেলতে ভুল করেননি সাহাল। পিছিয়ে পড়তেই একাধিক পরিবর্ত ফুটবলার নামিয়ে দেন হাবাস। মহম্মদ বসিম রশিদ, পিভি বিষ্ণুদের মাঠে আনেন তিনি। এরপরই ক্রমশ ম্যাচে ফিরল ইস্টবেঙ্গল। শেষবেলায় তাদের মুহুর্মুহু আক্রমণের সামনে রীতিমতো দিশেহারা হয়ে পড়ে সবুজ-মেরুন রক্ষণ। ৭৯ মিনিটে লালচুংনুঙ্গার শট কোনওক্রমে রুখে দেন বিশাল কেইথ। ফিরতি বলে রশিদের শট বার উঁচিয়ে বেরিয়ে যায়। ৮৭ মিনিটে ড্যানি র‍্যামিরেজের শট পোস্ট ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়। সংযুক্তি সময় পিভি বিষ্ণুর সেন্টার পা দিয়ে গোলে ঠেলে দিয়েছিলেন রশিদ। বাজপাখির মতো ঝাঁপিয়ে তা রুখে দেন বিশাল। ইস্টবেঙ্গল আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়াতেই আলবার্তো রডরিগেজকে নামিয়েছিলেন বাগান কোচ প্যানোস। যদিও তা কোনও কাজে আসেনি। সবুজ-মেরুনের নবাগত বিদেশি ডেজান ড্র্যাজিচ মাঠে ছিলেন প্রায় শেষ ত্রিশ মিনিট। তিনিও ম্যাচে কোনও প্রভাব ফেলতে পারেননি।

গোলহজমের আগে পর্যন্ত মূলত প্রতিআক্রমণ নির্ভর ফুটবল খেলছিল ইস্টবেঙ্গল। সম্ভবত হিসেব করে পা ফেলার পরামর্শ দিয়েছিলেন হাবাস। তা যেমন কোনও কাজে আসেনি, ঠিক তেমনই এগিয়ে যাওয়ার পরও প্যানোস যে কেন অহেতুক রক্ষণাত্মক স্ট্র্যাটেজি নিতে গেলেন তাও বড় প্রশ্ন। যদিও মরশুমের প্রথম মহারণ জিতে আপাতত ডুরান্ড নকআউটের অঙ্কে অ্যাডভান্টেজ মোহনবাগান।

মোহনবাগান : বিশাল, অভিষেক, মেহতাব, রাহুল, শুভাশিস (আলবার্তো), আপুইয়া, অনিরুদ্ধ, কিয়ান (ড্র্যাজিচ), সাহাল (টাংরি), লিস্টন (সায়ন), মনবীর (সুহেল)।

ইস্টবেঙ্গল : প্রভসুখান, লালচুংনুঙ্গা, আনোয়ার, সন্দীপ, জয়, জিকসন, রোহিত কুমার (রশিদ), বিপিন (জেসিন), এডমুন্ড, রোহিত দানু (বিষ্ণু), ডেভিড (ড্যানি)।

স্ত্রীকে ‘ডার্বি গোল’ উৎসর্গ সাহালের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২৫ জুলাই : গোলটা করার পর আঙুলটা উচিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন সাহাল আব্দুল সামাদ। চোখেমুখে ঝড়ে পড়ছে এক অদ্ভুত তৃপ্তি।

এই মুহূর্তে দেশের সেরা বল প্লেয়ার সাহাল। গত কয়েক মরশুম মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ধারাবাহিক সাফল্যের অন্যতম কারিগর। অথচ সের্জিও লোবেরার জমানায় সেই সাহালকেই বেশিরভাগ সময় রিজার্ভ বেঞ্চে থাকতে হয়েছে। পরিবর্ত হিসেবে নেমে দুরন্ত গোল করেও ভাগ্য খোলেনি কেরলের এই মিডিওর।

নয়া মরশুমে পরিস্থিতিটা অন্যরকম। লোবেরার জমানার অবসান হয়েছে। বাগান ডাগআউটের দায়িত্বে গ্রিক কোচ প্যানাজিওটিস দিলেম্পেরিস। সেইসঙ্গে নয়া রূপে ফিরেছেন সাহালও। কিন্তু ডার্বিতে কখনও লক্ষ্যভেদ করেননি। এবার সেটাও হয়ে গেল।

ডার্বিতে গোল করে তৃপ্ত সাহাল। তার থেকেও বেশি খুশি দলকে জেতাতে পেরে। ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, ‘ডার্বি জিততে পেরে ভালো লাগছে। এদিনের গোলটা আমার একার নয়, গোটা দলের গোল। দলকে জেতাতে পেরে ভালো লাগছে।’ কঠিন সময়ে পাশে ছিলেন স্ত্রী। জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গোলটাই জীবনসঙ্গিনীকে উৎসর্গ করেছেন সাহাল। তাঁর কথায়, ‘এই গোলটা স্ত্রীকে উৎসর্গ করছি। গত তিন বছর ধরে ও আমার পাশে রয়েছে। আমাকে সবসময় সমর্থন করছে।’ এদিন সাহালের একটি শট বক্সে জিকসন সিংয়ের হাতে লাগে। পেনাল্টির আবেদন করলেও রেফারি কর্ণপাত করেননি। পরে এই নিয়ে সাহাল বলেছেন, ‘আমার ওই মুহূর্তে ওটা পেনাল্টি মনে হয়েছিল। তবে রেফারির সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাতে চাই।’

প্রথম ডার্বিতেই জয় প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিসের। -ডি মণ্ডল

আগামীদিনে সাহালের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করে রয়েছে। মিগুয়েল ফিগুয়েরা দলে যোগ দিলে তাঁকে নিজের জায়গা হয়তো ছাড়তে হবে। তখন প্রথম একাদশে ঢোকাটাও চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে তাঁর কাছে। যদিও সাহাল চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসেন। তাই শেষ বেলায় বলে গেলেন, ‘আমি অল্পতে সন্তুষ্ট হতে চাই না। আরও উন্নতি করতে চাই। কোচের কথা মেনে প্রতিটি ম্যাচ ডার্বি, এই মানসিকতা নিয়ে আগামীদিনে মাঠে নামব।’

রেফারির সিদ্ধান্তে সংশয়ে দুই শিবির

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ জুলাই : মরশুমে প্রথম ডার্বির রং সবুজ-মেরুন। তবুও বাড়তি উচ্ছ্বাস নেই মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে। একইভাবে হারের পরও হতাশায় ডুবতে নারাজ ইস্টবেঙ্গল এফসি। এমনকি রেফারির একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক থাকলেও তা নিয়ে বোধহয় আলোচনা চাইছেন না কোনও দলের কোচই। বরং নিজেদের দলকে আরও শক্তিশালী করে তোলাই তাঁদের লক্ষ্য।

শনিবার ম্যাচের বয়স তখন ২২ মিনিট। সাহাল আব্দুল সামাদের শট বক্সের মধ্যে জিকসন সিংয়ের হাতে লাগলেও তা হয়তো রেফারির চোখে পড়েনি। এমনকি বাগান ফুটবলারদের আবেদনেও সাড়া দেননি ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ওই রেফারি। তারপরও ম্যাচ শেষে সবুজ-মেরুন কোচ প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস বলে গেলেন, ‘হয়তো সিদ্ধান্তটা আমাদের পক্ষে আসতে পারত। কী হয়েছিল আবার দেখলে আরও ভালোভাবে বলতে পারব। তবুও ওই সিদ্ধান্ত ম্যাচে কোনও পার্থক্য তৈরি করেনি।’ উলটোদিকে ৭৪ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের এডমুন্ড লালরিনডিকাকে বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসু যেভাবে ফাউল করেছিলেন তাতে তাঁকে রেফারি লাল কার্ড দেখালেও দেখাতে পারতেন। শুভাশিসকে অবশ্য হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। ম্যাচ শেষে এই প্রসঙ্গে লাল-হলুদ কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের মন্তব্য, ‘হয়তো লাল কার্ড হতে পারত। আমার তাই মনে হয়েছে।’

> **হয়তো সিদ্ধান্তটা আমাদের পক্ষে আসতে পারত। কী হয়েছিল আবার দেখলে আরও ভালোভাবে বলতে পারব। তবুও ওই সিদ্ধান্ত ম্যাচে কোনও পার্থক্য তৈরি করেনি।**
>
> **-প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস**
> (সাহালের শট বক্সের মধ্যে জিকসনের হাতে লাগলেও তা রেফারির চোখে না পড়ায়)

রেফারিকে কাঠগড়ায় না তুলে দলের উন্নতিতে চোখ রাখতে চাইছেন হাবাস, প্যানোস। সোমবারই সম্ভবত কলকাতায় আসছেন ইস্টবেঙ্গলের নতুন স্প্যানিশ ডিফেন্ডার নাচো মনসালভে। কিছুদিন পর শিবিরে যোগ দেবেন এফিয়ং এনসুঙ্গুসি। আরও দুই বিদেশি ও দুই ভারতীয় ফুটবলারকে সই করানোর পরিকল্পনা রয়েছে লাল-হলুদের। হাবাসের বিশ্বাস দল সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গেলে অনেক সমস্যাই মিটে যাবে। মোহনবাগানেরও নতুন বিদেশি মিগুয়েল ফিগুয়েরাও আগামী সপ্তাহের শুরুতেই কলকাতায় চলে আসছেন।

পশ্চিম মেদিনীপুরে রানার্স হয়ে দয়িতা রায়।

রানার্স দয়িতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : পশ্চিম মেদিনীপুরে আয়োজিত রাজ্য র‍্যাংকিং স্টেজ থ্রি টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১৩ মেয়েদের সিঙ্গলসে রানার্স হয়েছে শিলিগুড়ির দয়িতা রায়। ফাইনালে তাকে ২-৩ গেমে হারিয়ে দেয় দেবান্না আরি। রুপো জয়ের জন্য দয়িতাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তার কোচ মৃন্ময় চৌধুরী।

প্রতিশ্রুতি রক্ষার কথা বললেন ক্রীড়ামন্ত্রী

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২৫ জুলাই : ম্যাচ শুরু হতে ঘণ্টাখানেক বাকি। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গেটগুলি খাঁ খাঁ করছে। ডার্বি ম্যাচের দিন এমন দৃশ্য আগে কখনও দেখা গিয়েছে?

বিশ্বকাপের ঘোর এখনও কাটেনি। ফুটবলপ্রেমীদের চোখে ভাসছে লামিনে ইয়ামাল, জুডে বেলিংহামদের ফুটবল। তার মধ্যেই শুরু হচ্ছে ডুরান্ড কাপ। উদ্বোধনী ম্যাচেই আবার ডার্বি। ফলে উত্তেজনার পারদ সেভাবে চড়ল না।

সাধারণত ডার্বির কয়েকদিন আগে থেকে টিকিট নিয়ে হাহাকার পড়ে যায়। দেদার টিকিটের কালোবাজারি হয়। এবার সেই দৃশ্য উধাও। টিকিট রয়েছে। অথচ টিকিট কাটার লোক নেই। তারপরেও শনিবাসরীয় ডার্বিতে হাজির হাজার চল্লিশেক দর্শক। ইস্টবেঙ্গল গ্যালারি বেশ অনেকটাই ফাঁকা ছিল। তুলনায় মোহনবাগান গ্যালারিতে ভিড় ছিল বেশি। অন্য সময় ডার্বি ম্যাচ হলেও গ্যালারি থেকে নেমে আসত একাধিক টিফো। এবার সেইসব অনুপস্থিত। কিছুটা নিরুত্তাপের ডার্বি।

ডুরান্ড কাপের উদ্বোধনে কুকরি নিয়ে নৃত্য ভারতীয় সেনার।

ছবি : ডি মণ্ডল

ম্যাচ শুরুর এক ঘণ্টা আগে শুরু হল জমকালো অনুষ্ঠান। কুকরি নিয়ে নৃত্য, খালসা নৃত্য, বাংলার ঐতিহ্যশালী ছৌ নৃত্য সহযোগে এবারের ডুরান্ডের বোধন হয়। অন্যান্যবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এবারও তাঁর থাকার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত আসেননি মুখ্যমন্ত্রী। তবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়।

বিরতিতে ভিআইপি গ্যালারি থেকে বেরিয়ে স্টেডিয়ামের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করেন ক্রীড়ামন্ত্রী। সমস্ত ব্যবস্থাপনা নিজে খতিয়ে দেখেন। প্রতিবারই ডার্বিতে গ্যালারিতে পর্যাপ্ত জল না থাকার অভিযোগ থাকে। এবারের ডার্বিতে সাধারণ গ্যালারিতে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল। ক্রীড়ামন্ত্রী এদিন সাধারণ গ্যালারিতে গিয়ে নিজে দর্শকদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে সাহাল আব্দুল সামাদ গোল করার পর ফের ক্রীড়ামন্ত্রী সাধারণ গ্যালারিতে হাজির হন। গোলের আনন্দে মাতোয়ারা বাগান সমর্থকরা ক্রীড়ামন্ত্রীকে ঘিরে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন।

ম্যাচ শেষে স্টেডিয়াম ছাড়ার আগে ক্রীড়ামন্ত্রী বলে গেলেন, ‘খুব উপভোগ্য ম্যাচ হয়েছে। প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গল গ্যালারিতে বসে খেলা দেখেছি। দ্বিতীয়ার্ধে ছিলাম মোহনবাগান গ্যালারিতে। তখনই গোলটা হয়েছে।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমি দায়িত্ব নেওয়ার পরে ফুটবলপ্রেমীদের কাছ থেকে স্টেডিয়ামে পর্যাপ্ত পানীয় জলের অভাব ও টিকিট নিয়ে হয়রানির কথা শুনেছিলাম। কথা দিয়েছিলাম প্রথম ম্যাচ থেকে এই সমস্যার সমাধান করব। আমরা সেই কথা রেখেছি। এদিন স্টেডিয়ামে পর্যাপ্ত পানীয় জল ছিল। সেইসঙ্গে পেপারলেস টিকিটেরও ব্যবস্থা ছিল।’

এদিকে, ডার্বিতে অনুপস্থিত দুই দলের কর্তারা। ডুরান্ডের আয়োজকদের থেকে পর্যাপ্ত টিকিট ও কারপার্ক না দেওয়ার অভিযোগ করেছেন তাঁরা।

জিতল ডিএভি, লাইম লাইট, সিজার স্কুল

রয়্যাল অ্যাকাডেমির ফুটবলে ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে ঋষভ এক্কা, অনুকূল খেশ ও কৌশিক রোকা। শনিবার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : রয়্যাল অ্যাকাডেমির ১৬ দলীয় ১৫তম আরকে মেমোরিয়াল আন্তঃ স্কুল ফুটবলে শনিবার ডিএভি স্কুল ৪-১ গোলে জিতেছে তারাচাঁদ ধনুকা অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। জোড়া গোল করে ডিএভি-র আদিত্য কুমার গুপ্ত ও ম্যাচের সেরা কৌশিক রোকা। পরে লাইম লাইট স্কুল ৩-০ গোলে জিতেছে এইচবি বিদ্যাপীঠের বিরুদ্ধে। গোলস্কোরার মিলন রাই, মানস সিংহ এবং আশিস মিঞ্জ। ম্যাচের সেরা অনুকূল খেশ। দিনের শেষ ম্যাচে সিজার স্কুল ৩-১ গোলে হারিয়েছে বিড়লা দিব্যজ্যোতিকে। সিজারের ঋষভ এক্কা জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হয়। তাদের অন্য গোলটি অক্কাই লামার। বিড়লার একমাত্র গোলস্কোরার সঞ্জয় ভুটিয়া।

রবিবার খেলবে রানিডাঙ্গা দার্জিলিং পাবলিক স্কুল-হেব্রন স্কুল, নেপালের ঝাপা ন্যাশনাল স্কুল-ডিএভি স্কুল ও নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্টশিয়াল স্কুল-হুইটন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল।

চ্যাম্পিয়ন সেন্ট পিটার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : প্রি-সুব্রত কাপ ফুটবলে ক্লাস্টার পর্যায়ে অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন হল সেন্ট পিটার্স হাইস্কুল। শনিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে জিতেছে কালিম্পংয়ের কুমুদিনী হোমসের বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ২-২।